২৪ ক্যারাট বার: ৮৯,১০০
২২ ক্যারাট হলমার্ক: ৮৫,১০০
* সোনা ১০ গ্রামের দাম (কর ছাড়া)

৯৯৯ বার/কেজি: ৮৯,২০০
পোর্শন/কেজি: ৮৯,৩০০
* রুপোর দরে জিএসটি অতিরিক্ত

ডলার ক্রয়মূল্য: ৮৫.৩০
ডলার বিক্রয়মূল্য: ৮৬.১৫
* সূত্র এসবিআই

এই সময়
সংবাদপত্র

সূর্যোদয় ৫:২৪
সূর্যাস্ত: ৫:৫৪

তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ: ৩৪.৬
সর্বনিম্ন: ২৭.২

বৃষ্টিপাত
হয়নি সোমবার
বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত

আপেক্ষিক আর্দ্রতা
সর্বোচ্চ: ৮৯%
সর্বনিম্ন: ৫০%

★★★
২৫ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল ২০২৫ শহর সংস্করণ ৬ টাকা ১৪ পাতা কলকাতা YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI eisamay.com | epaper.eisamay.co.in | VOLUME 14 / ISSUE 96



আইএসএল ফাইনালে: আপুইয়ার শেষ মুহূর্তের গোলে দুরন্ত জয় মোহনবাগানের খেলার সময়



এই সময় দীপ্তি: বহু বার ব্যর্থ হয়েছি। ভেঙে পড়িনি। তাই বোধহয় এই দিনটা এল অন্য সময় PRIME

প্রতিবাদে পড়শিও: ধ্বংসে মরিয়া ইজ়রায়েল, বোমা ফেলা হলো জার্নালিস্ট টেন্টেও! এই দুনিয়া



ঝটিতি

রান্নার সিলিন্ডার ৫০ টাকা দামি

■ **এই সময়:** আজ মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় ১৪.২ কিলো গার্হস্থ্য ভর্তুকিহীন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বেড়ে হলো ৮৭৯ টাকা। উজ্জ্বলা যোজনায় এলপিজি সংযোগ পাওয়া দরিদ্র পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে উজ্জ্বলা গ্রাহকদের জন্যে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম হবে কার্যত ৫৫৯.৪৩ টাকা। এখন কলকাতায় অন্য যে সব গার্হস্থ্য গ্রাহক ভর্তুকি পান, সিলিন্ডার ডেলিভারির পরে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৯.৫৭ টাকা জমা পড়ে। পৃঃ ১২

আজ আবার সুপ্রিমে নজর

■ **এই সময়:** এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থীদের জন্য যে সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্য, সেই বিষয়ে আজ, ৮ এপ্রিল শুনানি করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২২-এর মে মাসে ৬,৮৬১টি সুপার নিউমেরারি পদের অনুমোদন দিয়েছিল মন্ত্রিসভা।

তেলে বাড়ল শুল্ক

■ **এই সময়:** প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজ়েলের উপরে ২ টাকা উৎপাদন শুল্ক বাড়াল কেন্দ্র। এ জন্য পেট্রল, ডিজ়েলের খুচরো দাম পাল্টাবে না। কলকাতায় মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রল পাম্পে প্রতি লিটার পেট্রল, ডিজ়েলের দাম ১০৫.০১ টাকা ও ৯১.৮২ টাকা। পৃঃ ১২

আইপিএল স্কোর

বেঙ্গালুরু	২২১/৫ (২০ ওভার)
গুজরাট	২০৯/৯ (২০ ওভার)

বেঙ্গালুরু ১২ রানে জয়ী

আজ আইপিএলে
কলকাতা: লখনৌ
(দুপুর ৩.৩০)
সরাসরি স্টার স্পোর্টস, জিও হটস্টারে

আশ্বাসে মিলায়... তর্কে বহুদূর

কাড়তে দেবো না চাকরি: মুখ্যমন্ত্রী

এই সময়, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: একজনও 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি তিনি খারিজ হতে দেবেন না বলে আশ্বাস দিলেন। আবার পরামর্শ দিলেন স্কুলে গিয়ে 'ভলান্টারি সার্ভিস' দেওয়ারও। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে 'ক্ল্যারিফিকেশন' চাইবেন বলেও ঘোষণা করলেন।

সুপ্রিম-রায়ে চাকরিহারা তথাকথিত 'যোগ্য'দের সভা থেকে সোমবার এ রকম বেশকিছু আশ্বাস দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের

> রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে প্রথমে এই রায়ের ব্যাখ্যা চাইবে। যদি আদালতে সমস্যার সমাধান না-হয়, আইন মেনেই যোগ্যদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবো। আপাতত আপনারা, চাকরিহারারা ভলান্টারি সার্ভিস দিন
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্য সব রকম আইনি পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এরপরেও চাকরিহারাদের সব সংশয় ও আশঙ্কা কি দূর হলো— নেতাজি ইন্ডোরের সভার শেষে এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘটনাচক্রে এ দিন মমতার সভা চলাকালীনই জানা যায়, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। একলপ্তে এতজন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ায় যে স্কুলগুলির স্বাভাবিক পঠনপাঠন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে— তেমনই কিছু উদাহরণ দিয়ে আর্জি জানানো হয়েছে পর্ষদের তরফে। তাতে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান' অনুযায়ী, স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ হওয়ার কথা। সুপ্রিম-রায়ের আগে এই অনুপাত ছিল ৫২:১। আর একলপ্তে এতজনের চাকরি খারিজের পরে অনুপাতটা দাঁড়াচ্ছে ৫৮:১। এর ফলে স্কুলগুলিতে পড়াশোনা চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। তাই নতুন করে নিয়োগ না-হওয়া পর্যন্ত অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত যাতে 'টেন্টেড' বা 'অযোগ্য' বলে চিহ্নিত নন, এমন চাকরিহারাদের স্কুলে কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি মেনশন করে দ্রুত শুনানির জন্য আর্জি

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়

মমতার বার্তার পরেও যোগ্য চাকরিহারাদের প্রশ্ন

? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেও এখনও শুনানি হয়নি, কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশও শীর্ষ আদালত দেয়নি। তা হলে কীসের ভিত্তিতে মঙ্গলবার থেকে চাকরিহারারা স্কুলে যাবেন?

? স্কুলে গেলেও তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিহারারা এপ্রিল মাসে বেতন বাবদ পুরো অর্থ পাবেন কি? তার পরেও তাঁরা আদৌ বেতন পাবেন কী ভাবে?

? মুখ্যমন্ত্রী 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একাধিক বার 'স্বেচ্ছাশ্রম'-এর কথা বলেছেন। 'ভলান্টারি সার্ভিস' বা 'স্বেচ্ছাশ্রম' তাঁরা দেবেন কীসের ভিত্তিতে?

? মুখ্যমন্ত্রী এক দিকে এই চাকরিহারাদের স্কুলে যেতে বলছেন আবার ভলান্টারি সার্ভিস দিতেও বলছেন। তা হলে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সার্ভিস ব্রেক হবে নাকি?

? আপাতত এই 'যোগ্য' চাকরিহারারা যদি স্কুলে যান-ও, তা হলেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা চাকরিহারাদের রিভিউ পিটিশন শীর্ষ আদালতে খারিজ হলে তখন কী হবে?

? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সোমবার যে রিভিউ পিটিশন করেছে, সেখানে নতুন করে নিয়োগ না-হওয়া পর্যন্ত বা অন্তত এই শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত 'যোগ্য' চাকরিহারাদের স্কুলগুলির অবস্থা বিবেচনায় কাজ চালানোর সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। কিন্তু নতুন করে নিয়োগ হলে তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিহারাদের আবার কি পরীক্ষায় বসতে হবে?

? সুপ্রিম-রায়ে 'টেন্টেড' বা 'অযোগ্য বলে চিহ্নিত' বাদে বাকিদের ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগের সময়ে বয়সের ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় 'যোগ্য'রা বসলে বয়সের ছাড় বাদে আর কোনও সুবিধা পাবেন কি?



নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা — এই সময়

'সিভিক হতে চাই না, স্কুলে ফেরান'

এই সময়: মুখ্যমন্ত্রীর মিটিংয়ে কি সমস্যার মীমাংসা হলো? সোমবার ওঁদের জবাবে তেমন একটা প্রত্যয়ী সুর শোনা গেল না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাই জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী 'চাকরি যাবে না' বললেও ধন্দ থেকেই গিয়েছে। তবে আগের দিনের হুঁশিয়ারি মতো আন্দোলনের পথে হাঁটেননি তাঁরা। এঁদের অনেকেই রবিবার রাতটা কাটিয়েছেন রাজপথে। সে দিনই তাঁরা বলেছিলেন যে, কোনও আশ্বাস বা ভাতা বা 'স্টপ গ্যাপ' ব্যবস্থায় ভুলবেন না। 'কংক্রিট' সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। যদিও সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসের সামনে তেমন সরব হতে দেখা যায়নি এঁদের। কর্মহারাদের গ্যালারি থেকে কিছু আপত্তিসূচক ধ্বনি শোনা গিয়েছে, এ-ই যা।

এ দিনের বৈঠকে মমতা বারবারই জানান যে, চাকরিহারা 'যোগ্য' প্রার্থীদের পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার। কোর্টের নির্দেশের পরেও কেউ যে তাঁদের 'টার্মিনেট' করেনি, বারবার সে প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। এ কথা জানিয়েই কর্মহারাদের 'ভলান্টারিলি' কাজের আহ্বান জানান। তাঁদের স্কুলে যেতে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের

শীর্ষ কোর্টে পর্ষদ-আর্জি

- সুপ্রিম-রায়ে চাকরি খারিজের পরে স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এখন ৫৮:১। স্কুলে রোজকার পঠনপাঠন চালানো কঠিন হয়ে উঠছে
- বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পক্ষে এই চাপ সামলানো কঠিন
- পরিকাঠামোগত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মানবিক ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করা হোক
- আপৎকালীন অবস্থার কথা ভেবে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত 'টেন্টেড' নন, এমন চাকরিহারাদের নিজেদের স্কুলে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক
- এর বাইরেও বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে কোনও নির্দেশ দিক আদালত

স্বার্থরক্ষার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। 'ভলান্টারি' শব্দ নিয়ে সভার মধ্যে থেকে প্রশ্ন উঠলেও মমতা বোঝাতে চান, আদালতের রায়ের কথা মাথায় রেখেই তিনি এমন আহ্বান জানাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, দু'মাস কষ্ট করলে ২০ বছরের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা থাকবে।

তবে তিনি যা-ই বলুন। মিটিং শেষে এই 'ভলান্টারি' কাজের আবেদন নিয়েই সবচেয়ে বেশি সংশয় ও ধন্দ শোনা গেল চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথায়। এক শিক্ষিকার কথায়, 'আমরা কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার হতে চাই না। আমরা যেমন সম্মানের সঙ্গে কাজ করছিলাম, সেটাই ফিরে পেতে চাই।' তাঁরা স্কুলে যাবেন কি না, তা নিয়েও থাকল প্রশ্ন। 'ভলান্টারিলি' কাজে যোগ দিলে বেতন মিলবে কি না, সেটা স্পষ্ট না হওয়ার কারণেই মূলত দোলাচলে এঁরা।

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়

বিতর্ক 'অযোগ্যদের' নথি দেখার আশ্বাসে

এই সময়: তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থীরা রবিবারই ঘোষণা করেছিলেন, 'টেন্টেড' বা 'অযোগ্য'রা কেউ মিটিংয়ে থাকলে তাঁরা কোনও ভাবেই তা মেনে নেবেন না। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগ্য'দের পাশাপাশি 'অযোগ্য'দের নিয়েও বার্তা দিলেন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে। 'যোগ্য'দের সঙ্গে 'অযোগ্য'দের চাকরি যাওয়ার বিষয়টি নিয়েও সরকার যে ভাবছে, সেই বার্তাই উঠে এল তাঁর বক্তব্যে। যদিও মমতা জানিয়েছেন, সবার আগে যোগ্যদের বিষয়টিই সমাধান করবে সরকার। তারপরে প্রয়োজনে অযোগ্যদের বিষয়ে রাজ্য সরকার নিজেরা তদন্ত করবে।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের সভা শুরু হওয়ার আগে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় 'যোগ্য' এবং 'অযোগ্য'দের বিবাদ ঘিরে। ওই মিটিংয়ের আগে বেশ কিছু 'টেন্টেড' প্রার্থীকে দেখতে পান যোগ্যরা। যাঁদের নাম বিভিন্ন সময়ে সিবিআই এবং এসএসসি (স্কুল সার্ভিস



মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এ ভাবেই নানা প্রশ্ন তুললেন চাকরিহারা শিক্ষকরা — শুভ্রজিৎ চন্দ্র

কমিশন)-এর 'অযোগ্য'দের তালিকায় ছিল বলে দাবি করেন তথাকথিত 'যোগ্য'রা। দু'পক্ষের মধ্যে রীতিমতো মারামারি শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা বিশাল পুলিশ বাহিনীকেও তা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অবশ্য এত বড় আকারে না-হলেও সভা শেষের পরেও এই বিবাদে দফায় দফায় গোলমাল বাধে।

এ সবের মধ্যেই এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যোগ্যদের সমস্যা প্রথমে সমাধান করব। সুপ্রিম কোর্টের কাছে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা চাইব।

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়

আইনি লড়াই: পাশে শুভেন্দুও

এই সময়: আশ্বাসের পাল্টা আশ্বাস! কটাক্ষের পাল্টা কটাক্ষও!

সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের সভায় তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিহারাদের হয়ে সব রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে ধারালো ভাষায় নিশানা করেছেন সিপিএম-বিজেপিকে। এ দিন নেতাজি ইন্ডোরের সভা শেষ হওয়ার পরে স্টেডিয়াম ছেড়ে বিধানসভার সামনে দিয়ে ফিরছিলেন চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ। ঠিক সেই সময়ে বিধানসভার নর্থ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথা শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েন একদল চাকরিহারা যুবক-যুবতী। সেটা নজরে আসতেই শুভেন্দু তাঁদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। এই চাকরিহারাদের ক্ষোভ, উদ্বেগ শুনে সাংবাদিকদের সামনেই শুভেন্দু আশ্বাস দেন, সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারারা আলাদা ভাবে আবেদন করলে তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে বিজেপির পরিষদীয় দল। চাকরি হারানোর জন্য তাঁদের হতাশায় ভেঙে না-পড়ে মনোবল ধরে রাখতেও পরামর্শ দেন শুভেন্দু। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকেও নিশানা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো এই শিক্ষকরা যাতে স্কুলে 'ভলান্টারি

কটাক্ষ রাজ্যকে

সার্ভিস'-এ ঢুকে না-পড়েন, সে কথাও বলেছেন শুভেন্দু।

বিধানসভার নর্থ গেটের সামনে শুভেন্দু প্রায় ১৫ মিনিট চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশের সঙ্গে কথা বলেন। এঁদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা যদি ওএমআর শিট এবং শিক্ষাগত নথি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান, ব্যক্তিগত ভাবে

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়
▶ এই সংক্রান্ত আরও খবর পৃঃ ২,৯

ট্রাম্পের খেয়ালে ধস বিশ্ববাজারে, বাড়ছে মন্দার ভ্রূকুটি

এই সময়: সময়টা ৬৪ খ্রিস্টাব্দ। 'গ্রেট ফায়ার অফ রোম'-এর সময়কাল। খুব প্রচলিত প্রবাদ, গোটা রোম যখন জ্বলছে, প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ যখন গৃহহারা, তখন সম্রাট নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। গরিষ্ঠ অংশের ইতিহাসবিদদের অবশ্য দাবি, পুরো বিষয়টিই রূপক। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে এর কোনও সত্যতা নেই।

ফিরে আসুন ১,৯৬১ বছর পরে। চলতি ২০২৫ সালে মার্কিন মুলুক এবং বিশ্বজুড়ে যদি সত্যিই আর্থিক মন্দা পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, অক্লেশে এই তুলনা টানা যাবে, যে 'রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ'-এর সূত্রে এই বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং মন্দার হাতছানি, তাকে 'ভেরি বিউটিফুল থিং টু বিহোল্ড ফর ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকা' বলে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল 'ট্রুথ সোশ্যালে' পোস্ট করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বলা খুব অনুচিতও হবে না বোধহয়। তাঁর ট্যারিফ-তোপে গত সপ্তাহে মার্কিন বাজার থেকে ৮ লক্ষ কোটি ডলার উবে যাওয়ার পরেও রবিবার ট্রাম্প সদর্পে দাবি করেছিলেন, 'অসুস্থ হলে তেতো ওষুধ খেতেই হয়। মার্কিন অর্থনীতিতে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির যে অসুখ প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আমলে জন্মেছে, তা সারাতে একমাত্র দাওয়াই আমার রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ। এতে বাজার থেকে কত টাকার সম্পদ সাময়িক উবে যাবে, বাজার-অর্থনীতির পরিস্থিতি আগামী দিনে কী হবে, তার পূর্বাভাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কাজও নয়। তবে যে কোনও অবস্থাতেই রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ চালু হবে নির্ধারিত দিনেই। যার উপকারিতা মার্কিন নাগরিকেরা আগামী দিনে উপলব্ধি করবেন।'

মার্কিন মুলুকে যা হবে হোক, তা নিয়ে 'আমাদের কী' বলার মতো বিলাসিতা ভারতীয়রা দেখাতে পারছেন না এই জন্য যে, গোটা বিশ্ব অর্থনীতি এখন এক বৃহত্তর বাজারের অঙ্গ। সময়ের নিরিখে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতের শেয়ারবাজার খোলে তুলনায় আগে। ফলে ট্রাম্পের ধাক্কায় সোমবার ভারতে বাজার খোলার পরেই সেনসেক্স প্রায় ৪,০০০ পয়েন্ট তলিয়ে যাওয়ায় ১০ সেকেন্ডে গায়েব হয়ে যায় লগ্নিকারীদের ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ। তবে 'মর্নিং শোজ় দ্য ডে'কে কিছুটা ভুল প্রমাণ করে

এপ্রিল-ফুল

মার্কিন বাজারে ক্ষতি	৬৮৮ লক্ষ কোটি টাকা
ভারতীয় বাজারে ক্ষতি	২৪.৪ লক্ষ কোটি টাকা

*চলতি মাসে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত

ভোলাটিলিটি ইনডেক্স—কোথায় কত

ইন্ডিয়া ভিক্স	২২.৭৯ (+ ৬৫.৭০%)
ইউএস ভিক্স	৫০.৬৩ (+ ১১.৩২%)
চায়না ভিএক্সএফএক্সআই	৩৩.৪৯ (+ ০৯.৯৫%)
এইচএসই ভিক্স (হংকং)	৪৭.০০ (+ ৮৯.৬৭%)
স্টক্স ৫০ ভিক্স (ইউরোপ)	২০.৬০ (+ ০৫.০৩%)

সূত্র: ব্লুমবার্গ

দিনের শেষে কিছুটা বেড়ে ২,২২৬ পয়েন্ট (- ২.৯৫%) নীচে বন্ধ হলো সেনসেক্স। নিফটি৫০ বন্ধ হলো ৭৪২ পয়েন্ট (- ৩.২৪%) নেমে। ২০২০ মার্চে কোভিড পর্বের পরে একদিনে এত নামেনি নিফটি৫০।

আর মার্কিন বাজার? খোলার পরেই গড়ে প্রায় ৩-৩.৫% নেমে গিয়েছে ডাও জোন্স, এসঅ্যান্ডপি৫০০ এবং ন্যাসড্যাক সূচক। ন্যাসড্যাক ইতিমধ্যেই সরকারি ভাবে 'বেয়ার' জ়োনে পৌঁছে গিয়েছে। ডাও এবং এসঅ্যান্ডপি৫০০-ও কিন্তু খুব বেশি দূরে নেই।

এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে বিশ্বের বাকি দেশগুলির জন্য 'ব্ল্যাক মানডে' স্বস্তিদায়ক গিয়েছে। এশিয়ার চিন-হংকং-জাপান-তাইওয়ান-সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপে সিএসি-ড্যাক্স-এফটিএসই, গড়ে ৩-১২% নেমেছে বাজার। বিশেষজ্ঞদের দাবি, পরিস্থিতি এমনই, যে সোমবার বাজারের 'ফ্রি-ফল' এ পোর্টফোলিও ভ্যালু কত কমলো, কোন শেয়ারটা এখনও ধরে রাখা উচিত, কোনটা ছেড়ে দিয়ে ক্ষতির অঙ্ক আর বাড়তে না দেওয়া উচিত, কালকের জন্য কোনটায় কত 'কল'-কত 'পুট' অপশন সেট করা ঠিক হবে—সে সব নিয়ে চিন্তা করতে বসে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না লগ্নিকারীরা। বাস্তববুদ্ধিহীন একটা মানুষের খামখেয়ালিপনা এবং গোঁয়ার্তুমির সামনে কোনও স্ট্র্যাটেজিতেই ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়



চাকরিহারাদের বিক্ষোভে সকাল থেকে সরগরম নেতাজি ইন্ডোর চত্বর — এই সময়

বিক্ষোভ-প্রতিবাদের সাক্ষী ইন্ডোর

এই সময়: তখন সকাল দশটা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে থিকথিকে ভিড়। রাত জাগা, উদ্বিগ্ন মুখগুলো ভিড় জমাচ্ছিল ধীরে ধীরে। গোটা স্টেডিয়াম চত্বর ততক্ষণে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। রাস্তায় নো এন্ট্রি। ব্যারিকেডের পরে ব্যারিকেড। নেতাজি ইন্ডোরের গেট পর্যন্ত আসতে অন্তত ১০ থেকে ১২ বার পাস দেখাতে হচ্ছে কর্মহারা শিক্ষকদের। বার বার ব্যাগ খুলে চলছে চেকিং। কড়া রোদ পেরিয়ে এ ভাবে যখন স্টেডিয়ামের গেট পর্যন্ত পৌঁছলেন কর্মহারারা, দেখলেন ভিতরে ঢোকার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে। তার মধ্যেই আচমকা পারদ চড়ল। ওই ভিড়ের মধ্যে একদল চিহ্নিত যোগ্যকে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অনেকে। কেন যোগ্যদের সঙ্গে অযোগ্যদের এই মিটিংয়ে ডাকা হয়েছে, তা নিয়ে কথা কাটাকাটি মুহূর্তে মারামারি, হাতাহাতির রূপ নিল। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হলো বিস্তর।

কথা ছিল এ দিন সোওয়া ১২টা থেকে বৈঠক শুরু হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৪৫ মিনিট আগেই নেতাজি ইন্ডোরে পৌঁছে যান। তাঁর ভাষণ শুরু হতে তখনও দেরি। ফলে, কর্মহারাদের প্রতিনিধি হিসেবে দু'জন বক্তব্য রাখার পরেই ভাষণের জন্য ডাক পান মঞ্চে উপস্থিত সাহিত্যিক আবুল বাশার। মিনিট তিনেকের বক্তৃতায় একেবারে শেষ লগ্নে যখন পৌঁছেছেন তিনি,



সে সময়ে গ্যালারিতে উপস্থিত শয়ে শয়ে জনতা তাঁদের আপত্তি তুলেছেন চিৎকার করে। কেউ বলেন, 'আমরা আপনাদের কথা শুনতে আসিনি।' কেউ বলছেন, 'আপনি এখানে কী করছেন?' কবি সুবোধ সরকারকে এরপর ডাকা হয়। তাঁর মিনিট কয়েকের বক্তব্যের পুরোটা জুড়ে গ্যালারিতে উপস্থিত জনতা চিৎকার করে মঞ্চ ছাড়ার দাবি তুলতে শুরু করে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী ডায়াসে উঠতেই চাকরিহারাদের সমবেত হাততালিতে ফেটে পড়ে গোটা স্টেডিয়াম। যতবার মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে, 'আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনাদের চাকরি যাবে না...' ততবারই হাততালি পড়েছে। কিন্তু মঞ্চের সামনে বসে





মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছেন তখন নেতাজি ইন্ডোরের ভেতরে-বাইরের নানা ছবি — শুভজিৎ চন্দ্র ও এই সময়

থাকা এক চাকরিহারার প্রতিবাদে সেই হাততালিতেও যেন ছেদ পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চ থেকেই বলতে শোনা যায়, 'আপনি কি যোগ্য না অযোগ্য?' এরপর তিনি বলেন, 'আমি যা বলছি সেটা একটু শুনুন। প্রয়োজনে গ্রহণ করুন, নইলে বর্জন করুন। কিন্তু একটু শুনুন।' ততক্ষণে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন প্রান্তে উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। কেউ বলছেন, 'আপনাদের দুর্নীতির দায় আমাদের কেন নিতে হচ্ছে?' কারও বক্তব্য, 'ভাসা ভাসা কথা শুনতে আমরা এখানে আসিনি।' কেউ আবার যতদূর শোনা যায়, চেঁচিয়ে বলছেন, 'আমরা কোনও ললিপপে ভুলছি না...।'

সভা শেষে যখন মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে গিয়েছেন, মঞ্চ ছাড়ছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ঠিক তখন আবার গ্যালারি থেকে বিক্ষোভ। বিক্ষোভরত চাকরিহারাদের দাবি, তাঁরা মোটেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না। শিক্ষামন্ত্রীকেও দেখা গিয়েছে এক ঝলক তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তাতে বিক্ষোভ আরও বাড়তে শুরু করায় দ্রুত সেখান থেকে চলে যান ব্রাত্য।

মিটিং শেষে স্টেডিয়ামের বাইরে খাবারের প্যাকেটের ব্যবস্থা ছিল। অনেকে খাবার নেন, অনেকে আবার দ্বিধাগ্রস্ত। এরই মধ্যে যাঁরা খাবারের প্যাকেট নিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে চিৎকার করতে শুরু করেন গোসাবা হাইস্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক প্রতাপ রায়চৌধুরী, 'আপনারা প্যাকেট নিচ্ছেন কেন? এই সরকার যতক্ষণ না আমাদের কোনও ব্যবস্থা করছে, ততক্ষণ কেন আপনারা প্যাকেট নেবেন? ওদের দুর্নীতির জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা। ভুলে গেলেন?' সে কথা শুনে খাবারের টেবিলের সামনে হাত বাড়িয়েও পিছিয়ে গেলেন নদিয়া থেকে আসা চাকরিহারা শিক্ষিকা মৌমিতা সামন্ত, ধৃতি পালরা। মৌমিতা বললেন, 'অনেক ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তো... খিদে পেয়ে গিয়েছিল। দাদা ঠিকই বলেছে, খাবারটা নেওয়া ঠিক হবে না।' শেষে এত প্যাকেট খাবার বেঁচে রইল যে, ফুটপাথের দোকানদাররা কেউ সাত প্যাকেট কেউ দশ প্যাকেট খাবার নিজেদের সংগ্রহে রাখলেন।

দু'মুখো সাপ! মমতার কটাক্ষে পাল্টা শুভেন্দুর

কেন তালিকা বাতিল করাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর তিরে বিকাশও

এই সময়: নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় সেই সিপিএম এবং বিজেপি! গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-র ২০১৬-এর বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে হওয়া প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ একলপ্তে খারিজ করেছিল। সেই দিনই চাকরি বাতিল ইস্যুতে বাম-বিজেপিকে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সভা থেকেও একই সুর তাঁর গলায়। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতেই সিপিএম এবং বিজেপি চক্রান্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএমের আইনজীবী নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করতে এবং বিজেপি-র প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা না-দিতে চাকরিহারাদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরাতেও চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ২০১৮ সালে বামেদের হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। অথচ বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পরে চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি পদ্ম-সরকার। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা ২০২৬ সালে বাংলায় ক্ষমতায় এসে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা স্রেফ ভোট কুড়োনোর কৌশল বলে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অভিযোগ।

নেতাজি ইন্ডোরে মমতার ভাষণের সময়েই ঢিল ছোড়া দূরে বিধানসভার প্রাঙ্গণে পরিষদীয় দলকে নিয়ে এই ইস্যু নিয়ে অবস্থানে বসেছিলেন শুভেন্দু। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরনোর পর থেকেই তিনি লাগাতার বলছেন, '২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'যোগ্য'দের ওএমআর শিট নিয়ে তাঁরা শীর্ষ আদালতে যাবেন, চাকরিহারাদের চাকরি ফিরিয়ে দেবেন। শুভেন্দু-সুকান্তদের এই প্রচারকে নিশানা করেই মমতা বলেন, 'যাঁরা বলছেন ২০২৬ সালে (চাকরির ব্যবস্থা) করবেন... ত্রিপুরায় ১০ হাজার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছিল। বিজেপি-র ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল, তারা জিতলে সব শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেবে। চাকরি ফিরিয়ে দেয়নি, বরং যাঁরা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, মেরে তাঁদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। এদের বিশ্বাস করবেন না। এরা দু'মুখো কেউটে সাপ।' শুভেন্দু পাল্টা বলেন, 'এরা (তৃণমূল সরকার) ওএমআর শিট পুড়িয়ে দিয়েছিল। সিবিআই গাজ়িয়াবাদ থেকে তা উদ্ধার করেছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন বলে সিবিআই এই কাজ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী তো ক্যালকাটা বারের সদস্য! আপনি (মমতা) সুপ্রিম কোর্টে নিজে আইনজীবী হিসেবে যোগ্যদের ওএমআর তালিকা হাতে নিয়ে সওয়াল করুন।'

রাজ্যে স্কুলে নিয়োগ নিয়ে ২০২২ সাল থেকে একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে এ দিন অভিযোগ করেন মমতা। তাঁর কথায়, '২০২২ সাল থেকে একটা নোংরা খেলা শুরু করেছিল। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, চাকরি কাড়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের আমি ধিক্কার জানাই! আপনাদের (চাকরিহারা) একটি জিনিস বুঝতে হবে, কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ। কারা যাত্রাপালার মাধ্যমে আপনাদের ভুল বোঝাচ্ছে।...কেউ যদি কোনও ভুল করে থাকে, তার দায়িত্ব আমরা কেন নেব?' এই 'নোংরা খেলা'র প্রসঙ্গে বিকাশকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা। বিকাশের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'তুমি গিয়ে কেন (উচ্চ আদালতে) অ্যাপ্লাই করলে? প্রথম প্রশ্ন আমার। বিকাশ ভট্টাচার্যকে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার উচিত নয় কি? সিপিএম এর উত্তর দিক। কেন সে এই সব তালিকাকে বাতিল করাচ্ছে? আমি তো চাকরি দিয়েছিলাম।' মমতার প্রশ্নের উত্তরে পরে বিকাশ বলেন, 'ওঁর কথায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল, যাঁরা দুর্নীতির বিপক্ষে তাঁরা বিকাশের দলে পড়েন, যাঁরা দুর্নীতির পক্ষে তাঁরা মমতার দলে পড়েন। উনি সজ্ঞানে নাকি অজ্ঞানে এই স্পষ্ট কথা বলে ফেললেন তা উনি জানেন।'



বিধানসভার গেটের বাইরে চাকরিহারাদের একাংশের সঙ্গে কথা বিরোধী দলনেতার



কিছুতেই যেন ভরসা ফিরছে না। বুকফাটা কান্নায় এক চাকরিহারা — শুভদীপ রায়

রাত জাগছেন কর্মহারারা, কোন দিশায় আন্দোলন?

এই সময়: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে 'রাত দখল' কর্মসূচি দেখেছিল কলকাতা। পরে ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চেও সমাজের নানা স্তরের মানুষকে পাশে পেয়েছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। মাঝে মাস কয়েকের ব্যবধান। আরজি কর আন্দোলনের স্মৃতি উস্কে দিচ্ছেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শহিদ মিনারে 'রাত দখল' কর্মসূচিতে সামিল তাঁরা।

শহিদ মিনার

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পরেও নিঃসংশয় হতে পারেননি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড় অংশ। মিটিং থেকে ফিরে শহিদ মিনার চত্বরে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন 'যোগ্য' প্রার্থীরা। তাঁদের বক্তব্য — ডু অর ডাই। তাঁদের আন্দোলন আরজি করকেও ছাপিয়ে যাবে বলে কারও কারও দাবি।

ক্ষোভের কেন্দ্রে স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং রাজ্য সরকার। যদিও সোমবার মুখ্যমন্ত্রী এই শিক্ষকদের সাফ জানিয়েছেন যে, বেঁচে থাকতে 'যোগ্যদের' চাকরি হারাতে দেবেন না তিনি। এ জন্য বিকল্প প্ল্যান যে তৈরি, সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। তার পরেও শহিদ মিনারের মাঠে কেন? তেহট্টের এক শিক্ষক বলেন, 'আমার ১০ মাসের সন্তান রয়েছে। দশজন মানুষ আমার উপরে নির্ভরশীল। আমার কী দোষ? যে এসএসসি দুর্নীতি করছে, তারা কী ভাবে যোগ্য-অযোগ্য ঠিক করবে?' উত্তর ২৪ পরগনার এক বাসিন্দা চাকরি পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের স্কুলে। এ দিন শহিদ মিনারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'বাড়ি ফিরব কোন মুখে? আমার দিকে তাকিয়ে গোটা পরিবার। রাতে ঘুমোতে পারব না।'

এরই মধ্যে কেউ কেউ মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আস্থা রাখার কথা বলেন। তাতে এঁদের উপরেই পাল্টা ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে। এক শিক্ষিকা পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সরকার এতদিন কিছু করেনি কেন? তা ছাড়া সাধারণ মানুষ যদি ডাক্তারদের পাশে থাকতে পারেন, তা হলে যোগ্য শিক্ষকদের পাশে কেন থাকবেন না?' এখন এঁরা আন্দোলনের কোন পথ ধরেন, সেটাই দেখার।



শহিদ মিনার চত্বরে রাত জাগার প্রস্তুতি চাকরিহারা শিক্ষকদের — এই সময়

বহু স্কুলে পরীক্ষা বাতিল, মুখ্যমন্ত্রীর ডাকেও ধন্দ

এই সময়: কোথাও শিক্ষকের অভাব, কোথাও সহকর্মীদের চাকরি যাওয়ার প্রতিবাদ — এমন একাধিক কারণে সোমবার রাজ্যের বেশ কিছু স্কুলে বাতিল হয়ে গেল পরীক্ষা।

রাজ্যের বহু সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব ছিলই। তার উপর দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এতে যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে, সে কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কোথাও হেডমাস্টারকেই পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা বাজাতে হচ্ছে, কোথাও পার্ট-টাইমারদের ভরসায় স্কুল চালানোর পরিকল্পনা করছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জোড়াতালির এমন সব ব্যবস্থা যে শিক্ষা ব্যবস্থার শিরদাঁড়া সোজা রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়, রাজ্যের নানা প্রান্তের নানা ঘটনায় সেটাই বারবার প্রমাণিত হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের প্রমোদনগর হাইস্কুলে চাকরি হারিয়েছেন দু'জন শিক্ষক। প্রতিবাদে সোমবার কালো ব্যাজ পরে 'পেন ডাউন' কর্মসূচিতে সামিল হন অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শিক্ষাকর্মী ও পার্শ্বশিক্ষকরা। যার জেরে বাতিল হয় স্কুলের ফার্স্ট সামেটিভের অঙ্ক পরীক্ষা। প্রিয় দুই শিক্ষককে স্কুলে ফেরাতে মিছিল, পথ অবরোধে সামিল হয় শ'পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রী।

ময়নাগুড়ি সুভাষনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার ৪০জনই 'নেই'। যার জেরে এ দিন বাতিল হয়ে গেল সিক্স থেকে টেনের ইউনিট টেস্ট। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর-১ ব্লকের গোয়াগাঁ হাইস্কুলেও কাজ হারিয়েছেন ন'জন শিক্ষক। চরম সঙ্কটে স্কুল। ঘোর অনিশ্চয়তায় তিন হাজার পড়ুয়া। শিক্ষকের অভাবে সোমবার নির্ধারিত পরীক্ষা বাতিল করতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

সোমবারই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মিটিংয়ে 'যোগ্য' প্রার্থীদের স্কুলে যেতে, 'ভলান্টারিলি' কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হওয়া সঙ্কট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজ্য সরকার যে সবরকম ভাবে এই প্রার্থীদের পাশে আছে এবং একজন 'যোগ্য' ক্যান্ডিডেটের চাকরিও যাবে না — এমন আশ্বাস বারবার দিয়েছেন মমতা। তাঁর বার্তা — 'আপনাদের তো কেউ টার্মিনেট



করেনি। কাজে যেতে বারণ করেছে কেউ?' যদিও ইন্ডোরের সভাতেই উপস্থিত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পরে জানান যে তাঁদের সংশয়-ধন্দ থেকেই গেল। কাজেই আজ, মঙ্গলবার থেকে স্কুলগুলির পরিস্থিতি আদৌ পাল্টাবে কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এই জটিল আবহে জল মাপতে নেমে পড়েছে বিরোধী দলগুলিও। তারা বলছে, মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে। আজ, মঙ্গলবার রাজ্যের স্কুলগুলিতে ঢুঁ মারলেই সেটা মালুম হবে বলে বিরোধীদের বক্তব্য। খড়্গপুরে শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন সুপ্রীতি বাস্কে। চাকরি খুইয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'আগে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করতাম। সেখানেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের উপরে আর কী আছে?' বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক শিশিরকুমার গরাইয়ের কথায়, 'স্বেচ্ছাশ্রম দিতে যাব না। নিজের জায়গা ফেরত পেলে তবেই স্কুলে ফিরব।'

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ন'পাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক হবিবুল্লাহ, বীরভূমের নানুরের চারকলগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক তরুণ থান্দাররা জানান, স্কুলে যাবেন কি না সে ব্যাপারে সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত নেবেন। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন হাইস্কুলের শিক্ষিকা রুম্পা খাতুনের কথায়, 'আমি মানসিক ভাবে খুবই বিপর্যস্ত। কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না।'

তবে স্কুলে স্কুলে স্কুলে সামেটিভ পরীক্ষা চলছে। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের খাতা দেখাও চলছে। এই অবস্থায় মূলত পড়ুয়াদের কথা ভেবেই মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেবেন বলে ঠিক করেছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। আরামবাগ হাইস্কুলের বায়োলজির শিক্ষক নূর মহম্মদ যেমন বলছেন, 'এখন স্কুলে পরীক্ষা চলছে। খাতা দেখা, মার্কশিট তৈরি ইত্যাদি নানা কাজ আছে। মানবিক কারণেই ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।'

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি অবশ্য মনে করছে, 'যোগ্য' শিক্ষকদের আরও বেশি বিপদে ফেলতেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আদালতের নির্দেশ অমান্য করে স্কুলে ফিরতে বলছেন। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর কথায়, 'কে যোগ্য আর কে অযোগ্য, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। এই অবস্থায় চাকরিহারারা স্টুডেন্টদের মুখোমুখি হবেন কী ভাবে! এ সব মুখ্যমন্ত্রীও বোঝেন। তিনি সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরির জন্য এই শিক্ষকদের ঘুঁটি বানাচ্ছেন।'

আশা-নিরাশার দোলাচলে

কী হলো সেটা স্পষ্ট বুঝছি না। তবে ব্যক্তি হিসেবে নন, একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কথা বললেন। তাঁর উপরে আমাদের ভরসা রাখা উচিত

সোলাঙ্কি মল্লিক



ধোঁয়াশার মধ্যে থাকলাম। বেতনের ব্যাপারটা কী হবে, বুঝতে পারছি না

মৌমিতা দত্ত



খুব একটা আশাপ্রদ কিছু বুঝলাম না। স্যালারি পাব কি না বুঝছি না। ভলান্টারি সার্ভিস বলছেন, 'যোগ্যদের' বঞ্চিত করবেন না বলছেন। দেখা যাক কী হয়!

অন্তরা মাঝি



মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছি। আমাদের বিরুদ্ধে বেনিয়মের কোনও অভিযোগ বা প্রমাণ নেই। তবু চাকরি হারিয়েছি

ইল্লাজুর রহমান



আমরা তো ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করবেন। কিন্তু আমরা অপেক্ষাতেই থেকে গেলাম

অন্নপূর্ণা হেমব্রম



আমরা স্কুলমুখী হতে চাই। স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের ছেড়ে আমরা থাকতে পারি না

মহাদেব বর



৩২ হাজার নিয়োগ মামলা: সরলেন বিচারপতি সেন

শুনানি হবে এ বার হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চে

এই সময়: প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ খারিজ সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন। সোমবার তাঁর ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলা উঠলে তিনি জানান ব্যক্তিগত কারণে তিনি এই মামলার বিচার থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এরপরে স্বাভাবিক ভাবে এই মামলাটি যায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। নতুন কোন ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করা হবে এই মামলা শোনার জন্য 'মাস্টার অফ রস্টার' হিসেবে তিনিই

প্রাথমিক

তা ঠিক করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সন্ধেয় মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই হবে পরবর্তী শুনানি। এরপরে এই মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায়, সে দিকে নজর রয়েছে শিক্ষক ও আইনজ্ঞ মহলের।

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৩ সালের ১২ মে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ৩২ হাজার নিয়োগ বেআইনি বলে ঘোষণা করে খারিজ করে দেয়। সেই রায় চ্যালেঞ্জ হয় তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে। ওই ডিভিশন বেঞ্চ চাকরি খারিজের নির্দেশ স্থগিত করে দিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ বহাল রাখে। কিন্তু সেই রায় চ্যালেঞ্জ হয় সুপ্রিম কোর্টে। একদিকে চাকরি খারিজের রায় স্থগিত থাকলে কী করে নতুন করে আবার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট নতুন নিয়োগের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। তারপরে সেই মামলা আবার ফেরত আসে হাইকোর্টে। ততদিনে বিচারপতি তালুকদার অবসর নিয়েছেন। ফলে এ বার মামলা যায় বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। গত বছর ১৭



জানুয়ারি বিচারপতি সেনের বেঞ্চ মামলার বিচার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। পরের মাস থেকে মামলার শুনানি শুরু কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই শুনানি আর সেই ভাবে এগোয়নি বলে দাবি আইনজ্ঞদের একাংশের। দ্রুত শুনানি শুরুর জন্য কিছু মামলাকারী প্রধান বিচারপতির কাছে লিখিত আবেদনও করেন। কিন্তু শুনানি এগোয়নি।

গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-র ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের চূড়ান্ত রায় দেয়। তারপরেই প্রাথমিকের এই মামলা দ্রুত শুনানির দাবি আরও জোরালো হয়। এই মামলার অন্যতম আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'গত শুক্রবারই আমরা সব পক্ষকে নোটিস দিয়ে সোমবার ওই ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির জন্য উত্থাপন করার কথা জানিয়েছিলাম। তারপরেই আদালতের এ দিনের বিচারের সূচিতে এই মামলাটি আসে। আর এ দিন মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দেন বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি নতুন যে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি পাঠাবেন, সেখানেই এরপরে মামলাটির শুনানি বিচার হবে।'

ওএমআর শিট নষ্ট মামলা

এই সময়: এই সময়: ২০১৪ সালের প্রাথমিকের টেটের ওএমআর শিট নষ্ট করে ফেলার মামলা দ্রুত শুনানির জন্য সোমবার আবেদন করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে। আদালত এই সপ্তাহেই মামলা শুনানির জন্য উঠতে পারে বলে ইঙ্গিত দেয়। আইনজীবীদের বক্তব্য, ২০১৪ সালের টেটের উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী ২০১৬-২০১৭ ও ২০২০-২০২১ এই দুই দফায় প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়। ফলে সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার রায়ের উপরে ওই ৬০ হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সমর্থকদের মারপিট থামাতে মঞ্চ ছেড়ে পথে ববি-অতীনরা

এই সময়: তৃণমূল সমর্থকদের দু'দলের মধ্যে প্রকাশ্যেই মারপিট ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দমদম রোডে। আর সেই গন্ডগোলের জেরে মাথা ফাটলো তিন জনের। সোমবার বিকেলে এই ঘটনার পরে দু'দল সমর্থকের মারপিটের ছবি দ্রুত ভাইরালও হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, যুযুধান সমর্থকদের শান্ত করতে মঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে আসতে হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ববি) এবং ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে। যদিও দু'জনের বক্তব্য 'বিষয়টি তেমন কিছু নয়।'

সোমবার বিকেলে কলকাতা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের দমদম রোডে একটি নিকাশি প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন কাশীপুর-

দমদম রোড

স্থানীয়দের একাংশের অভিমত, এই গন্ডগোল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা কাউন্সিলার কাকলি বনাম বিধায়ক অতীনের ঠান্ডাযুদ্ধের বহিঃপ্রকাশ

বেলগাছিয়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়রকে সম্বর্ধনা জানাতে পুরসভার অনুষ্ঠান মঞ্চের কাছে একটি পৃথক মঞ্চ করা হয়েছিল। ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার কাকলি সেনের ব্যবস্থাপনায় সেই মঞ্চে আরও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ওই সূত্রের দাবি, মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছনোর আগে মেয়র কাকলির মঞ্চে উঠে তাঁর হাত থেকে সংবর্ধনা নিচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়ে ওই মঞ্চের কাছে যান বিধায়ক অতীন ঘনিষ্ঠ কাশীপুর- বেলগাছিয়ার এক সংখ্যালঘু যুব নেতা। তিনি নীচে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, 'এখানে কীসের অনুষ্ঠান? মূল অনুষ্ঠানের দেরি হচ্ছে কেন?' যা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কাছে থাকা কাকলি অনুগামী তৃণমূল সমর্থকদের একাংশ। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ধাক্কাধাক্কি। পরে তা গড়ায় হাতাহাতিতেও। এক সময়ে সমর্থকদের শান্ত করতে মূল মঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে আসেন ফিরহাদ ও অতীন। অভিযোগ, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করেই দু'পক্ষ বেশ খানিকক্ষণ মারপিট চালিয়ে যান।

এই ঘটনার পরে প্রশ্ন ওঠে, পুরসভার একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কেন দু'টি অনুষ্ঠান মঞ্চ হবে? স্থানীয়দের একাংশের অভিমত, সোমবারের এই গন্ডগোল আসলে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা কাউন্সিলার কাকলি বনাম বিধায়ক অতীনের ঠান্ডাযুদ্ধের বহিঃপ্রকাশ। যদিও এ বিষয়ে কাকলির কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়া সিজ়ার কোমায়, সুস্থ সন্তান-মা

অনির্বাণ ঘোষ

রাতদুপুরে ৩৬ সপ্তাহের প্রসূতি যখন হাসপাতালে আসেন, ততক্ষণে তাঁর ছ'বার খিঁচুনি আর দু'বার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গিয়েছে। তাপসী ঘোষ নামে কোমায় চলে যাওয়া টাকির ওই বছর উনিশের তরুণীকে নিয়ে এতটুকু সময় নষ্ট করেননি জুনিয়র ডাক্তাররা। দ্রুত সিপিআর দিয়ে ফিরিয়ে আনেন হৃদস্পন্দন। মৃত্যুর মুখে কোমায় থাকা সেই প্রসূতির এবং তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণরক্ষার তখন একটাই উপায় ছিল— সিজ়ার করা।

ডাক্তারি পরিভাষায় যে বিরল অপারেশনকে বলে পেরিমর্টেম সিজ়ার। সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি সিনিয়র ডাক্তাররা। সঙ্কটজনক ওই বিরল পরিস্থিতিতে অসাধ্য সাধন করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকেরা। মৃত্যুর দোরগোড়ায়, ভেন্টিলেশনে রেখে অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়াই সিজ়ার করে সুস্থ নবজাতকের জন্ম দেওয়া হয়। পরে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন মা-ও। সোমবার ফুটফুটে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন তাপসী।

মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ তথা সুপার অঞ্জন অধিকারী বলেন, 'প্রসূতির চিকিৎসায় আমাদের ইডেন হাসপাতালের যে ঐতিহ্য, পেরিমর্টেম সিজ়ারিয়ান সেকশনে তার উৎকর্ষতা আবার প্রমাণিত হলো।' প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের যে ইউনিটের অধীনে তাপসীর সিজ়ার ও চিকিৎসা হয়েছে, সেই ইউনিটের প্রধান চিকিৎসক সম্রাট চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, তাঁর বিভাগের চিকিৎসকদের পাশাপাশি অ্যানাস্থেশিওলজি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তার মিলিয়ে ২০ জনের চিকিৎসকদল অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে নিপুণ কাজ করার পাশাপাশি প্রাণপাত করেছিলেন বলেই ওই তরুণীর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মুমূর্ষু অবস্থায় গত ১১ মার্চ রাত ১২টার একটু আগে মেডিক্যালে এসেছিলেন



সদ্যোজাতকে নিয়ে তাপসী

তাপসী। তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনার জিরানগাছা ব্লক হাসপাতাল থেকে আরজি করে রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু পরিজন সেখানে না গিয়ে মেডিক্যালে নিয়ে আসেন। ততক্ষণে পাঁচ বার খিঁচুনি হয়ে গিয়েছে তাপসীর। ইডেন হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে পৌঁছেই ফের এক বার খিঁচুনি হয়। পাকস্থলীর খাদ্যাবশেষ উঠে এসে ঢুকে যায় শ্বাসনালীতে। পর পর দু'টি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতেই স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদযন্ত্র। সময় নষ্ট না করে কার্ডিয়ো-পালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর) দিতে শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

সম্রাটের কথায়, 'প্রসূতির সিপিআর দেওয়া সহজ নয়। চিৎ করে নয়, এক দিকে কাত করিয়ে একটু বিশেষ ভাবে সিপিআর দিতে হয়। আমাদের চিকিৎসকেরা সঙ্কটের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রেখে একেবারে ঠিক কাজটা না করলে পেরিমর্টেম সিজ়ারের সুযোগটুকুও মিলত না।' তিনি জানাচ্ছেন, হৃদস্পন্দন ফিরে আসতেই অ্যানাস্থেটিস্টরা শ্বাসনালীতে টিউব পরিয়ে ভেন্টিলেশনে দিয়ে দেন তাপসীকে। অস্ত্রোপচার দলের অন্যতম সদস্য, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নীতা রায় বলেন, 'সে সময়ে প্রথম লক্ষ্য ছিল, গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বাঁচানো। তাই ইমার্জেন্সিতেই ভেন্টিলেশনে রেখে পেরিমর্টেম সিজ়ারের সিদ্ধান্ত হয়। সুস্থ নবজাতক জন্মায়। ওজন ২.৭ কেজি।'

মেডিক্যালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক তপন নস্কর জানান, যে অবস্থায় ছিলেন ওই প্রসূতি, তাতে প্রথাগত অ্যানাস্থেশিয়ার দরকারই পড়েনি। নীতা জানান, সিজ়ারের পর ধীরে ধীরে তাপসীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। তাও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রাখা হয়। কয়েক দিন পর ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয় তাপসীকে। গত ২১ মার্চ তাঁকে সিসিইউ থেকে এক ধাপ নামিয়ে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রাখা হয়।

অবশেষে সোমবার ছুটি পেলেন তাপসী। কোলে ছেলে নিয়ে ছুটির আগে গোটা মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি। সেই টিমে সামিল ছিলেন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট সাবিহা নাজ় ও সোহিনী ঘোষ দস্তিদার এবং স্নাতকোত্তর পড়ুয়ারা। অ্যানাস্থেশিয়া টিমে ছিলেন মৌমী ঘোষ, চয়ন দাস ও দীপাঞ্জন বিশ্বাস এবং সিসিইউ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস ঘোষ।



ক্ষণিকের স্বস্তি জল নিয়ে খেলাচ্ছলেই ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তির উপায় বের করেছে খুদেরা — শুভ্রজিৎ চন্দ্র

বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্পে তাপপ্রবাহ এড়াচ্ছে বাংলা

এই সময়: ক্রমশ তেতে উঠছে মধ্য ভারতের মালভূমি। সে দিক থেকে বয়ে আসা শুকনো ও গরম হাওয়া এত দিনে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করতেই পারত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলাকে রক্ষা করছে বঙ্গোপসাগর থেকে ঢোকা বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প।

সমুদ্রের দক্ষিণে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং বিহার থেকে তেলঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত অন্য একটি অক্ষরেখার প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলাড়ু ও পুদুচেরির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার, বৃষ্টি না হলেও ওড়িশা ও সংলগ্ন বাংলার বাতাসেও প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকেছে। যার প্রভাবে এ পর্যন্ত বাংলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে মত আবহবিদদের একাংশের।



গরমে নাজেহাল পুলিশকর্মীরাও

২০২৪-এর মতো ২০২৫-এও ভয়াবহ তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলের অনেকখানি এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পেরিয়েছে। উত্তরের সমভূমিরও এক হাল। রবিবারই ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল প্রয়াগরাজের তাপমাত্রা। এমন অবস্থায় পশ্চিম দিক থেকে যে হাওয়া গাঙ্গেয় বঙ্গে ঢোকে, তা একেবারে শুকনো ও গরমই থাকে। তাই বাংলার বিস্তীর্ণ অংশে তাপমাত্রা বাড়ার পাশাপাশি শুকনো গরম শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু, এ বার এখনও পর্যন্ত সহনীয় স্তরেই আছে গরমের মাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পেরিয়েছে দু'দিন — ১৬ ও ২৮ মার্চ। কিন্তু মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকেই বঙ্গোপসাগরের উপরে পর পর নানা ওয়েদার সিস্টেম তৈরি হওয়ায় দেশের পূর্ব উপকূল দিয়ে ক্রমাগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ঢুকছে। এর প্রভাবেই বাংলায় এখনও পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে মনে করছেন আবহবিদরা। তাঁদের ধারণা, যতদিন জলীয় বাষ্পের প্রভাব থাকবে, ততদিন তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা পাবে বাংলা।

ট্রেকে যাচ্ছেন? ভূস্বর্গের গ্রেট লেকস সঙ্কটে!

কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

TALKING পয়েন্ট

চোখ জুড়োনো সৌন্দর্য সব দিকে। তারই মধ্যে দিয়ে সোনমার্গ থেকে বিষ্ণুসর হয়ে নারঙ্গ পর্যন্ত বিখ্যাত ট্রেকিং রুট। সেই রুট বরাবর হঠাৎই মাটির নীচ থেকে ভেসে এল অদ্ভুত একটা চাপা গমগমে শব্দ। হঠাৎই কেঁপে উঠল চারপাশ। তারপর ধেয়ে এল ঘোলা জলের তীব্র স্রোত। পাথরের ছোটবড় টুকরো থেকে শুরু করে অজস্র গাছ — কী নেই সেই স্রোতে! ওই স্রোতেই চোখের পলকে ভেসে গেল সব কিছু। এমনটাই কি ভবিতব্য কাশ্মীরের?

চোরাবালিতাল জুন ২০১৩ — কেদারনাথ।

সাউথ লোনাক লেক অক্টোবর ২০২৩ — সিকিম।

এ বার হয়তো ওই তালিকায় যুক্ত হবে কাশ্মীরের বিখ্যাত 'ফাইভ গ্রেট লেকস'-এর নামও। ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীর, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ জম্মু এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মিলিত সমীক্ষায় মিলছে তেমনই ভয়াবহ ইঙ্গিত। বিশেষজ্ঞদের মতে হিমবাহ-গলা জল থেকে তৈরি এমন ৬৭টি হ্রদ রয়েছে ভূস্বর্গে, যাদের পাড় ভেঙে ভয়াবহ বন্যা শুধুই সময়ের অপেক্ষা। এই ৬৭টি হ্রদের মধ্যে ১১টি হ্রদকে ভূতত্ত্ববিদরা 'হাই রিস্ক' বলে উল্লেখ করেছেন। 'ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত এই ১১টি হ্রদের তালিকায় নাম রয়েছে কাশ্মীরের 'ফাইভ গ্রেট লেকস' হিসেবে পরিচিত গদসর, কৃষ্ণসর, বিষ্ণুসর, নুন্দকোল এবং গঙ্গাবলের। এই হ্রদগুলো ছাড়াও তালিকায় রয়েছে অনন্তনাগ জেলার শেষনাগ এবং কুলগামের ব্রহ্মসরের নামও।

পর্যটকদের জন্য আদৌ নিরাপদ কি কাশ্মীদের বিখ্যাত সোনামার্গ-বিষ্ণুসর-নারাঙ্গ ট্রেক? শুধু কাশ্মীর নয়, দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেকিং রুটের নিরাপত্তা এবং ভূতত্ত্বগত স্থিতিশীলতা নিয়েই এ বার প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা, ১২ বছর আগে কেদারনাথে এবং দু'বছর আগে সিকিমে যা হয়েছিল তেমনই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 'জমি তৈরি হচ্ছে' কাশ্মীরেও। দেশের সবচেয়ে উত্তরের এই রাজ্যের অবস্থান 'সিজ়মিক জ়োন-ফাইভ'-এ। অর্থাৎ দেশের যে জায়গাগুলোর সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে জম্মু এবং কাশ্মীরও। ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোগ্রাফির রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি



বিপদের মুখে গদসর লেকও

সাত দিনে কাশ্মীর এবং সংলগ্ন এলাকা ১১ বার কেঁপেছে। কম্পনের পরিমাণ অনুভূত হয়নি। যন্ত্রেই ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রতিবার এমন কম্পন হ্রদের পাড় সামান্য হলেও দুর্বল করে দেয়। তার পরে কোনও এক সময়ে ওই দুর্বল পাড়ের বাধা ভেঙে হ্রদ খালি করে জল বেরিয়ে আসবে। ভয়াবহ বন্যায় চরম বিপর্যয় দেখা দেবে ভূস্বর্গে।

ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীরের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক পারভেজ় আহমেদ বলছেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সারা পৃথিবীতেই হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাচ্ছে। হিমবাহ গলা জল জমে তৈরি হয় ছোট-বড় নানা রকমের হ্রদ। এদের বলা হয় গ্লেসিয়াল লেক। হিমবাহ ক্রমাগত গলতে থাকায় এই হ্রদগুলো খুব তাড়াতাড়ি জলে ভরে যায়। কেদারনাথে চোরাবালিতাল এবং সিকিমে সাউথ লোনাক হ্রদেও তাই হয়েছিল।' অধ্যাপক বলছেন, 'একে হ্রদগুলো জলে ভরে গিয়েছে, অন্য দিকে নিয়মিত ভূমিকম্পের ফলে হ্রদগুলোর পাড় ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে।' তাই বড় ধরনের দুর্ঘটনা সময়ের অপেক্ষা বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ জম্মুর পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুনীল ধার বলছেন, 'সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় যে হ্রদ থাকে, তাদের 'অ্যালপাইন লেক' বলে। কাশ্মীরের এমন হ্রদগুলোর মধ্যে ৬৭টি হ্রদ 'বিপজ্জনক' তালিকায় রয়েছে। এদের মধ্যে ১১টি হ্রদকে 'হাই রিস্ক' বলা হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো এই ১১টি হ্রদই পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এদের মধ্যে পাঁচটি হ্রদ তো বিখ্যাত সোনমার্গ-বিষ্ণুসর-নারাঙ্গ রুটে রয়েছে।' তিন সংস্থার মিলিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলার মধ্যে কিসতোয়ার জেলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। চেনাব উপত্যকায় অবস্থিত এই জেলায় রয়েছে মুন্ডিকেশ্বর এবং হাঙ্গু হ্রদ। এ ছাড়াও রয়েছে আরও একটি অনামী হ্রদ।

রহড়ায় গণধর্ষণ বিধবাকে, ধৃত ২

এই সময়, রহড়া: রহড়ার পাতুলিয়ায় গণধর্ষণের শিকার হলেন এক বিধবা মহিলা। রবিবার রাতের ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও করেছে। তবে যে ভাবে বসতি এলাকার মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তাতে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় রহড়া থানার পুলিশের নজরদারির অভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

ধৃতদের নাম শেখ জাভেদ ও মহম্মদ সোনাবাবু ওরফে ছোট্টু। এই ঘটনায় যুক্ত বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মাস কয়েক আগে নির্যাতিতার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। মাঝবয়সি ওই মহিলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতে একাই থাকেন। বাড়ির পাশে রয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, সে সময় পাঁচ দুষ্কৃতী তাঁর মুখ চাপা দিয়ে পাশের ফাঁকা জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। এর পর চার দুষ্কৃতী গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তেরা সকলেই স্থানীয়।

নির্যাতিতা কোনওমতে বাড়িতে ফিরে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের বিষয়টি জানালে তাঁরা রহড়া থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যদিও পালিয়ে যায় ধর্ষকরা। সোমবার সকালে মহিলা রহড়া থানায় হাজির হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ব্যারাকপুরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (মধ্য) ইন্দ্রবদন ঝা বলেন, 'গণধর্ষণের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা দু'জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছি। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অপরাধীদের কাউকেই ছাড়া হবে না।'

তবে এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের নজরদারির অভাবে ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড লাগোয়া এলাকা দুষ্কৃতী ও নেশাড়ুদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্য মামলায় যাবজ্জীবন

এই সময়, বারাসত: নিউ টাউনের ইকো পার্ক থানা এলাকার এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিন অভিযুক্তকে সোমবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারাসত আদালত। অভিযুক্তদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ২০২২ সালের ১৮ জুলাই ইকো পার্ক থানা এলাকায় ওই নাবালিকা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে খেলছিল। ওই সময় নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে তিন যুবক পাশের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে।

ঠাকুরপুকুর: জামিন পেলেন না ডিরেক্টর

এই সময়: মত্ত অবস্থায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগে ধৃত ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ দাসকে জামিন দিল না আলিপুর আদালত। সোমবার আদালতে পথ দুর্ঘটনা নিয়ে সওয়াল জবাবে সরকারি আইনজীবী সৌরিন ঘোষাল বলেন, 'মদ খেয়ে ফুর্তি করার পরে ঠাকুরপুকুর বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গাড়ি থেকে চারটি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা মারার ফলে গাড়িতে রক্তের দাগও পাওয়া গিয়েছে। একজনের মৃত্যু হলেও জখম হয়েছেন আরও আট জন। ফলে ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও জেরা করা প্রয়োজন।' অভিযুক্তের আইনজীবী পাল্টা জবাবে বলেন, 'ধৃত কাউকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করেননি। এটি নিছকই দুর্ঘটনা। জামিন দেওয়া হোক।' আদালত ধৃত টেলিভিশন ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ দাসকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। রবিবার সকালে দুর্ঘটনার সময়ে গাড়িতে ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পরে ঋতুপর্ণা এলাকা থেকে পালিয়ে যান। এ দিন অভিনেত্রী বলেন, 'আমি মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। ট্রমার মধ্যে রয়েছি। এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাইছি না।'

এই পথ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একাংশ কেন বারবার এ ভাবে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার অনেকে। তাঁদের বক্তব্য, 'কয়েক বছর আগে অভিনেতা বিক্রম এবং সোনিকা তীব্র গতিতে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনা ঘটলে সোনিকার মৃত্যু হয়। এরপরেও এই প্রবণতা কমেনি।'

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কোপে জিডিপি? আশঙ্কা

এই সময়: দীর্ঘমেয়াদি গ্রীষ্মকাল, গরমে তাপপ্রবাহের সংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি, বর্ষায় অল্প সময়ের মধ্যে তুমুল বৃষ্টি এবং শীতের স্থায়িত্ব হ্রাসের মতো ঘটনার কঠিন প্রভাব পড়তে চলেছে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) উপরে। যে দ্রুততায় জলবায়ুর এমন পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তার ফলে সামনের পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতের জিডিপি অন্তত ৫ শতাংশ কমে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিজ্ঞানী ও আবহবিদরা। মনে করা হচ্ছে, মোট জাতীয় আয় এমন ভাবে কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঠিকা শ্রমিকদের অন্যত্র চলে যাওয়া।

গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রার মাপ প্রতি বছরই আগের বছরকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি এবং উত্তর ভারতের সমতলের অনেকটা জায়গাতেই তাপমাত্রা যে উচ্চতায় উঠছে, তাতে পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে দেশের পূর্ব দিকের তাপমাত্রাও আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়তে দেখা যাচ্ছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ওড়িশার ঝাড়সুগুদা, সম্বলপুর, বোলাঙ্গির এবং অন্য কয়েকটি জায়গার তাপমাত্রা গ্রীষ্মে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াচ্ছে। অন্য দিকে গত বছরই দিল্লির কোনও



কোনও জায়গার তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল। নাগপুরের তাপমাত্রাও ৫০ ছুঁয়েছিল।

পরিবেশবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, গত কয়েক বছর ধরে যে যে জায়গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার এমন বেনজির বৃদ্ধি হয়েছে সেই সব জায়গা থেকে শ্রমিকরা, বিশেষ করে ঠিকা শ্রমিকরা অন্যত্র সরতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় সকালে ১১টা থেকে বিকেলে ৫টা পর্যন্ত বাইরে কাজ করাই যাচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে রোজগারের উপরে। কৃষিকাজ, ব্যবসা বেং উৎপাদন — তিন ক্ষেত্রেই দিনের 'ব্যস্ত সময়ের' ছ'ঘণ্টা কার্যত কিছুই করা যাচ্ছে না। আশঙ্কা করা হচ্ছে এরই কঠিন প্রভাব পড়তে চলেছে দেশের জিডিপি-র উপরে। পাঁচ বছরের মধ্যেই জিডিপি কমতে শুরু করবে বলে আশঙ্কা।

পাশাপাশি রয়েছে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ছাড়ার মতো ঘটনাও। যে ভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি এলাকার কিছু কিছু জায়গা থেকে বাইরের কাজ বা 'আউটডোর ওয়ার্ক' করার শ্রমিক কমতে শুরু করেছে তাতে আগামী দিনে ওই সব এলাকায় কৃষিকাজ করাটাও রীতিমতো কঠিন হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রানওয়ের অ্যাপ্রোচে নির্মাণ, নামতে অসুবিধে প্লেনের

সুনন্দ ঘোষ

বিমান যে পথে রানওয়েতে নেমে আসে, বিমান পরিবহণের পরিভাষায় তাকে 'অ্যাপ্রোচ ফানেল' বলা হয়। কল্পিত সেই পথে এমনকী তার আশপাশেও কোনও ধরনের বাধা (অবস্ট্রাকশন) থাকার কথা নয়। এ বিষয়ে আইন খুব কড়া। কারণ, বিমান নিয়ে নামার সময়ে পাইলটের মনঃসংযোগ সর্বোচ্চ থাকার কথা। তখন কোনও ধরণের বাধার কারণে সেই মনঃসংযোগের সামান্য ব্যাঘাতে মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দরের দ্বিতীয় রানওয়ের যে দিকটা রাজারহাটের দিকে, সেই 'জ়িরো ওয়ান লেফট (০১এল)'-এর ফানেলের আশপাশে এমনই কোনও নির্মাণের খোঁজ মিলেছে, যা ল্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলকাতা বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, এই নির্মাণটি কৈখালির ভিতরের দিকে কোথাও হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, তারই প্রেক্ষিতে ভারতের বিমান পরিবহণের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন) সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, দ্বিতীয় রানওয়েতে নামার সময়ে কোনও ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যাবে না। কারণ, যন্ত্রের সাহায্য নিলেই বিমান অনেক নীচে নেমে এসে তারপরে ল্যান্ড করে। তাতে ওই অবস্ট্রাকশন-এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আর যন্ত্রের সুবিধা না নিলে, মাটির পাঁচ হাজার মিটার উপর থেকে রানওয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলে তবেই নামা যাবে।

বিমানবন্দরের আশপাশে যখনই কোনও নির্মাণ হয়, তখন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট নিতে হয়। ঠিক কোন জায়গায় নির্মাণ হচ্ছে, তার ভিত্তিতে সেই নির্মাণের উচ্চতা নির্ধারণ করে দেন কর্তৃপক্ষ। অনেক ক্ষেত্রেই সেই উচ্চতার সীমারেখা না মেনে

যে পথে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এয়ারপোর্টে



পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন আসে। সেটি দিল্লিতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তখন কিছুটা ছাড়ও মেলে। তবে, ছাড় দিলেও ডিজিসিএ-র নিয়ম যাতে লঙ্ঘিত না-হয়, তার দিকেও খেয়াল রাখা হয়। অভিযোগ, কৈখালির ওই নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি।

সমস্যা অন্যত্র। কলকাতার আবহাওয়ায় সবসময়ে পাঁচ হাজার মিটার উপর থেকে রানওয়ে দেখা না-যেতেও পারে। সে ক্ষেত্রে ওই রানওয়ে ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই মুহূর্তে মূল রানওয়ের যে মুখটা বিরাটির দিকে, সেই 'ওয়ান নাইনার লেফট (১৯এল)'-এর রানওয়ে বন্ধ রেখে কাজ হচ্ছে। জানা গিয়েছে, সেখানে কম দৃশ্যমানতায় ল্যান্ডিংয়ের জন্য আধুনিক ইন্সট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) ক্যাটিগরি-টু বসানো ছিল। তাকে আপগ্রেড করে ক্যাটিগরি-থ্রি করা হচ্ছে। ফলে, সেখান দিয়েও ল্যান্ডিং বন্ধ। টেক-অফ করতে সমস্যা নেই।

বিমানবন্দরের অফিসারেরা বলছেন, একই সময়ে মূল রানওয়ের একটি এবং দ্বিতীয় রানওয়ের একটি দিক বন্ধ থাকলে, সমস্যা হতে পারে। তখন মূল রানওয়ের রাজারহাটের দিক এবং দ্বিতীয় রানওয়ের বিরাটির দিকটা খোলা থাকবে। পাইলটদের দাবি, অবিলম্বে ওই বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলা উচিত। কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর প্রভাত বেউরিয়া বলছেন, 'আমরা ওই বেআইনি নির্মাণের কথা জেনেছি। বিষয়টি ডিজিসিএ-কে জানানো হয়েছে। এ বার ডিজিসিএ যে ভাবে বলবে, সেরকম পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে ডেমোলিশনও করা হতে পারে।'

মাধবী বসু স্মরণে



জলের বাঁকের মতো জীবনের প্রতিটি বাঁকে তুমি সঙ্গে ছিলে,
আজও আছো, আগামীতেও থাকবে,
যদিও নয়ন সমুখে তুমি নেই, আজ ঠিক এক বছর হল
আজ এই বিশেষ দিনে তোমার স্মৃতি আগলে

বিশ্বনাথ বসু (স্বামী) • পল্লব বসু (সন্তান)
পর্ণালী ধর চৌধুরী (সন্তানসমা) • পরিশ্রীজা বসু ধর (নাতনি)

এমবিবিএস: আসনে এগিয়ে দক্ষিণ ভারত



এই সময়: চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্য ভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ ও এমবিবিএস আসনের তালিকা প্রকাশ করল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)। তাতে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি মেডিক্যাল কলেজ উত্তরপ্রদেশে (৮৬) হলেও সবচেয়ে বেশি এমবিবিএস আসন কর্নাটকে (১২,৫৪৫)। সার্বিক ভাবে ডাক্তারি আসনের ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি এগিয়ে রয়েছে দেশের অন্য প্রান্তের চেয়ে। তবে দক্ষিণে রমরমা বেশি বেসরকারি কলেজেরই। কলেজ ও আসন সংখ্যা, দু'ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান মাঝামাঝি।

সারা দেশে এই মুহূর্তে ৭৮০টি মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ১৯০টি এমবিবিএস আসন। কর্নাটকের পরেই দেশে সবচেয়ে বেশি এমবিবিএস আসন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে (১২,৪৭৫)। তার পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু (১২,০৫০) ও মহারাষ্ট্র (১১,৮৪৬)। এর পরে রয়েছে তেলঙ্গানা (৯,০৪০), গুজরাট

বাংলায় ৫,৬৭৬ সিট

(৭,২৫০) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (৬,৭৮৫)। পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে ৫,৬৭৬টি এমবিবিএস আসন। সবচেয়ে কম আসন রয়েছে মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ডে (১০০)। ওই রাজ্যগুলিতে রয়েছে মাত্র একটি করে মেডিক্যাল কলেজ। একটি করে কলেজ রয়েছে সিকিম, গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড় এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতেও।

উত্তরপ্রদেশের পরেই দেশে সবচেয়ে বেশি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে মহারাষ্ট্রে (৮০)। এর পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু (৭৭) ও কর্নাটক (৭৩)। তার পরে অবস্থান তেলঙ্গানা (৬৫), রাজস্থান (৪৩) ও গুজরাটের (৪১)। পশ্চিমবঙ্গের মতোই অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে ৩৮টি মেডিক্যাল কলেজ। কেরালা ও মধ্যপ্রদেশে রয়েছে যথাক্রমে ৩৪টি ও ৩১টি মেডিক্যাল কলেজ। এই তালিকা প্রকাশ করে এনএমসি সব মেডিক্যাল কলেজের থেকে জানতে চেয়েছে, কোথাও কোনও তথ্য-পরিসংখ্যানগত ত্রুটি থেকে থাকলে দু' সপ্তাহের মধ্যে যেন সে ব্যাপারে এনএমসি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পতাকায় বিতর্ক

এই সময়: বিধানসভায় বিজেপি-র সচেতক শঙ্কর ঘোষের পিএ-র বাইকে গেরুয়া নিশানা থাকায় সেই মোটর বাইক বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলল গেরুয়া শিবির। এই নিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিধানসভার সুরক্ষার দায়িত্ব থাকা এক কর্মী। বিধানসভার গেটের সামনে সোমবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন শুভেন্দু। সেই সময়ে শঙ্কর ঘোষের পিএ বাইক নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে যান। এই বাইকে একটি গেরুয়া নিশান থাকায় প্রথমে বাইক আরোহীকে বাধা দেওয়া হয় বলে শুভেন্দু ও শঙ্কর অভিযোগ করেছেন। যদিও পরে গেরুয়া পতাকা লাগানো বাইক নিয়ে শঙ্করের পিএ বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করেন।

গাঁজা উদ্ধার

এই সময়: ফের শহরে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার। এ বার মুচিপাড়া থানা এলাকার সূর্য সেন স্ট্রিট থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের নাম সুশান্ত বিশ্বাস। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সুশান্ত নদিয়ায় গাঁজা পাচারের চেষ্টায় ছিলেন।

জেলা সভাপতিদের ক্ষমতায়ন: ঘোষণা কি আজ অধিবেশনেই

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

■ নয়াদিল্লি



এক শতাব্দী পার করে, আরও একবার আমেদাবাদের মাটি থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়ে আজ, মঙ্গলবার এআইসিসি অধিবেশনে বসছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। ঠিক ১৯২১ সালে আমেদাবাদে এআইসিসি অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ওই অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধীর হাতে দলের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিল এআইসিসি। ১০৪ বছর পরে আরও একবার আমেদাবাদের মাটিতেই বসছে দু'দিনের এআইসিসি-র অধিবেশন, যেখানে দলকে ঘুরে দাঁড় করানোর কোন রাস্তায় হাঁটে কংগ্রেস নেতৃত্ব, সেদিকেই নজর গোটা দেশের।

কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের কাছে এ বারের এআইসিসি অধিবেশন বিরাট চ্যালেঞ্জিং। কংগ্রেস নেতৃত্ব ভালোই জানেন, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং দিল্লির নির্বাচনী বিপর্যয়ের ধাক্কা কাটিয়ে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে না পারলে আগামী দিনে তলিয়ে যেতে পারে দল। রাহুল গান্ধী এ বারে এআইসিসি অধিবেশনকে নতুন লঞ্চিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজে লাগান কি না, সেদিকেও চোখ থাকবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে বড় কোনও রাজনৈতিক পদক্ষেপ করেননি রাহুল। দলের জনভিত্তি ফেরানোর লক্ষ্যে এআইসিসি অধিবেশনে বাড়তি কোনও উদ্যোগ রাহুল নেন কি না, নজর থাকবে সেদিকেও।

এআইসিসি

আমেদাবাদের এআইসিসি অধিবেশনে জেলা সভাপতিদের গুরুত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। এ বার নিজেদের জেলা থেকে বিধানসভা এবং লোকসভার ভোটের জন্য সম্ভাব্য যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা দলের হাইকম্যান্ডের কাছে পাঠাতে পারবেন কংগ্রেস জেলা সভাপতিরা। শুধু তাই নয়, দিল্লিতে আয়োজিত দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি বা সিইসি-র বৈঠকে প্রার্থী বাছাই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে উপস্থিতও থাকতে পারবেন জেলা সভাপতিরা। এআইসিসি অধিবেশনে এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে নিজে এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের অন্য শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেই দলীয় সূত্রের দাবি। এই পদক্ষেপেরই অংশ হিসেবে এ বার কংগ্রেস তাদের জেলা সভাপতিদের হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে। এ বার থেকে জেলা স্তরের নন-পারফর্মার নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নিতে পারবেন জেলা সভাপতিরা। একই ভাবে দলের সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করার জন্য জেলাস্তরে কিছু অফিস-কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন তাঁরা। তবে এই ক্ষেত্রে কোনও রকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দেবে না দল, সেটা জেলা সভাপতিদের জানিয়ে দেওয়া হবে বলে সূত্রের দাবি।

দীর্ঘদিন ধরেই জেলা স্তরের সংগঠনকে উজ্জীবিত করার উপায় খুঁজছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। যে ভাবে একের পর এক রাজ্যের বিধানসভা ভোটে দলকে শোচনীয় ভাবে হারতে হয়েছে, তাতে জেলাস্তরের সংগঠনের খোলনলচে বদলে না ফেললে বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না, এটা বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। গত বছরের ডিসেম্বরে কর্নাটকের বেলাগাভিতে আয়োজিত অধিবেশনে এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। জেলা সভাপতিদের সামনে খাড়্গে বলেছিলেন, 'আমাদের দলে জেলা সভাপতিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা শুধু আমাদের দূত নন, আপনারা কংগ্রেস পার্টির জেনারেল, জমি আঁকড়ে পড়ে থেকে আপনারা দলের জন্য লড়াই করেন। আপনাদের সকলকে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করে এগোতে হবে, কী ভাবে রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরের ভোটে জিততে পারি আমরা, তার নকশা তৈরি করতে হবে। আমাদের মতাদর্শ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। প্রয়োজন ক্ষমতা। এই ক্ষমতা না পেলে মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।' খাড়্গের এই মন্তব্যের মধ্যেই জেলা সভাপতিদের ক্ষমতায়নের যে আভাস ছিল, তা বাস্তবের রূপ নিতে পারে আমেদাবাদের এআইসিসি অধিবেশনে, দাবি কংগ্রেস সূত্রের।

ওয়াকফ বিল: ডেরেকের কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে

এই সময়, নয়াদিল্লি: ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে বিতর্কের যেন শেষই হচ্ছে না। সংসদের দুই কক্ষে ভোটাভুটিতে সংশোধিত ওয়াকফ বিলটি পাশ হয়ে যাওয়ার পরে তাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বাক্ষরও করে দিয়েছেন। যদিও নয় নয় করে এক ডজনের কাছাকাছি মামলা দায়ের হয়েছে বিলটির সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। এরই মাঝে তৃণমূলের

বাতিল দোলার ভোট!

> প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওয়াকফ বিলের পক্ষে ভোট দেননি, তিনি বিপক্ষেও ভোট দেননি। আবার ভোটদানে বিরতও থাকেননি! ইতিহাসে এটা লেখা থাকবে!
>
> ডেরেক ও'ব্রায়েন

রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, বিল পাশের সময়ে তাঁর অনুপস্থিতিকে হাতিয়ার করে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে লেখা ব্লগে ডেরেকের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওয়াকফ বিলের পক্ষে ভোট দেননি, তিনি বিপক্ষেও ভোট দেননি। আবার ভোটদানে বিরতও থাকেননি! ইতিহাসে এটা লেখা থাকবে!' এই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকেও নিশানা করেন ডেরেক। তাঁর কটাক্ষ, 'নিজের মন্ত্রকের তরফে তিনটি বিলে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওয়াকফ নিয়ে তিনি ৪৫ মিনিট বক্তব্য রেখেছেন। অমিত শাহই ছিলেন বিজেপির ব্যাটসম্যান, বোলার এবং ফিল্ডার!' এ সবের মাঝেই বিরোধী শিবিরের আক্ষেপ ধরা পড়েছে রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিলের ভোটাভুটিতে তাদের ভোট 'সেঞ্চুরি' স্পর্শ না-করায়। রাজ্যসভার ভোটাভুটিতে বিরোধীরা ৯৫টি ভোট পেয়েছিল। শাসক শিবির পায় ১২৮টি ভোট। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে দিন সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি বিরোধী শিবিরের সদস্য ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রবীণ সাংসদ শিবু সোরেন ও মহুয়া মাঝি। একই কারণে সভায় ছিলেন না বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুব্রত বক্সি এবং এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। এর পাশাপাশি টেকনিক্যাল কারণে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের ভোট বাতিল হয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় পরে সভায় জানান, নিজের আসনে বসে ভোটদান না-করে তৃণমূল সাংসদ সুব্রত বক্সির আসনে বসে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট দিয়েছিলেন দোলা, যা আইনত বৈধ নয়।

বাসের ধাক্কা, স্কুটির আরোহী বৃদ্ধের মৃত্যু

এই সময়: সল্টলেক সেক্টর ফাইভের পর চিংড়িঘাটা। ফের সরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক স্কুটি-আরোহীর। মৃতের নাম হরিমোহন রাজবংশী (৬৫)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস এবং শান্তিনগর মোড়ের কাছে। বাসটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক। চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে

চিংড়িঘাটা

বলে জানিয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার পর পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে অবশ্য উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

পুলিশ সূত্রের খবর, এ দিন দুপুর দেড়টা নাগাদ রাজারহাটের গৌরাঙ্গনগরের বাসিন্দা হরিমোহন স্কুটিতে বিধাননগর পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি পেশায় কাঠপালিশ মিস্ত্রি। স্কুটিটি চালাচ্ছিলেন কাঠের মিস্ত্রি বছর একান্নর অরুণ রায়। শান্তিনগর থেকে বাইপাসে উঠতে না উঠতেই সরকারি বাসটি স্কুটির পিছনে ধাক্কা মারে। কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়েন দু'জনই। স্থানীয়রা তাঁদের নিয়ে যান বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই হরিমোহনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাথায় গুরুতর চোটের কারণেই মৃত্যু বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় অরুণকে।

সাব ট্র্যাফিক গার্ড

এই সময়, রাজারহাট: বিশ্ব বাংলা সরণিতে গাড়ির চাপ ক্রমাগত বাড়ছে, বাড়ছে পথদুর্ঘটনাও। এই রাস্তা দিয়ে ভিআইপি মুভমেন্টও বাড়ছে। এই সব বিষয় মাথায় রেখে নিউ টাউনে একটি সাব ট্র্যাফিক গার্ড তৈরি করছে বিধাননগর ট্র্যাফিক পুলিশ।

ইকো পার্ক ১ নম্বর গেটের কাছে পুরোনো পুলিশ ফাঁড়ি থেকেই এই সাব ট্র্যাফিক গার্ডের রোজকার কাজকর্ম পরিচালিত হবে। এ জন্য সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার একজন ওসি ছাড়াও চার জন অফিসার এবং ১২ জন কনস্টেবল ও বেশ কিছু সিভিক ভলান্টিয়ার থাকবেন। সাব ট্র্যাফিক গার্ডের কন্ট্রোল হবে নিউ টাউন ট্র্যাফিক গার্ড থেকে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জেনেছে, স্কুটির চালক এবং আরোহী, দু'জনই হেলমেট পরেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অতনু দত্তের অভিযোগ, শান্তিনগর থেকে বাইপাসে ওঠার যে রাস্তা সেখানে আরও বেশি নজরদারি প্রয়োজন। পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবেই দুর্ঘটনা বাড়ছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্তাদের যদিও দাবি, নজরদারিতে খামতি নেই। ওই তল্লাটে সিসিটিভি ক্যামেরাও বাড়ানো হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ট্রেনিং, উদ্যোগ বিধাননগর পুরনিগমের

শ্যামগোপাল রায়

তাপমাত্রা কেন বাড়ছে, কেন কমছে বৃষ্টি, বাতাসে দূষণের পরিমাণই বা উর্ধ্বমুখী কেন, কোন পথে এ ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব — নাগরিকদের সে ব্যাপারে সচেতন করতে পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ টিম তৈরির পরিকল্পনা বিধাননগর পুরনিগমের। টিমের সদস্যরা যাতে সাধারণ মানুষকে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' ও 'পলিউশন কন্ট্রোলের' নানা দিক শেখাতে পারেন, সে জন্য বিশেষ কোর্সও চালু করছে তারা। সব ঠিক থাকলে আগামী মাস থেকেই কোর্স শুরু হবে বলে খবর।

পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) রহিমা বিবি বলেন, 'প্রথম ধাপে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ধাপে ধাপে সংখ্যাটা বাড়বে। কোর্স শেষে দেওয়া হবে সার্টিফিকেট।' এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবেশযোদ্ধাদের নিয়েই তৈরি হবে টিম। সাধারণ মানুষকে সচেতন করবেন এঁরা।

দূষণ মোকাবিলায় কী করণীয়, বিকল্প শক্তির ব্যবহার কেন জরুরি, সবই শেখানো হবে কোর্সে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে পরিবেশ দূষণের উৎস ও চরিত্র। হাতেকলমে সেই পাঠ দেওয়া হবে কোর্সে। এর সিলেবাস তৈরি হবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায়। নিখরচায় যোগ দেওয়া যাবে কোর্সে। সে জন্য আবেদনপত্র মিলবে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে।

বিধাননগরে যে দূষণের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে, সে কথা উঠে এসেছে একাধিক সমীক্ষায়। পুরকর্তাদের বক্তব্য, দূষণ রুখতে ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগানোর পাশাপাশি ধুলো নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় জল দেওয়া-সহ একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দূষণ রুখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের কর্তাদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে বিধাননগরের ৪১টি ওয়ার্ড থেকেই কমপক্ষে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণের টার্গেট রয়েছে। জলাশয় ভরাট রুখতেও কাজে লাগানো হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের তরুণ বাসিন্দাদের পরিবেশরক্ষায় ব্যবহার করা হলে জলা ভরাট থেকে গাছ কাটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হবে বলে পুরনিগমের আশা। যেখানে সেখানে বর্জ্য পোড়ানো রুখতেও বিশেষ ভূমিকা নেবেন এঁরা। এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের অনেক মানুষই পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন নন। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণের ধারণাটুকুও অনেকের নেই। এ সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে পারলে দূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

কোর্সের খুঁটিনাটি



মেয়াদ
৬ সপ্তাহ সব মিলিয়ে

ক্লাস
১২টি প্রথম দফায়
প্রশিক্ষণ ৩০ জনকে

আবেদন করতে পারবেন
যে কোনও শাখার স্নাতকরা

নেভি অফিসার খুনে অভিযুক্ত স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা?

মিরাট: নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত স্ত্রী মুসকান রাস্তোগি অন্তঃসত্ত্বা, এমনটাই দাবি জেলের তরফে করা প্রিলিমিনারি টেস্ট রিপোর্টে! গত ৪ মার্চ সৌরভকে খুনের পর দেহ টুকরো করে, ড্রামে ঢুকিয়ে সিমেন্ট ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মুসকান ও তার প্রেমিক সাহিল শুক্লার বিরুদ্ধে। খুনের কথা প্রকাশ্যে আসার পর আপাতত মিরাট ডিস্ট্রিক্ট জেলে আলাদা আলাদা ব্যারাকে বন্দি মুসকান ও সাহিল। সিনিয়র জেল সুপার বীরেশ রাজ শর্মা জানান, সব মহিলা বন্দিদেরই চেক-আপ এবং প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা

মিরাট-মার্ডার কেস

হয়। সেই প্রসেসেই মুসকানেরও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।

জেলের চিফ মেডিক্যাল অফিসার অশোক কাটারিয়া জানান, প্রাথমিক রিপোর্টে প্রেগন্যান্সি পজ়িটিভ এসেছে। এর পর আল্ট্রাসাউন্ড টেস্টের মাধ্যমে প্রেগন্যান্সি কত সপ্তাহের, তা স্পষ্ট হবে। সন্তানের বাবা সৌরভ, নাকি সাহিল— তা নিয়ে দানা বেঁধেছে সংশয়। প্রসঙ্গত, জেলে আসার পর পাশাপাশি ব্যারাকে থাকার আর্জি জানিয়েছিল মুসকান ও সাহিল, কিন্তু সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। দু'জনের মধ্যে যাতে কোনও ভাবে কথাবার্তা না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছেন জেলকর্তারা।

নেতা কই? হকার সমস্যায় বিরক্ত ববি

এই সময়: নেতার অভাবেই কলকাতার হকার-সমস্যা মিটছে না বলে মনে করছেন স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ববি)। এ নিয়ে কার্যত বিরক্তিই প্রকাশ করেন তিনি।

সম্প্রতি 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে হকার সমস্যা নিয়ে কথা ওঠে। এই সমস্যা কেন মিটছে না, তা জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। মেয়র বলেন, 'কলকাতায় এমন একজন হকার নেতা নেই, যাঁর কথা সব হকার শুনবেন। তাই সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না।' ফুটপাথ না রাস্তা — কোথায় বসে হকারি করা হবে, এ নিয়ে হামেশাই নিউ মার্কেট এলাকায় গোলমাল বাধে হকারদের মধ্যে। মেয়র জানান, যে নেতারা টাউন ভেন্ডিং কমিটির নিয়ম মেনে ব্যবসার পরামর্শ দিচ্ছেন, হকারদের অনেকেই তাঁদের কথা শুনছেন না। নিয়মভঙ্গকারী এই হকাররা নিজেদের সুবিধে মতো রাতারাতি ইউনিয়ন বদলে অন্য নেতার 'আশ্রয়ে' চলে যাচ্ছেন বলেও মেয়র জানান। কোনও হকার ইউনিয়নই কারও কথা শুনতে রাজি নয় বলে তাঁর অভিযোগ।

তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন হকার্স সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিউ মার্কেট থানায় ফোন করেছিলেন মেয়র। তারপরেও সমস্যা মেটেনি। তা হলে দোষ কার? পুলিশের, না ইউনিয়নের?' সব জেনেও মেয়র এমন মন্তব্য করায় বিস্ময় প্রকাশ করেন শক্তিমান।

পাল্টা তোপ

তাঁর অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে রাস্তায় হকার বসায় মদত দিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কোনও ইউনিয়ন নয়।

তবে হকার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা একাধিক পুর-আধিকারিক জানান, শুধু নিউ মার্কেট নয়, এই সমস্যা কলকাতার অনেক এলাকাতেই আছে। তাঁদের কথায়, 'চাঁদনি চক, জানবাজার, হাতিবাগান, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রিট, শিয়ালদহ, গড়িয়াহাটেও কোনও হকার নিয়ম শুনতে চান না। রাস্তায় হলুদ লাইন কেটে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও বেশিরভাগ হকার তা মানছেন না।'

আইআইএলডিএস এ বার ভবানীপুরেও, চালু আজ

এই সময়: ভবানীপুরের গুরু তেগবাহাদুর হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এক দশকেরও আগে। সংস্কারের পর সেই হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে সোনারপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (আইআইএলডিএস)। আজ, মঙ্গলবার থেকে সেখানে চালু হচ্ছে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি আউটডোর এবং গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজির নানা ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিয়োরের জন্য ডে-কেয়ার সার্ভিস। সোমবার আইআইএলডিএসের সেই পরিষেবা সম্প্রসারণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী বোধসরানন্দ, ভেলোর ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর উদয় জ়াকারিয়া, সরবত দা ভালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি তথা দুবাই-প্রবাসী শিল্পপতি এসপি সিং ওবেরয় প্রমুখ।

আইআইএলডিএসের পরিচালনাকারী সংস্থা লিভার ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় জানান, এর ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অনেক পরিষেবা পাবেন কলকাতার প্রাণকেন্দ্রেই। ফলে সবাইকে সোনারপুর যেতে হবে না। আগামী দিনে ডিএল খান রোডের গুরু তেগবাহাদুর হাসপাতালে ইন্ডোর পরিষেবাও চালু করা হবে। আপাতত ডাক্তারির নানা স্পেশালিটির চিকিৎসকেরা এখানে আউটডোরে রোগী দেখবেন। থাকছে ডায়াগনস্টিক পরিষেবার পাশাপাশি এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, ইআরসিপি, বাইল ডাক্ট স্টোন এক্সট্র্যাকশন, স্টেন্টিংয়ের মতো লিভার ও গ্যাস্ট্রো চিকিৎসার নানা ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিয়োর।



ভাতা বৃদ্ধি, ন্যায্য সরকারি ছুটি, বকেয়া ভাতা, অকালমৃত্যুতে সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি-সহ ১০ দফা দাবিতে সোমবার স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন আশা কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের ব্যানারে হাজার দশেক আশা কর্মী সামিল হন এই কর্মসূচিতে। স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র জমা দেন আশা কর্মীরা। দাবি না মেটানো হলে আগামী ২২ অগস্ট তাঁরা কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে যাবেন বলে জানিয়েছেন। তাতেও লাভ না হলে সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন — এই সময়

ঘরে বাইরে

কোন হলে কোন ছবি

■ হিন্দি

■ **সিকন্দর** (কোয়েস্ট) ০৯.০৫, ১০.০০, ১১.০০, ১৩.০০, ১৪.০০, ১৬.০০, ১৭.০০, ১৯.০০, ২০.০০, ২১.০০, ২২.০০, ২৩.০০, (ফোরাম) ০৯.০৫, ১০.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (সাউথসিটি) ১০.০০, ১১.৪০, ১৩.০০, ১৪.৪০, ১৬.০০, ১৯.০০, ২০.০০, ২২.০০, ২২.৪৫, ২৩.০০, (সিসি-১) ০৯.০৫, ১০.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (সিসি-২) ১০.০০, ১২.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, (হাইল্যান্ড) ১০.৩০, ১২.০০, ১৩.৩০, ১৫.০০, ১৬.৩০, ১৮.০০, ১৯.৩০, ২১.০০, ২২.৩০, (মেট্রো) ০৯.৩০, ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (বেলুড়) ১০.৩০, ১২.০০, ১৩.৩০, ১৫.০০, ১৬.৩০, ১৮.০০, ১৯.৩০, ২১.০০, ২২.৩০, (মধ্যমগ্রাম) ১০.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, (স্বভূমি) ১০.০০, ১২.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, PVR (অবনী) ০৯.৩০, ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (মনিস্কোয়্যার) ০৯.১৫, ১০.৩০, ১২.১৫, ১৩.৩০, ১৫.১৫, ১৬.৩০, ১৮.১৫, ১৯.৩০, ২১.১৫, ২২.৩০

শব্দ-লব্ধ ২২৮০

■	১			২	■	■	■
■		■	■		■	■	■
■	৩	৪	■	৫			৬
■	■	৭	৮		■	■	
৯	■	■	১০		১১	■	■
১২				■	১৩	১৪	■
■	■	■		■	■		■
■	■	■	১৫				■

সমাধান ২২৭৯

■	ন	র	কা	স্ত	ক	■	■
ন	■	ঘু	■	■	■	ভ	বি
য়	■	কু	র	বা	নি	■	ব
না	কা	ল	■	■	ক	■	র্ধ
ভি	■	প	■	■	ট	ন	ক
রা	■	তি	রো	ভা	ব	■	কা
ম	গ্ন	■	■	■	র্তি	■	চ
■	■	অ	ভা	ব	নী	য়	■

পাশাপাশি: ১। যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে ও তার হিসাব রাখে ৩। পিঙ্গলবর্ণ ৫। সুর্মা ৭। মন্ত্রপূত মাদুলি ১০। ডাকহরকরা ১২। বরফে পরিণত ১৩। সংগীতে তালের মাত্রাবিশেষ বা সমাপ্তি ১৫। কুস্তির আখড়া

উপর-নীচ: ১। পাশা খেলার দান ২। হাস্যরসাত্মক রচনা ৪। প্রতীক্ষা ৬। রাত্রি ৮। ভাগ্যের আনুকূল্য ৯। আউশধান ১১। স্বাদ ১৪। মর্ম উপলব্ধি করে বা করতে পারে এমন

আজকের দিন

■ **এরিস/মেষ** (২০ মার্চ-১৯ এপ্রিল) বিদেশ গমনের যোগ। বেকারদের কোনও কর্মলাভ। গৃহে কোনও পরিবর্তন নেই। দুপুরের পর কোনও সুখবর পেতে পারেন।

■ **টরাস/বৃষ** (২০ এপ্রিল-১৯ মে) বন্ধুর দ্বারা কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। নিজের দোষে সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

■ **জেমিনি/মিথুন** (২০ মে-২০ জুন) কিছু অর্থপ্রাপ্তি যোগ। নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কিছু বাধা আসতে পারে। স্বাস্থ্য চলনসই।

■ **ক্যানসার/কর্কট** (২১ জুন-২১ জুলাই) কর্মস্থলে কাজের চাপ বাড়বে। বাড়ির বড়দের বাতের ব্যথা বাড়তে পারে। প্রেমে বাধা নেই।

■ **লিও/সিংহ** (২২ জুলাই-২১ অগস্ট) কর্মস্থলে উন্নতির যোগ। তবে শত্রু সর্বক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে। গৃহে শান্তি নষ্ট হতে পারে।

■ **ভার্গো/কন্যা** (২২ অগস্ট-২০ সেপ্টেম্বর) পরীক্ষার ফলাফলে হতাশ হতে পারেন। কিছু আয় হতে পারে আজ। দুপুরের পর শুভ।

■ **লিব্রা/তুলা** (২১ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর) বাড়িতে মতবিরোধ যোগ আছে। নিজে বিতর্কে সংযত হোন। শরীর চলনসই। প্রেমে বাধা নেই।

■ **স্করপিও/বৃশ্চিক** (২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর) কর্মস্থলে মোটামুটি সাফল্য যোগ। ব্যবসায় বড় কোনও পরিবর্তন নেই। দূরভ্রমণে আনন্দ পাবেন। শরীর-স্বাস্থ্য চলনসই।

■ **স্যাজিটেরিয়াস/ধনু** (২২ নভেম্বর-২২ ডিসেম্বর) আর্থিক বিষয়ে শুভ যোগ। আজ পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলুন। গৃহে কোনও পরিবর্তন নেই। প্রেম চলবে।

■ **কেপ্রিকর্ন/মকর** (২৩ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি) চিকিৎসকদের বিশেষ সুযোগ আসতে পারে। অর্থ পাওয়ার যোগ। শরীর চলনসই।

■ **অ্যাকোয়ারিয়াস/কুম্ভ** (২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি) কর্মস্থল পরিবর্তনের যোগ আছে। বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। নিজের শরীর চলনসই। প্রেমে পরিবর্তন নেই।

■ **পাইসেস/মীন** (১৯ ফেব্রুয়ারি-১৯ মার্চ) কর্মস্থলে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বয়স্করা আজ শারীরিক কষ্ট পেতে পারেন। গৃহে পরিবর্তন নেই। প্রেমে কোনও বাধা।

শ্রীরামানুজ

পঞ্জিকা মতে

বার: মঙ্গল ২৫ চৈত্র, ১৪৩১ সন, ৮ এপ্রিল, ২০২৫। **তিথি:** একাদশী দং ৩৯।২৮ রাত্রি ঘ ৯।১৪। **অমৃতযোগ:** দিবা ঘ ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে পুনঃ ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে পুনঃ ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৬।৩৭ মধ্যে পুনঃ ৮।৫৬ গতে ১১।১৪ মধ্যে পুনঃ ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে। **বারবেলা:** ঘ ৭।০ গতে ৮।৩৩ মধ্যে পুনঃ ১।১২ গতে ২।৪৪ মধ্যে। **কালরাত্রি:** ঘ ৭।১৭ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে)

এসপ্ল্যানেড থেকে ইডেন গার্ডেন্স রুটে সুড়ঙ্গ কাটবে আধুনিক টিবিএম

এই সময়: পুরোনো আমলের 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতি নয়, বদলে আধুনিক টানেল বোরিং মেশিনের (টিবিএম) সাহায্যেই এসপ্ল্যানেড থেকে ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত ১.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কাটা হবে। কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ নিয়ে এমনই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে নির্মাণকারী সংস্থা। এসপ্ল্যানেডের যে জায়গায় এল-২০ বাসের স্ট্যান্ড ছিল, সে জায়গাতেই শাফট তৈরি করে সেখান থেকে মাটির নীচে টিবিএম নামানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

পার্পল লাইন

কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণের জন্য ইতিমধ্যেই এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ভারতীয় রেল বোর্ড। জোকা থেকে ছাড়ার পর এসপ্ল্যানেডে এসেই এই রুট শেষ হবে না। আরও ১.৬ কিমি এগিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের এক নম্বর গেটের কাছ পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রায় ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রুটের জোকা থেকে মোমিনপুর পর্যন্ত অংশ এলিভেটেড এবং খিদিরপুর থেকে বাকি অংশটি ভূগর্ভস্থ হবে — এমনই পরিকল্পনা। কিন্তু মাটির নীচে মেট্রো চলার উপযুক্ত সুড়ঙ্গটি তৈরি হবে কোন পদ্ধতিতে, সে নিয়ে আলোচনা চলছিল। নির্মাণকারী সংস্থা জানিয়েছে, খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত অংশে সুড়ঙ্গ কাটবে টিবিএমই। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অর্থাৎ পরের ৫০০ মিটার অংশে টিবিএম-এর বদলে পুরোনো 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে কাজ এগোবে। মাটির গঠনের জন্যেই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এমন ভাবে কাজের পরিকল্পনা হয়েছে। কয়েক বছর আগে বউবাজারে টিবিএম-এর সাহায্যে সুড়ঙ্গ কাটার সময়ে যে বিপর্যয় নেমেছিল, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যেই এমন পরিকল্পনা। এসপ্ল্যানেডে পৌঁছনোর পর ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত ১.৬ কিলোমিটার অংশে সুড়ঙ্গ কাটার জন্যে ফের টিবিএম ব্যবহার করা হবে।

প্রযুক্তিবিদরা জানিয়েছেন, খিদিরপুরে সেন্ট টমাস স্কুলের মাঠে টিবিএম নামানোর শাফট তৈরি হয়েছে। ওই শাফট দিয়েই টিবিএম নেমে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত আসবে। এসপ্ল্যানেড থেকে ইডেন যাওয়ার সুড়ঙ্গ কাটার শাফট তৈরি হবে এল-২০ বাস স্ট্যান্ডের জায়গায়। টিবিএম ওই শাফট দিয়ে মাটির নীচে নামার পর রানি রাসমণি রোডের নীচ দিয়ে এগোবে রাজভবনের দিকে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর স্টেশনের পাশ কাটিয়ে রাজভবন চত্বরের তলা দিয়ে গিয়ে প্রস্তাবিত ইডেন গার্ডেন্স স্টেশনের জায়গায় পৌঁছবে।



এখানেই ছিল এল-২০ বাস স্ট্যান্ড। শাফট তৈরি করা হবে এই এলাকায় — এই সময়



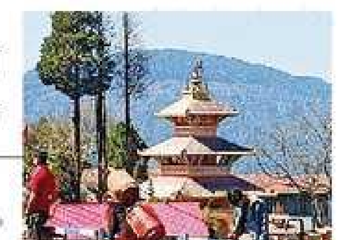
■ **জখম** ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস ও ডাম্পারের সংঘর্ষে জখম ১৫ জন বাসযাত্রী

পথ নিরাপত্তা নিয়ে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন সাগরপাড়া পুলিশের

এই রাজ্য

■ **গ্রেপ্তার** বাড়িতে গয়না ও টাকা চুরির ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ধৃত এক যুবক

দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য



কেন আটক ১৬ ঘণ্টা? প্রশ্ন মহিলা থানা নিয়ে

এই সময়: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ মার্চের গোলমালের ঘটনার প্রেক্ষিতে মেদিনীপুরে দু'টি ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদসভা থেকে ছাত্রনেত্রীদের তুলে নিয়ে গিয়ে মেদিনীপুর মহিলা থানায় অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগে মামলায় পুলিশের ভূমিকায় ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে কলকাতা হাইকোর্টের।

সুচরিতা দাস ও সুশ্রীতা সোরেন নামে দুই ছাত্রনেত্রীর দায়ের করা পৃথক দু'টি মামলায় সোমবার দীর্ঘ শুনানি চলে হাইকোর্টে। এই মামলা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে গা ছাড়া মনোভাবের অভিযোগ তোলেন মামলাকারীর আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

একটি মামলায় ৬ দিনও রাজ্য হলফনামা জমা দেয়নি বলে জানান তিনি। তাঁকে কার্যত সমর্থন করেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের হতাশ মন্তব্য, 'কী করতে চায় ওঁরাই জানেন। আমি আর কী বলব! এর পরেও এই মামলার কোনও নথি আদালতে রাজ্য দিতে চাইলে এক দিন সময় দেবো। এর বেশি কিছু নয়।'

রাজ্য সুচরিতা দাসের মামলায় আজ, মঙ্গলবার নতুন কিছু নথি দেবে বলে জানায়। সুশ্রীতা সোরেন-সহ চার তরুণীকে মহিলা থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে প্রায় ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখে অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে বিচারপতির প্রশ্ন, 'নথি বলছে অভিযুক্তরা কোনও অপরাধ করেননি।

অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট

তা হলে পুলিশ তাঁদের জামিন দিতে বন্ড নিল কোন যুক্তিতে?'

এজি বলেন, 'আমাদের বোঝায় যদি কোনও ভুল না থাকে, তা হলে এখানে অ্যারেস্ট শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বন্ড নিয়েছে পুলিশ।' বিচারপতির ফের প্রশ্ন, 'যদি কোনও অপরাধই না হয়ে থাকে তা হলে আবার পরের দিন পুলিশ তাঁদের তলব করল কীসের ভিত্তিতে? এখানে পুলিশ বেল বন্ড আর পিআর বন্ড দুটোই কী করে নিল? পুলিশের কোনও ট্রেনিং হয় না, এটাই মুশকিল।'

এজিকে আদালতের আরও প্রশ্ন, কেন ওই তরুণীদের ১৬ ঘণ্টা আটকে রাখা হলো? এজি এ নিয়ে কোনও যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেননি। নথি দেখিয়ে বিচারপতির প্রশ্ন, 'একজন ব্যক্তির সঙ্গে কী করে সব অভিযুক্তকে ওই রাতেই ছাড়ল পুলিশ? কে সেই ব্যক্তি?' এজি বলেন, 'তিনি এঁদের নেতা।'

বিচারপতির প্রশ্ন, 'রাত দু'টোয় পুলিশ কী প্রমাণ পেয়ে ওই ব্যক্তির সঙ্গে মেয়েদের ছাড়ল? ওই ব্যক্তির সম্পর্কে কনফিডেন্স পেল কী করে পুলিশ? আর বেল বন্ডেই যদি ছাড়ল তা হলে সেই বন্ড লিখতে ১৬ ঘণ্টা লাগল কেন!'

সরাসরিই আদালতের মন্তব্য, 'একটা কথা বলতে পারি, পুলিশের তরফে স্পষ্ট ছবি কোর্টের সামনে আনা হচ্ছে না। না হলে একটা মামলা নিয়ে এই ভাবে বলতাম না।' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে বিচারপতি বলেন, 'থানার সিসিটিভি ফুটেজ ম্যানিপুলেট করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই বলছি।' বিচারপতি জানান, মঙ্গলবার ফের শুনানি হবে। রাজ্য মনে করলে নতুন নথি পেশ করতে পারবে।

অভিযোগের পাহাড় জমেছে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

সিনিয়ররা প্র্যাকটিসে, 'ডামি' জুনিয়ররা!

চাঁদকুমার বড়াল ■ কোচবিহার

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগের রোগীদের ব্যক্তিগত চেম্বারে ভিজিটিং কার্ড দিয়ে ও সাদা কাগজে ফোন নম্বর লিখে রেফার করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। এমনকী, হাসপাতালের ওপিডি পেশেন্ট কার্ডে যে চিকিৎসকের নাম লেখা হচ্ছে, তাঁর পরিবর্তে অন্য চিকিৎসক রোগী দেখছেন।

হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখছেন চিকিৎসকদের একাংশ। এই ধরনের একাধিক অভিযোগে কোচবিহারের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সোমবার এক রোগী হাসপাতালের দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন এমএসভিপির কাছে।

এ নিয়ে হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'অভিযোগ জমা পড়েছে। সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দন্ত বিভাগের আউটডোরে চিকিৎসক পরিমল হাঁসদার রোগী দেখার কথা ছিল। ওপিডি পেশেন্ট কার্ডে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নাম লেখা হয়।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায়, একজন মহিলা চিকিৎসক রোগী দেখছেন। তবে শুধু এই বিভাগই নয়, অভিযোগ, অন্য কয়েকটি বিভাগেও অনেক সিনিয়র চিকিৎসক মাঝেমধ্যেই ডুব মারছেন। তাঁরা সেই সময়ে চুটিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখছেন। সকালে এসে রেজিস্টারে সই করে মাঝেমধ্যে দু'-একবার এসে কিছু রোগী দেখে আবার নিজের চেম্বারে চলে যান। জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ বহির্বিভাগে সেই সময়ে রোগী সামলান। এ ভাবেই দিনের পর দিন হাসপাতালের রোগী পরিষেবা চলছে।

সোমবার এমএসভিপির কাছে অভিযোগকারী তমিশ্রা ভূঁইয়া বলেন, 'জানুয়ারি মাস থেকে আমি দাঁতের সমস্যা নিয়ে ভুগছি। এখানে চিকিৎসা করাতে এসে চার মাস ধরে ঘুরছি। কিন্তু কোনও চিকিৎসা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। শুধুমাত্র প্যারাসিটামল লিখে দিচ্ছে।'

তাঁর অভিযোগ, সোমবার হঠাৎ করেই চিকিৎসক জানান, দাঁতের আরসিটি করতে হবে। সেটা এখানে হবে না। তার জন্য বাইরে চিকিৎসা করাতে হবে। তমিশ্রার অভিযোগ, তাঁর সামনেই বেশ কয়েকজন রোগীকে দু'জন চিকিৎসক তাঁদের নিজস্ব চেম্বারের ভিজিটিং কার্ড তুলে দেন। জাহানারা খাতুন নামে এক রোগী এদিন দন্ত বিভাগে চিকিৎসা করাতে যান। তাঁর হাতেও একটি সাদা কাগজে এক চিকিৎসকের নাম ও ফোন নম্বর লিখে দেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। এখানে দেখিয়েছি। ওষুধ লিখে দিয়েছে। বলেছে, এই ওষুধ হাসপাতাল থেকেই দেবে। তবে পাশাপাশি একটি নম্বরও দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে এই নম্বরে ফোন করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।'

তবে এ দিন তিনি আউটডোরে ছিলেন না বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা মানতে চাননি চিকিৎসক পরিমল হাঁসদা। তিনি বলেন, 'আমি বহির্বিভাগেই ছিলাম। রোগীও দেখেছি। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কাজে বাইরে ছিলাম।' তার দাবি, যেহেতু দু'জন সার্জেন রয়েছেন। তাই তাঁদের নামই কার্ডে থাকে। এর বাইরে আরও পাঁচজন হাউস স্টাফ বা জুনিয়র চিকিৎসক থাকেন। তবে তাঁদের নাম ওপিডি কার্ডে থাকে না।





আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এমএসভিপিকে অভিযোগ তমিশ্রার (ডান দিকে)। সোমবার —এই সময়

> জানুয়ারি থেকে দাঁতের সমস্যায় ভুগছি। চিকিৎসা করতে এসে চার মাস ধরে ঘুরছি। শুধুমাত্র প্যারাসিটামল লিখে দিচ্ছে
>
> **তমিশ্রা ভূঁইয়া, অভিযোগকারী**



এই সেই চলন্ত খাট —ফাইল ছবি

খাট বাজেয়াপ্তের পরে মন খারাপ নবাবের

এই সময়, ডোমকল: একেই বোধ হয় বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ফেসবুক সাময়িক ভাবে বন্ধ। ইঞ্জিন লাগানো 'বিছানা গাড়ি' তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। জমানো পুঁজি ২ লক্ষ টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে ভাইরাল হওয়ার চক্করে। এখন আফসোসই নিত্যসঙ্গী ডোমকলের বাসিন্দা নবাব শেখের। ডোমকল পুলিশ 'খাট গাড়ি' বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ায় বেজায় মন খারাপ তাঁর।

দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'নিজের শিল্পীসত্ত্বা দিয়ে এরকম একটি গাড়ি তৈরি করে ভেবেছিলাম সরকার বা প্রশাসন পাশে থাকবে। বাংলার নাম উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই পেলাম না। ভুল হয়ে থাকলে শুধরে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না-করে গাড়িটাই বাজেয়াপ্ত করে নিল।' ভাইরাল হওয়া 'বিছানা গাড়ি' গত ৫ এপ্রিল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বর্তমানে আর পাঁচটা গাড়ির মতো থানা চত্বরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে।

ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, 'মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট-এর সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় ওই চলন্ত খাট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ওই খাটের পক্ষে কোনও প্রমাণ নবাব শেখ দেখাতে পারেনি। এমনকি খাটের বিমাও করা নেই। এখন কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেটার দায় কে নেবে! তাই খাট বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

নবাব জানান, ওই খাট গাড়ি তৈরি করতে তিনি নিজের পুল কারের ব্যবসা সাময়িক ভাবে বন্ধ রেখেছিলেন। বাজারে ধার-দেনা করে চলন্ত খাট বানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পুরোটাই অথৈ জলে। ঋণ মেটানোর জন্য সোমবার থেকে আবার নিজের মারুতি ভ্যানে স্কুল পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। বাড়ি থেকেও এমনই পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে। ২০২৫-র ইদের দিন সেই চলন্ত খাট রাস্তায় নামাতেই মুহূর্তের মধ্যে তা সুপারহিট। ডোমকল পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২৭ বছরের নবাবের স্বপ্ন ছিল, অন্যরকম কিছু করে দেখাবেন। করেওছেন। কিন্তু বাধ সাধল নিয়মের গেরো।

আক্ষেপের সুরে নবাব বলেন, 'বাবা-মা ও বউ বলেছে ওই বিছানা গাড়ির কথা ভুলে গিয়ে নিজের গাড়ি চালিয়ে আয় করার কথা। তাঁদের কথা শুনে সেটাই করব।' ডোমকল থানায় পড়ে থাকা ওই গাড়ি একবারও চোখের দেখাও দেখতে যাননি তিনি। এতটাই মন খারাপ নবাবের। কারণ হিসেবে নবাব জুড়লেন, 'ওই গাড়ি আমার ভালবাসার। অযত্নে পড়ে আছে। নিজের চোখে দেখলে কষ্ট পাব। তাই যাইনি।'

স্বেচ্ছাশ্রমে অবসরপ্রাপ্ত দুই প্রবীণ প্রধান শিক্ষক



ক্লাস নিচ্ছেন সাধনকুমার কর্মকার। —এই সময়

এই সময়, বহরমপুর: স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের সরকারি স্কুলে সুষ্ঠু পঠনপাঠনের স্বার্থে সোমবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে তাঁর সেই অনুরোধ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাখবেন কিনা, তা সময় বলবে।

মুর্শিদাবাদ

গত তিন বছর ধরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-২ ব্লকের সোমপাড়া গার্লস হাইস্কুলে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত দু'জন প্রধান শিক্ষক। প্রথম জন বেলডাঙা পশ্চিমচক্রের মহৎপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১২-এ অবসর নেওয়া সাধনকুমার কর্মকার। দ্বিতীয় জন শেখ কামালউদ্দিন। তিনি ২০১৪-এ বেলডাঙা পশ্চিমচক্রের মহম্মদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এতদিন ওই স্কুলে তিনজন স্থায়ী শিক্ষিকা ও পাঁচজন পার্শ্বশিক্ষিকা ছিলেন।



শেখ কামালউদ্দিন —এই সময়

কিন্তু নিয়োগ বাতিলের তালিকায় নাম রয়েছে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তথা ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষিকা পায়েল বৈরাগ্য-এর। তিনি স্কুল আসা বন্ধ করেছেন।

স্কুল সূত্রে খবর, আগে ওই স্কুলে স্থায়ী শিক্ষিকা ছিলেন ১৬ জন। ২০২১-এ 'উৎসশ্রী' প্রকল্পের আওতায় নিজেদের সুবিধের কথা ভেবে বদলি নিয়ে ১৩ জন শিক্ষিকা অন্যত্র চলে যান। ফলে শিক্ষিকা-সঙ্কট দেখা যায়। তখন স্থানীয়দের নিয়ে বৈঠক করে স্কুল পরিচালন সমিতি। সেখানে দুই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, স্কুলের স্বার্থে তাঁরা স্বেচ্ছায় নিয়মিত ক্লাস নেবেন। ২০২২ থেকে তাঁরা টানা ক্লাস নিয়ে চলেছেন। সাধন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজি পড়ান। কামালাউদ্দিন একই ক্লাসের পড়ুয়াদের বাংলা ছাড়াও অঙ্ক, ভূগোল পড়াচ্ছেন। তাঁরা পরীক্ষায় গার্ড দেন, খাতাও দেখেন।

স্কুলের শিক্ষিকা লতা ঘোষাল বলেন, 'এপ্রিলে আরও এক পার্শ্বশিক্ষিকা অবসর নেবেন। স্কুল চালানো মুশকিল হবে।' প্রসঙ্গত, ওই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় সাতশো জন। স্কুলের কাছেই থাকেন ৭২ বছরের সাধন। পায়ে হেঁটে স্কুলে আসেন। মহম্মদপুর গ্রাম থেকে সাইকেল চালিয়ে আসেন বছর ৭০-এর কামালউদ্দিন। লতার কথায়, 'সাধন স্যর ও কামালউদ্দিন স্যর সাহায্য করেন বলে সুবিধা হয়। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। এই বয়সেও পড়ানোর ব্যাপারে তাঁদের যা উদ্যম, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাঁরা আছেন বলে স্কুলে চাপ কিছুটা হলেও কমেছে।'

অবসরপ্রাপ্ত দুই শিক্ষকের কথায়, 'গ্রামের মেয়েদের পড়াশোনার যাতে ক্ষতি না-হয়, তার জন্য স্কুলে স্বেচ্ছাশ্রম দিই। এর মধ্যে নতুন করে আরও একজন শিক্ষিকা চলে গেলে আমাদের উপরেও কিছুটা চাপ বাড়বে। তবে শিক্ষিকা নিয়োগ করে দ্রুত সমাধান বের করুক সরকার, এটাই আমাদের আশা। আর শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে আমাদের আবেদন — যতদিন না এই শিক্ষক-শিক্ষিকা সঙ্কটের পরিস্থিতি কাটছে, তাঁরা স্কুলে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসুক।'

কিডনি চক্র: তলব উকিলকে

এই সময়, অশোকনগর: কিডনি বিক্রি চক্রের সুদখোর ব্যবসায়ী থেকে মূল পান্ডা-সহ পাঁচজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে এতদিন কলকাতার এক আইনজীবী এবং নেফ্রোলজিস্টের প্রত্যক্ষ মদতের কথা জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। এতদিন পুলিশি তদন্তের আতস কাচের নীচেই ছিলেন ওই আইনজীবী এবং নেফ্রোলজিস্ট। ধৃতদের জেরা করে এবং আরও কিছু তথ্য হাতে পাওয়ার পরে এ বার আইনজীবীর নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ওই আইনজীবীকে নোটিস পাঠিয়েছে অশোকনগর

অশোকনগর

থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই আইনজীবী কলকাতা আলিপুর কোর্টের আইনজীবী। কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রে ওই আইনজীবীর কী ভূমিকা ছিল, জেরা করে তাঁর বয়ান রেকর্ড করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের ধারণা, ওই আইনজীবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিডনি বিক্রির এই চক্র সম্পর্কে অজানা আরও তথ্য উঠে আসবে। কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রে আরও দু'টি নতুন অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন কেস করে তদন্ত এগিয়ে নিতে চাইছেন পুলিশকর্তারা।

বিয়ের প্যান্ডেলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান!

এই সময়, তমলুক: সামনেই ছেলের বিয়ে। বিয়ের বাজার করতে ব্যস্ত মা। বাড়িতে প্যান্ডেলও হয়ে গিয়েছে। ওই দিনও বিয়ের বাজার করতেই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মা মহামায়া মজুমদার (৫১) নামে ওই মহিলার। রবিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটে নন্দীগ্রামের তেখালি ব্রিজের কাছে। ঘটনায় শোকের ছায়া পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের রানিচকের মজুমদার বাড়িতে। মৃতের স্বামী চঞ্চল মজুমদার কাঁদতে কাঁদতে জানান, ছেলের বিয়ের প্যান্ডেলে মায়ের শ্রাদ্ধ হবে! পুলিশ সূত্রে খবর, ১৮ এপ্রিল ছেলে ঋত্বিকের বিয়ে। তিনি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। মহামায়া এক বেসরকারি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকা ছিলেন। দেখাশোনা করে খেজুরির এক তরুণীর সঙ্গে ঋত্বিকের বিয়ে ঠিক হয়। ছেলের বিয়ের কেনাকাটা করতে যাওয়ার সময়ে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা প্রথমে তাঁকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে ভর্তি করেন। কিন্তু রাতেই মারা যান। ছেলের বিয়ের আগেই মায়ের মৃত্যুতে আনন্দ শোকে বদলে যায়। সোমবার ময়নাতদন্তের পরে মহামায়ার দেহ পরিবারকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভিডিয়ো কলে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী যুগল

এই সময়, মালদা: বিয়ে নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। তাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে এক বন্ধুকে ভিডিয়ো কল করে আমবাগানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন অষ্টাদশী প্রেমিক যুগল। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রীর পরিবার মৃত যুবকের পরিবারের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা এবং জোর করে মেয়েকে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ তুলেছেন।

রবিবার সকালে বামনগোলা এলাকার বাড়ি থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে গাজোল থানার মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আগমপুর এলাকার আম বাগানে বিষ খান প্রেমিক যুগল। তাঁদের বাড়ি

মালদা

বামনগোলা থানার খোয়ারডাঙ্গা এবং রাখালপুকুর এলাকায়।

ঘটনার পরে দু'জনকে অচৈতন্য অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান। কিন্তু ওইদিন রাতেই মৃত্যু হয় যুগলের। মৃতদের নাম ফুলটুস মণ্ডল (২১) এবং রাখি মণ্ডল (১৯)। মৃত যুবকের বাবা কৃষক। রাখি এ বছর বামনগোলা হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত বছর দুর্গাপুজোর সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের আলাপ হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় প্রেম। ফুলটুসের মা উজ্জ্বলারানির



শোকে মুহ্যমান যুবকের পরিবার

অভিযোগ, 'মেয়ের বাড়ির সদস্যরা এই প্রেম মেনে নেয়নি। আর তাই ওরা একসঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।' একই কথা বলেন বাবা কুশও। মৃত ছাত্রীর বাবা গোকুল মণ্ডল পেশায় বাউল শিল্পী।

তিনি বলেন, 'বাড়ির বড় মেয়ে ছিল রাখি। পড়ালেখায় অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পাশের গ্রামের যুবক ফুলটুস মেয়েকে জোর করে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মেয়ে তাতে রাজি ছিল না। মেয়েকে ফুঁসলিয়ে ওই যুবক মোটরবাইকে করে আলমপুর এলাকার একটি আমবাগানে নিয়ে যায়। এরপর তাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। ওই যুবকও বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়।'

তাঁর অভিযোগ, মেয়েকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগে জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পাশাপাশি লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এরকম ঘটনায় বিষন্ন পরিবারের লোকজন।

মদ্যপের কটূক্তিতে বোমা-গুলি

এই সময়, অশোকনগর: মদ্যপ অবস্থায় গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার মধ্যরাতে বোমাবাজি। উত্তপ্ত হলো অশোকনগরের দিঘরা উত্তরপাড়া এলাকা। গুলিও চলেছে বলেই দাবি গ্রামবাসীদের। গুলি কাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ায় শোরগোল ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় অশোকনগর পুলিশ দু'পক্ষের দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি দুই অভিযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে কয়েক রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অশোকনগরের তালসা এলাকায় বাড়ি আনোয়ার মণ্ডল এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত। অভিযোগ, রবিবার মধ্যরাতে দিঘড়া-মালিকবেরিয়া পঞ্চায়েতের দিঘড়া উত্তরপাড়া গ্রামে এসে মদ্যপাবস্থায় আনোয়ার গ্রামের মহিলাদের গালিগালাজ ও কটূক্তি করে। প্রতিবাদ করায় আনোয়ারের হাতে আক্রান্ত হন গ্রামের এক মহিলা। এর পরেই মহিলা এবং যুবকরা একজোট হয়ে আনোয়ারকে মারধর করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অশোকনগর থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ফের দলবল নিয়ে এলাকায় আসে আনোয়ার।

অভিযোগ, গ্রামের বাসিন্দা মোশারফ হোসেনের বাড়ির সামনে বোমাবাজি চালায় তারা। স্থানীয়দের দাবি, তিনটি বোমা ছোড়া হয়। এর মধ্যে দু'টি বোমা বিকট শব্দে ফাটে। মধ্যরাতে বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। তখন স্থানীয় একটি ধর্মীয় স্থানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের কয়েকজন যুবককে লক্ষ করে গুলিও চালানোরও অভিযোগ উঠেছে আনোয়ার এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে।

রামনবমীর মিছিলে শিশুরা কেন

এই সময়, চুঁচুড়া: শিশু কমিশন ও হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে হাতে-হাতে অস্ত্র নিয়ে, ডিজে বাজিয়ে, মিছিল হলো হুগলির চুঁচুড়ায়। সোমবার পুলিশের সামনেই তলোয়ার, কুঠার, বল্লম, রামদা নিয়ে ব্যান্ডেলের পাকুড়তলা থেকে শরৎ সরণির মোড় পর্যন্ত রামনবমীর শোভাযাত্রায় সামিল আট থেকে আশি। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির নেতৃত্বে বিকেলে চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল থেকে প্রায় ৩৫টি শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রায় দেখা গেল, বাচ্চাদের হাতে অস্ত্র। পরিবেশবিধি ভঙ্গ করে ডিজের তালে তালে চলে অস্ত্র মিছিল।

ভঙ্গ কমিশনের নির্দেশ

রবিবার রামনবমীতে চুঁচুড়ায় রবীন্দ্র নগরে একটি শোভাযাত্রায় অস্ত্র থাকায়, গোটা ২০ অস্ত্র আটক করে পুলিশ। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দাবি, রামনবমীতে অস্ত্র মিছিল হয়। কিন্তু কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শিশু কমিশন ও হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে অস্ত্র নিয়ে উদ্যোক্তা সুরেশ সাউয়ের দাবি, 'অস্ত্র মিছিল ধর্মীয় পরম্পরা। হিন্দু ধর্মের দেবদেবীদের হাতে অস্ত্র দেখেই আমাদের জ্ঞান হয়েছে। সুতরাং, অস্ত্র আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।'

শিবদুর্গার বিয়েতে 'জামাই'য়ের চাকরি যাবে কি না, প্রশ্ন নবদ্বীপে

গৌতম ধোনি ■ কৃষ্ণনগর

নদিয়ার নবদ্বীপে শিব গণমানুষের দেবতা। সোমবার বাসন্তী-দশমীর শেষ রাতে (মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ) শিব-পার্বতীর বিয়ে। ঐতিহ্যের উৎসব, লৌকিক আচার মেনেই বিয়ের আয়োজন হয়েছে। তবে এখানেও এ বার জুড়ল এসএসসি-র চাকরি-বাতিল প্রসঙ্গ।

জামাই অর্থাৎ শিবের চাকরি চলে যাবে না তো? এমন টিপ্পনীও ছুঁড়ে দিচ্ছেন 'কনেপক্ষ' অর্থাৎ পার্বতীর দিকের রসিক লোকজন। তাঁদের যুক্তি—মেয়ের বিয়েতে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, বক্স-খাট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অ্যান্ড্রয়েড ফোন সবই যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁরা 'জামাই'কে একটু বাজিয়ে নিতে চান।

নবদ্বীপের বুড়োশিব, যোগনাথ শিব, বালকনাথ শিব-সহ পাঁচটি প্রাচীন শিব মন্দিরের সামনে ঢাকঢোল, ব্যান্ড পার্টির বাজনা শুরু হয়েছে সোমবার সন্ধে থেকেই। পুরোহিত, প্রামাণিক এবং বর ও কনে পক্ষের লোকজনের উপস্থিতিতে মালাবদল, সাত পাক-সহ যাবতীয় অনুষ্ঠানই হবে। ভোররাতে 'বাবার বিয়ে' দেখতে আসা সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবেন উৎসবের আয়োজকরা। এই অন্য রকম উৎসব ঘিরে সোমবার রাত থেকেই ভিড় জমেছে ওই সব শিবমন্দিরের সামনে। সব থেকে বেশি ভিড় প্রাচীন বুড়ো শিবমন্দিরের সামনে। প্রথা মেনে মন্দিরের সামনে প্যান্ডেল বেঁধে বিয়ের দান-সামগ্রীও রাখা হয়েছে। সেখানে কী নেই! কনের বেনারসি-সহ গুচ্ছ শাড়ি, বরের ধুতি-পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে দু'জনের প্রসাধনী, চটি—সবই।

বুড়ো শিবমন্দিরের অন্যতম ট্রাস্টি অরূপ সাহা বলেন, 'এক সময়ে ঘড়ি, সাইকেল, পিতল-কাঁসার বাসন, সোনার আংটি, বোতাম, খাট-পালঙ্ক উপহার হিসেবে সাজিয়ে রাখা হতো ছাদনাতলায়। কিন্তু দিন বদলেছে। তাই এখন ফ্রিজ, টিভি, বক্স-খাট, আলমারি, মোটরবাইক, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, দামি মোবাইল রাখা হয়। তবে এগুলি রেখে যান শহরের ব্যবসায়ীরা। যিনি যা দিয়েছেন, অনুষ্ঠান শেষে তিনি ফেরতও নিয়ে যান।'

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব বলেন, 'পণ্ডিত সমাজের জায়গা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মাথায় এক সময়ে এমন উৎসবের ভাবনা এসেছিল। অবশ্য পুরাণেও শিবের বিয়ের উল্লেখ রয়েছে। নবদ্বীপে কবে থেকে এই উৎসব চালু হয়েছে, জানা যায় না। তবে মোটামুটি ১৭০০ সালের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল বলে অনুসন্ধানে জেনেছি।' প্রথা অনুযায়ী প্রথমে বুড়োরাজ শিবমন্দিরে এই উৎসব শুরু হয়। তার পর একে একে শহরের যোগনাথ শিব, বালকনাথ শিব, বানেশ্বর শিব, দণ্ডপাণিতলার শিবের বিয়ে শুরু হয়। পাঁচ-ছ'টি মন্দিরে একই দিনে অর্থাৎ চৈত্র মাসে বাসন্তী-দশমীর শেষে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। বাংলায় এমন উৎসব আর কোথাও হয় না বলেই জানাচ্ছেন শান্তিরঞ্জন।

এই শিবমন্দিরগুলিতে বাসন্তীপুজোর আয়োজন হয়েছিল তিথি মেনেই। মঙ্গলবার ভোররাতে চতুর্দোলায় চাপিয়ে কাঁধে করে আনা হবে পার্বতী অর্থাৎ মৃণ্ময়ী বাসন্তীদেবীকে। আর মন্দির থেকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে বাইরে বের করে আনা হবে শিবকে।

বুড়ো শিবতলা উৎসব কমিটির অরূপ সাহা বলেন, 'বিয়ের উৎসব শেষে মঙ্গলবার ভোররাতে সবাইকে লুচি মিষ্টি খাওয়াব আমরা।' দণ্ডপাণিতলা শিবের বিয়ের অনুষ্ঠানে যুক্ত নবেন্দু সাহা বলেন, 'আমাদের পাড়ায় মধ্যরাতেই হয় এমন বিয়ের অনুষ্ঠান। সামাজিক নিয়মে শিব-পার্বতীর বিয়ে হয় বলে অনেকে আনন্দানুষ্ঠান ঘিরে তামাশাও করেন। হিন্দুসমাজে কোনও বিয়েতে যেমন হয়, সে রকমই।' 'কনে-পক্ষে'র এক মহিলার সরস মন্তব্য, 'যা দিনকাল, জামাইয়ের চাকরি থাকবে তো! মেয়েটা জলে পড়বে না তো?'





বিয়ের আয়োজনে রাখা হয়েছে যাবতীয় সামগ্রী —এই সময়

ঝ টি তি

ভারত-সহ ১৪টি দেশের হজ ভিসা স্থগিত সৌদির

■ **রিয়াধ:** সামনেই হজ। তার আগে ভারত-সহ মোট ১৪টি দেশের ভিসা স্থগিত করল সৌদি। শুধু উমরা ভিসাই নয়, ব্যবসায়িক ও পারিবারিক ভিসাও স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিলের পর আর উমরা ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে না। ভারতের পাশাপাশি এই কোপ পড়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরাক, মিশর, মরক্কোর মতো দেশেও। জুনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জারি থাকবে এই স্থগিতাদেশ। সৌদির হজ ও উমরা মন্ত্রক জানিয়েছে, অবৈধ ভাবে হজে অংশগ্রহণ করা আটকানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রতি বছর অবৈধ ভাবে হজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিরাপত্তার সমস্যা দেখা যায়। এই অবৈধ প্রবেশকারীদের থাকা, চিকিৎসা ও পরিবহণের কোনও ব্যবস্থাও করা যায় না বলে দাবি তাঁদের। অনেক সময়ে বড় দুর্ঘটনাও ঘটে। আরও অভিযোগ, ভিসার আইন ভেঙে অনেকেই ব্যবসা বা পারিবারিক ভিসায় এসে অনুমোদন ছাড়াই কাজে লেগে যান। এই সব আটকাতেই ভিসা নিয়ন্ত্রণ বলে জানিয়েছে সৌদি।

ভাগবতের বার্তা

■ **নয়াদিল্লি:** একমাত্র যাঁরা নিজেদের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বংশধর বলে মনে করেন, তাঁরা বাদে বাকি সকলের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর দরজা খোলা, জানিয়ে দিলেন সঙ্ঘ-প্রধান মোহন ভাগবত। বারাণসীর এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'জাতপাত, সম্প্রদায়ের নিরিখে প্রার্থনার ধরন আলাদা হলেও সংস্কৃতি এক, তাই সব ভারতীয়ই স্বাগত। যাঁরা 'ভারত মাতা কি জয়' বলেন, গেরুয়া পতাকাকে সম্মান করেন— সঙ্ঘের দরজা তাঁদের জন্যই খোলা।'

আইনের শাসন কোথায়? সুপ্রিম-তোপে যোগীরাজ্য

এই সময়: আরও এক বার সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়ল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকার। সে-রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। যে ভাবে দেওয়ানি বিবাদ-কে ঢালাও ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে চলেছে সে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। চার্জশিট লেখার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। শরিফ আহমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ মামলায় এ নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া গাইডলাইন মানা হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। ডিজির হলফনামা তলবের পাশাপাশি প্রয়োজনে এর পরে সরকারকে মোটা জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

সোমবার যে মামলার প্রেক্ষিতে ফের এক দফা সুপ্রিম-রোষে পড়ল উত্তরপ্রদেশ সরকার, সে মামলাটি

> যে ভাবে দেওয়ানি বিবাদকে ঢালাও ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে চলেছে সে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত

আদতে চেক বাউন্স সংক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় মামলা নথিভুক্ত হওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এরই সঙ্গে কী করে দণ্ডবিধির অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, হুমকি, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ধারা যোগ করে পুরোদস্তুর ফৌজদারি মামলা সাজাল— তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। এক সময়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবমাননার রুল জারিরও হুঁশিয়ারি দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি মনে করিয়ে দেন, শরিফ আহমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ মামলায় চার্জশিটের প্রতিটি কলাম নির্দিষ্ট ভাবে পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্বতন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের যে বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ—তার বিশদ তথ্যও থাকতে হবে। যাতে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ভাবে কী অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের পক্ষে কী তথ্য রয়েছে—তা স্পষ্ট হয়।

সে নির্দেশ উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বার বার উপেক্ষা করে চলেছে বলে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ। এর পরেই ডিজির হলফনামা তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। চেক বাউন্সের মামলাটির তদন্তকারী অফিসারকেও হলফনামা দিয়ে জবাবদিহি করতে হবে, কেন এবং কী ভাবে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় মামলা নথিভুক্তির বাইরে দণ্ডবিধির অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, হুমকি, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ধারা যোগ করে ফৌজদারি মামলা তৈরি করা হলো? ফৌজদারি ধারার মামলা আপাতত স্থগিত করে মে মাসে ফের শুনানি নির্দিষ্ট করেছে শীর্ষ আদালত।

ওয়াকফ-প্রতিবাদের জন্য শাস্তি?

২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড নিয়ে বিতর্ক যোগী-রাজ্যে

এই সময়, নয়াদিল্লি: সংসদের বাজেট অধিবেশনে সদ্য পাশ হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে কয়েক দিন ধরেই প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন মুসলিমরা। শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে বাঁধা ছিল কালো ব্যান্ড। বিক্ষোভকারীরা ইদের দিনে স্থানীয় একটি মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। নমাজের পরে সেখানে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানান তাঁরা। এর পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে এই প্রতিবাদ ধর্নায় হাজির ৩০০ জনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে!

সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ কাশ্যপের বক্তব্য, নোটিস পাওয়া ব্যক্তিদের আগামী ১৬ এপ্রিল হাজিরা দিতে হবে জেলা আদালতের বিচারকের সামনে। বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক নোটিস-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুচলেকা দিতে হবে ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড-সহ। জানাতে হবে, আগামী এক বছর তাঁরা মুজফ্‌ফরনগর বা আশপাশের এলাকায় কোনও অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পারবেন না। মুচলেকায় উল্লিখিত শর্ত ভাঙা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পিছপা হবে না জেলা প্রশাসন। কিন্তু ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিয়ে মুচলেকায় স্বাক্ষর কেন? সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ কাশ্যপের দাবি, যাঁদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আগেও মুজফ্‌ফরনগর এলাকায় শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করেছেন। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ-র সময়েও এঁরা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। এ বার যাতে তেমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে নোটিস। যদি কেউ ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে না পারেন? জবাব দেননি কাশ্যপ। এ দিকে, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার এজলাসে ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে চ্যালেঞ্জ জানানো মামলাগুলির দ্রুত শুনানির আর্জি জানান আইনজীবী কপিল সিবাল। ছিলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিও। সিজেআই জানিয়েছেন, মামলাগুলির শুনানি হবে। মেনশনিং লেটার খতিয়ে দেখার পরে তিনি নিজে মামলার শুনানির তারিখ স্থির করবেন।

তদন্ত ও ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ে সুপ্রিম-প্রশ্ন

শিশুকন্যার রেপ-মার্ডারের আসামি শীর্ষ কোর্টে খালাস

নয়াদিল্লি: ২০১৬-র ২৬ জুন কাকভোরে ছোট্ট মেয়েটির মাথা থেঁতলানো, রক্তে মাখামাখি নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছিল রাস্তা থেকে। আগের দিন সে একটি 'জাগরণ' অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল গ্রাম থেকে একটু দূরে। মেয়ে মাঝরাতেও বাড়ি না ফেরায় বাবা ছোটেন সেই 'জাগরণ' দলের কাছে। খোঁজ মেলেনি। পরদিন ভোরেই বাড়ির কাছের রাস্তায় মেলে একরত্তির নিথর দেহ। ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত। নিম্ন আদালত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সেই রায়-ই পাল্টে গেল সুপ্রিম কোর্টে এসে। তদন্তে গাফিলতি, অভিযুক্তের বয়ান নেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি না মানা ও ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট যে স্যাম্পেলের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, তার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্প্রতি তিন বিচারপতির বেঞ্চ অভিযুক্তকে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে! তাঁরা যেখানে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও 'পক্ষপাতদুষ্ট' তদন্তের উল্লেখ করেছেন, সেখানে শিশুকন্যার পরিবারের প্রশ্ন, 'আমরা বিচারটুকুও পাব না?

উত্তরাখণ্ডের নিম্ন আদালতকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ট্রায়াল জজ অভিযুক্তের বয়ান হিসেবে সেই বিবৃতিকে মান্যতা দিয়েছেন যেটা তাঁকে ওই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলেছিলেন। অথচ সিআরপিসি ১৬৪ অর্থাৎ গোপন জবানবন্দি শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়ার কথা ও সেটাই আদালত গ্রহণ করে, এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর পাশাপাশি অভিযুক্তের যে ডিএনএ প্রোফাইলিং হয়েছিল, তাও সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেনি। বিচারপতিরা বলেন, 'যে সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট ডিএনএ প্রোফাইলিং করেছিলেন, তাঁকে সরকার পক্ষ প্রশ্নই করেনি। স্যাম্পেলে বিকৃতিও ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ তা ল্যাবে পাঠানোর আগে থানার মালখানায় ছিল।' তবে এই রায়ে হতাশ বাচ্চাটির মা-বাবা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনা তো ঘটেছিল। তা হলে ফাঁসির সাজা থেকে সে 'বেকসুর' কী করে হয়?

বারাণসীতে অপহরণ-গণধর্ষণ

বারাণসী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ১৯ বছরের এক তরুণীকে অপহরণ করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ২২ জনের বিরুদ্ধে! নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, বাকিদের খোঁজ চলছে। বারাণসীর লালপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী গত ২৯ মার্চ বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তার পর থেকে নিখোঁজ। খোঁজ শুরু করে বাড়ির লোক। ৪ এপ্রিল এক বন্ধুর সাহায্যে বাড়ি ফেরেন তরুণী। তাঁর দাবি, মাদক খাইয়ে কখনও পানশালায়, কখনও হোটেল, গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে অপহরণকারীরা। ৪ এপ্রিল অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে পাণ্ডেপুরের কাছে ফেলে যায় তারা। জ্ঞান ফিরলে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি যান তরুণী, সেখান থেকে ফেরেন বাড়ি।

চিতাদের জল খাইয়ে সাসপেন্ড সেই গাড়িচালক

ভোপাল: কুনো জাতীয় উদ্যানে চড়া রোদে মা জ্বালার সঙ্গে চার চিতা শাবককে শুয়ে থাকতে দেখে একটি স্টিলের পাত্রে জল দিয়েছিলেন বনদপ্তরেরই এক অস্থায়ী কর্মী। 'আও আও' বলে তাদের ডাকেন সত্যনারায়ণ গুর্জ নামে এই কর্মী। ক্লান্ত চিতারা



চিতাদের জল খাওয়ানোর ভাইরাল ছবি

পরম তৃপ্তিতে খায় সেই জল। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো সাড়া ফেললেও এই 'মানবিকতা' দেখানোই কাল হলো! মধ্যপ্রদেশের বনদপ্তর সত্যনারায়ণকে সাসপেন্ড করেছে। অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল উত্তম কুমার শর্মা বলেন, 'উনি কুনোয় গাড়ি চালান ও চিতা ট্র্যাকিং টিমের সদস্য। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া আছে, চিতা জঙ্গল ছেড়ে খেতের দিকে গেলে, যে ভাবেই হোক জঙ্গলে ফিরিয়ে আনতে হবে, কিন্তু কাছে যাওয়া বারণ। সত্যনারায়ণ তা মানেননি। তিনি গাড়ি থামিয়ে জল খাওয়ান, এতে সকলেরই বিপদ হতে পারত। সে জন্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

'বড় শহরে এমন হেনস্থা ঘটতেই পারে'

বেঙ্গালুরু: নির্জন গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন দুই তরুণী। আচমকা পিছন থেকে এসে তাঁদের একজনকে জড়িয়ে ধরে এক ব্যক্তি, অন্য তরুণী বাঁচানোর চেষ্টা করেও বিশেষ লাভ হয়নি। তরুণীর শ্লীলতাহানি করে দৌড়ে পালায় অভিযুক্ত। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়া এই ফুটেজ ক'দিন ধরেই ভাইরাল (সত্যতা খতিয়ে দেখেনি 'এই সময়')। তার মধ্যেই 'এ ধরনের ঘটনা বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরে ঘটতেই পারে'— এমনই মন্তব্য করে বিতর্ক বাড়ালেন কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। শহরে পুলিশি নজরদারির প্রশংসা করেই পরমেশ্বরের দাবি, 'আমি প্রতিদিন পুলিশ কমিশনারকে বলি, আরও সতর্ক হতে হবে। শহরের সর্বত্র প্যাট্রোলিং চালাতে হবে। এ দিক-ও দিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই লোকেদের নজর সে দিকেই যায়। পুলিশ ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। তার পরও এ ধরনের কিছু ঘটনা এ দিক-ও দিক ঘটে যায়। এত বড় একটা শহরে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। আমরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করব। কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

যে সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে, সেটি বিটিএম লেআউট এলাকার। ঘটনায় হতচকিত তরুণীকে কিছুক্ষণ পরে হেঁটে চলে যেতে দেখা যায়। হেনস্থার ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ, কিন্তু নিগৃহীতা নিজে এসে অভিযোগ দায়ের না করায় তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।

এ দিকে, পরমেশ্বরের মন্তব্য ঘিরে কর্নাটকের সিদ্দারামাইয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। তাদের দাবি, ভাইরাল ভিডিয়োই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বেঙ্গালুরুর আইন-শৃঙ্খলার কী অবস্থা! বিজেপির মুখপাত্র প্রশান্ত জি-র বক্তব্য, 'চূড়ান্ত অমানবিক মন্তব্য! উনি কি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাঁদের উপর যৌন হেনস্থাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলছেন? নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন? এই ঘটনাই প্রমাণ করে বেঙ্গালুরু মহিলাদের জন্য ক্রমশ অ-নিরাপদ হয়ে উঠছে।' বিজেপি বিধায়ক অশ্বথ নারায়ণের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। এ ধরনের ঘটনা প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা কমিয়ে দেয়, তার উপর এমন মন্তব্য! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে উনি অসহায়! আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো অবস্থাও ওঁর নেই।'

বেঙ্গালুরুর ভিডিয়ো ইস্যুতে বিতর্কে মন্ত্রী

ঝ টি তি

গ্রেপ্তারি এড়াতেই 'ঘুরপথে' ট্রাম্পের কাছে নেতানিয়াহু?

■ **এই সময়:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুরু করা ট্যারিফ-ওয়ারে নাজেহাল বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে প্রায় সব দেশই। এবং এ ক্ষেত্রেও সবাইকে টেক্কা দিয়ে গেল 'বন্ধু' ইজ়রায়েল। সবার আগে ইজ়রায়েলি প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু আগাম কোনও ঘোষণা ছাড়াই সোমবার পৌঁছে গিয়েছেন আমেরিকায়। কিন্তু কী ভাবে? আপাতত তা নিয়েই চর্চা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, হাঙ্গেরি থেকে পাড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ৪০০ কিলোমিটার উজিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছেন তিনি। কেন? ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দাবি, দ্য হেগের আন্তর্জাতিক আদালত দোষী সাব্যস্ত শুধু নয়, তাঁর উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। এই অবস্থায় শত্রু দেশের উপর দিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সে কথা মাথায় রেখেই ঘুরপথ ধরেন নেতানিয়াহু। আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস রিস্কি! তাই এই তিন দেশকে এড়িয়ে গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স এবং আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে তিনি আমেরিকায় যান।

ইউনূসের আর্জি

■ **এই সময়:** ট্রাম্প ট্যারিফের সামনে নতিস্বীকার বাংলাদেশের। বাংলাদেশি পণ্যের উপর যাতে নয়া শুল্কনীতি (৩৭%) আরোপ না করা হয়, তার জন্য ট্রাম্পের কাছে তিন মাস সময় চাইলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। এর বিনিময়ে কী? ট্রাম্পকে লেখা চিঠিতে ইউনূস বাংলাদেশে আমদানি হওয়া আমেরিকার পণ্যের উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ কমানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে খবর। পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আরও ১০০ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

প্রতিবাদে পথে নেমে বেলাগাম লুটপাটও!

কুদ্দুস আফ্রাদ ■ ঢাকা

গাজ়ার মৃত্যুমিছিলে ১৭ হাজার শুধু শিশুই! সেই মৃত্যুপুরীতে এখনও লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। ইজ়রায়েলের এই অব্যাহত গণহত্যা ও চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোমবার তীব্র নিন্দা করেছে বাংলাদেশ। আমেরিকা এই হামলায় ইজ়রায়েলকে সমর্থন করায় এ দিন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

পাশাপাশি এ দিন গোটা ঢাকা ছিল মিছিলের নগরী। শুধু পড়ুয়ারা নয়, মোল্লা-মৌলবীর সঙ্গে নেমে এসেছিল সাধারণ জনতাও। ধানমন্ডি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, এলিফ্যান্ট রোডেও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। একই ভাবে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দফায় দফায় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের ব্যানারে হয়েছে মিছিল ও সমাবেশ। শহিদ মিনার, শাহবাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। 'নো ওয়ার্ক, নো স্কুল' কর্মসূচি সফল করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সোমবার কোনও ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

এ দিকে অভিযোগ, 'তৌহিদী জনতা'র দুষ্কৃতীরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজিপুর, কক্সবাজার-সহ বিভিন্ন জেলায় ইজ়রায়েলে 'তৈরি' পণ্যের দুর্নাম ছড়িয়ে বিভিন্ন খাদ্য, ঠান্ডা পানীয় ও জুতোর আউটলেটে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর চালিয়েছে। অবাধে জুতো, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল নিয়ে গেলেও কেউ তাদের বাধা দেয়নি। অভিযোগ, পুলিশ সময়ে উপস্থিত হয়নি।

বাংলাদেশে আসা প্যালেস্তিনীয় শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রুক এখনও কিন্তু গাজ়ায় নিজের পরিবারের খোঁজ পাননি।

বাংলাদেশ

গাজ়ার পাশে



সরব বাংলাদেশ শান্তি খুঁজছে বদলের বাংলাদেশ। জুলাই-বিপ্লবের স্মৃতি এখনও টাটকা। এখনও রাস্তায়-রাস্তায় রয়ে গিয়েছে 'কালিমালিপ্ত' শেখ হাসিনার ছবি-পোস্টার! এরই মধ্যে গাজ়ার পাশে দাঁড়িয়ে এবং ইজ়রায়েলি নৃশংসতার বিরোধিতায় পথে নামল বাংলাদেশ। সোমবার ঢাকার শাহবাগ চত্বরে — এক্স

ধ্বংসে মরিয়া ইজ়রায়েল, বোমা জার্নালিস্ট টেন্টেও!

এই সময়: মাস দুয়েকের নামমাত্র যুদ্ধবিরতি শেষ হতে না-হতেই গাজ়ায় ফের আগুন ঝরাতে শুরু করেছে ইজ়রায়েল। অভিযোগ, হামাসও ইজ়রায়েলকে টার্গেট করে রকেট অ্যাটাকের ঝাঁজ বাড়িয়েছে। কিন্তু ইজ়রায়েল যেন এ বার গাজ়াকে কার্যত মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে মরিয়া। একাধিক স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত ১৮ মার্চ থেকে ইজ়রায়েলি হামলায় গাজ়ায় প্রাণ গিয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষের। বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৪২ জন বলি যুদ্ধের।

দেশি-বিদেশি সব মিডিয়াকে নাকি গাজ়া-রাফা ছাড়তে বলেছে ইজ়রায়েলি সেনা— দু'দিন ধরে এমন একটা দাবি ঘুরছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বলা হচ্ছিল, গাজ়ায় নাকি লাগাতার ফ্লোরিন বোমা ফেলছে ইজ়রায়েল। দু'টি 'খবর'ই নিশ্চিত করা যায়নি। তবে মারমুখী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ সাংবাদিকদেরও রেয়াত করছে না! একাধিক মিডিয়ার দাবি, গাজ়ার খান ইউনিসের আল নাসের হাসপাতালের কাছে সাংবাদিকদের জন্য তৈরি একটি তাঁবুকে লক্ষ্য করে 'পরিকল্পিত' বোমা হামলা চালায় ইজ়রায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। তাতে জালেমি আল ফাকাওয়ি ও ইউসুফ আল খাজানদার নামের দুই সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত আরও অন্তত ৭ জন! সম্প্রতিই গাজ়ায় কর্মরত ১৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে মারার অভিযোগ উঠেছিল তেল আভিভের বিরুদ্ধে। সেই সংক্রান্ত ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে হামলার কথা মেনে নিয়ে সম্প্রতি ভুল স্বীকারও করেছে তারা। এরই মধ্যে সাংবাদিকদের টার্গেট করে হামলা! আল জাজ়িরার দাবি, প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে ১৩ জন করে সাংবাদিক যুদ্ধের বলি হচ্ছেন। ১৫ মাসের যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ২০০-রও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

একইসঙ্গে গাজ়ায় সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করে আবাসন-স্কুলেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজ়রায়েল। দেইর আল বালা-র একটি আবাসনে ইজ়রায়েলি হামলায় একই পরিবারের একাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

গাজ়ায় ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ ও স্থায়ী শান্তির দাবিতে এ দিন প্যালেস্তাইন যে 'গ্লোবাল স্ট্রাইক'-এর ডাক দিয়েছিল, তাতে ব্যাপক সাড়া মেলে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। ইজ়রায়েল তবু ধ্বংসেই মরিয়া। গাজ়ার ৭০ শতাংশ এলাকায় জল বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এ দিন একাধিক মিডিয়া সূত্রের খবর, গাজ়ায় ত্রাণ এমনকী পোলিয়ো ভ্যাকসিন ঢোকাও বন্ধ করে দিয়েছে নেতানিয়াহুর দেশ। এ দিকে হামাসও নাকি অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করে দফায় দফায় পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ আমেরিকার। এটাকে পুরোপুরি 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে, গাজ়ার এই পরিস্থিতির জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করেছে হামাস।

গেটস-সত্যকে বিঁধে প্রতিবাদী ভারতীয় তরুণী

গণহত্যায় টেকনিক্যাল সাপোর্ট!

এই সময়: গাজ়ার গণহত্যায় ইজ়রায়েলকে 'টেকনিক্যাল সাপোর্ট' দেওয়ার অভিযোগে ফের কাঠগড়ায় মাইক্রোসফট। সরব সংস্থারই কর্মী। ভরা সভায় সুর চড়িয়ে ইতিমধ্যে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছেন বানিয়া আগরওয়াল নামের ওই ইন্দো-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার।

ওয়াশিংটনের হেড অফিসে সংস্থার ৫০ বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান চলছিল। মঞ্চে কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন সিইও — সত্য নাদেলা, স্টিভ বালমার ও বিল গেটস। ভাইরাল ভিডিয়োয় (সত্যতা যাচাই করেনি 'এই সময়') দেখা গিয়েছে, কোনও একটা বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশনে মেতে ছিলেন মাইক্রোসফট কর্তারা। আচমকা ভরা সভায় চেঁচিয়ে উঠলেন ওই ভারতীয় তরুণী— 'লজ্জা লাগে না? গাজ়ায় ৫০ হাজার প্যালেস্তিনীয়কে খুনে ইজ়রায়েলকে আগাগোড়া প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন আপনারা। এই ধ্বংসলীলা আর এত রক্তপাতের মধ্যে আপনারা উৎসব করেন কী করে? একটুও মানবিকতা থাকলে এই মুহূর্তে ইজ়রায়েলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করুন।' নিরাপত্তাকর্মীরা অবশ্য তাঁকে পুরো কথা শেষ করতে দেননি। হল থেকে বের করে দেওয়া হয় বানিয়াকে। উপস্থিত কর্মীদের কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলেও, অনেকে রীতিমতো থমকে যান। বানিয়া হল ছাড়ার মুখেও বলতে থাকেন, 'আপনারা সব ভণ্ড।' হঠাৎ তাল কাটায় ক্ষণিকের জন্য থেমে যায় মঞ্চের আলোচনা। তার পরেই অবশ্য ছোট্ট হাসি দিয়ে কথোপকথন চালিয়ে যেতে দেখা যায় গেটসদের।

ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। সূত্রের খবর, বানিয়া পরে কড়া ভাষায় প্রতিবাদপত্র দিয়ে মাইক্রোসফটে নিজের ইমিডিয়েট বসকে জানিয়ে দেন, ১১ এপ্রিল তিনি শেষ দিনের মতো অফিস করবেন। চিঠিতে তাঁর বয়ান,



প্রতিবাদ করে বিতাড়িত বানিয়া — এক্স

'বিপন্নদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে যারা অত্যাচারী শোষকদের শক্তি দেয়, এমন একটি প্রতিষ্ঠানে আমি কিছুতেই আর কাজ করতে রাজি নই।' বানিয়া দাবি করেন, মাইক্রোসফট ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গাজ়ার উপরে ইজ়রায়েলি আগ্রাসনকে আরও ধ্বংসাত্মক করে তুলছে। তাঁর কথায়, 'মাইক্রোসফট যে ভাবে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশকে ডিজিটাল অস্ত্র দিয়ে এসেছে, তার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের প্রযুক্তি দিয়ে আমরা কাদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছি? দখলদারদের! যুদ্ধাপরাধীর পাশে দাঁড়াচ্ছি কেন? দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তব যে, মাইক্রোসফট এখন এক ডিজিটাল অস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। যার প্রযুক্তি নজরদারি, বর্ণবৈষম্য ও গণহত্যাকে চালনা করে। আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তারা সকলেই সমান রকম দায়ী।'

বানিয়াই অবশ্য প্রথম নন। এর আগে ইবতিহাল আবৌসাদ নামের এক মাইক্রোসফট এআই কর্মী ঠিক এ ভাবেই ভরা সভায় গাজ়া হত্যাযজ্ঞে ইজ়রায়েলের পাশে থাকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। মঞ্চে ছিলেন সংস্থার সিইও মুস্তাফা সুলেমান।

এক্স-আর্মিকে 'ঘাড়ধাক্কা'

ওয়াশিংটন: চার বছর বয়স থেকে আমেরিকায়, সেনাবাহিনীতে কাজ করে পেয়েছেন উৎকর্ষতার পদকও। কিন্তু তার পরও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী নীতি অনুযায়ী জুটল 'এলিয়েন' তকমা। নিজের দেশ ভেনেজুয়েলায় যাওয়ার পর তাঁকে ফেরত নিল না সেই দেশও। এ বার কী করা উচিত, জানেন না হোসে বার্কো, তাঁর স্ত্রী ও পনেরো বছরের কন্যা।

ভেনেজুয়েলায় জন্ম হোসের। রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে মুক্তি পাওয়ার পরে তাঁর বাবা কিউবায় পালিয়ে যান, সেখান থেকে আমেরিকা। তখন হোসের বয়স ৪ বছর। সেই থেকে আমেরিকাতেই রয়েছেন তিনি। বিয়ে করেছেন মার্কিন নাগরিক টিয়া বার্কোকে। অল্প বয়সেই মার্কিন আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন হোসে। ২০০৪-এ পশ্চিম ইরাকে যুদ্ধে যান তিনি। সেখানে তাঁর কৃতিত্বের জন্য মিলেছিল 'পার্পল হার্ট' পদক। পরে ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি (টিবিআই)-তে আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু ২০০৮-এ ২৩ বছর বয়সে টিবিআই-এর সমস্যার জন্য সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়েন হোসে।

একটি সূত্রে খবর, সেই বছরই এপ্রিলে এক পাঁচ মাসের গর্ভবতী মহিলার (১৯) পায়ে গুলি করেন তিনি। দু'টি খুনের চেষ্টার অপরাধে জেল হয় তাঁর। ১৫ বছর জেলে ছিলেন তিনি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরের দিনই মুক্তি পান তিনি। কিন্তু তার পরেই তাঁকে 'বেআইনি অভিবাসী' অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এখন টেক্সাসের ডিটেনশন সেন্টারে। তাঁর পরিণতি কী, এখনও জানায়নি মার্কিন অভিবাসন দপ্তর।

ঝ টি তি

ভারত-সহ ১৪টি দেশের হজ ভিসা স্থগিত সৌদির

■ রিয়াধ: সামনেই হজ। তার আগে ভারত-সহ মোট ১৪টি দেশের ভিসা স্থগিত করল সৌদি। শুধু উমরা ভিসাই নয়, ব্যবসায়িক ও পারিবারিক ভিসাও স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিলের পর আর উমরা ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে না। ভারতের পাশাপাশি এই কোপ পড়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরাক, মিশর, মরক্কোর মতো দেশেও। জুনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জারি থাকবে এই স্থগিতাদেশ। সৌদির হজ ও উমরা মন্ত্রক জানিয়েছে, অবৈধ ভাবে হজে অংশগ্রহণ করা আটকানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রতি বছর অবৈধ ভাবে হজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিরাপত্তার সমস্যা দেখা যায়। এই অবৈধ প্রবেশকারীদের থাকা, চিকিৎসা ও পরিবহণের কোনও ব্যবস্থাও করা যায় না বলে দাবি তাঁদের। অনেক সময়ে বড় দুর্ঘটনাও ঘটে। আরও অভিযোগ, ভিসার আইন ভেঙে অনেকেই ব্যবসা বা পারিবারিক ভিসায় এসে অনুমোদন ছাড়াই কাজে লেগে যান। এই সব আটকাতেই ভিসা নিয়ন্ত্রণ বলে জানিয়েছে সৌদি।

ভাগবতের বার্তা

■ নয়াদিল্লি: একমাত্র যাঁরা নিজেদের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বংশধর বলে মনে করেন, তাঁরা বাদে বাকি সকলের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর দরজা খোলা, জানিয়ে দিলেন সঙ্ঘ-প্রধান মোহন ভাগবত। বারাণসীর এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'জাতপাত, সম্প্রদায়ের নিরিখে প্রার্থনার ধরন আলাদা হলেও সংস্কৃতি এক, তাই সব ভারতীয়ই স্বাগত। যাঁরা 'ভারত মাতা কি জয়' বলেন, গেরুয়া পতাকাকে সম্মান করেন— সঙ্ঘের দরজা তাঁদের জন্যই খোলা।'

আইনের শাসন কোথায়? সুপ্রিম-তোপে যোগীরাজ্য

এই সময়: আরও এক বার সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়ল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকার। সে-রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। যে ভাবে দেওয়ানি বিবাদ-কে ঢালাও ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে চলেছে সে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। চার্জশিট লেখার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। শরিফ আহমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ মামলায় এ নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া গাইডলাইন মানা হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। ডিজির হলফনামা তলবের পাশাপাশি প্রয়োজনে এর পরে সরকারকে মোটা জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

সোমবার যে মামলার প্রেক্ষিতে ফের এক দফা সুপ্রিম-রোষে পড়ল উত্তরপ্রদেশ সরকার, সে মামলাটি

> যে ভাবে দেওয়ানি বিবাদকে ঢালাও ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে চলেছে সে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত

আদতে চেক বাউন্স সংক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় মামলা নথিভুক্ত হওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এরই সঙ্গে কী করে দণ্ডবিধির অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, হুমকি, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ধারা যোগ করে পুরোদস্তুর ফৌজদারি মামলা সাজাল— তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। এক সময়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবমাননার রুল জারিরও হুঁশিয়ারি দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি মনে করিয়ে দেন, শরিফ আহমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ মামলায় চার্জশিটের প্রতিটি কলাম নির্দিষ্ট ভাবে পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্বতন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের যে বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ—তার বিশদ তথ্যও থাকতে হবে। যাতে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ভাবে কী অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের পক্ষে কী তথ্য রয়েছে—তা স্পষ্ট হয়।

সে নির্দেশ উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বার বার উপেক্ষা করে চলেছে বলে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ। এর পরেই ডিজির হলফনামা তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। চেক বাউন্সের মামলাটির তদন্তকারী অফিসারকেও হলফনামা দিয়ে জবাবদিহি করতে হবে, কেন এবং কী ভাবে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় মামলা নথিভুক্তির বাইরে দণ্ডবিধির অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, হুমকি, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ধারা যোগ করে ফৌজদারি মামলা তৈরি করা হলো? ফৌজদারি ধারার মামলা আপাতত স্থগিত করে মে মাসে ফের শুনানি নির্দিষ্ট করেছে শীর্ষ আদালত।

তদন্ত ও ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ে সুপ্রিম-প্রশ্ন
শিশুকন্যার রেপ-মার্ডারের আসামি শীর্ষ কোর্টে খালাস

নয়াদিল্লি: ২০১৬-র ২৬ জুন কাকভোরে ছোট্ট মেয়েটির মাথা থেঁতলানো, রক্তে মাখামাখি নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছিল রাস্তা থেকে। আগের দিন সে একটি 'জাগরণ' অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল গ্রাম থেকে একটু দূরে। মেয়ে মাঝরাতেও বাড়ি না ফেরায় বাবা ছোটেন সেই 'জাগরণ' দলের কাছে। খোঁজ মেলেনি। পরদিন ভোরেই বাড়ির কাছের রাস্তায় মেলে একরত্তির নিথর দেহ। ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত। নিম্ন আদালত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সেই রায়-ই পাল্টে গেল সুপ্রিম কোর্টে এসে। তদন্তে গাফিলতি, অভিযুক্তের বয়ান নেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি না মানা ও ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট যে স্যাম্পেলের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, তার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্প্রতি তিন বিচারপতির বেঞ্চ অভিযুক্তকে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে! তাঁরা যেখানে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও 'পক্ষপাতদুষ্ট' তদন্তের উল্লেখ করেছেন, সেখানে শিশুকন্যার পরিবারের প্রশ্ন, 'আমরা বিচারটুকুও পাব না?

বারাণসীতে অপহরণ-গণধর্ষণ

বারাণসী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ১৯ বছরের এক তরুণীকে অপহরণ করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ২২ জনের বিরুদ্ধে! নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, বাকিদের খোঁজ চলছে। বারাণসীর লালপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী গত ২৯ মার্চ বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তার পর থেকে নিখোঁজ। খোঁজ শুরু করে বাড়ির লোক। ৪ এপ্রিল এক বন্ধুর সাহায্যে বাড়ি ফেরেন তরুণী। তাঁর দাবি, মাদক খাইয়ে কখনও পানশালায়, কখনও হোটেল, গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে অপহরণকারীরা। ৪ এপ্রিল অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে পাণ্ডেপুরের কাছে ফেলে যায় তারা। জ্ঞান ফিরলে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি যান তরুণী, সেখান থেকে ফেরেন বাড়ি।

উত্তরাখণ্ডের নিম্ন আদালতকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ট্রায়াল জজ অভিযুক্তের বয়ান হিসেবে সেই বিবৃতিকে মান্যতা দিয়েছেন যেটা তাঁকে ওই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলেছিলেন। অথচ সিআরপিসি ১৬৪ অর্থাৎ গোপন জবানবন্দি শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়ার কথা ও সেটাই আদালত গ্রহণ করে, এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর পাশাপাশি অভিযুক্তের যে ডিএনএ প্রোফাইলিং হয়েছিল, তাও সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেনি। বিচারপতিরা বলেন, 'যে সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট ডিএনএ প্রোফাইলিং করেছিলেন, তাঁকে সরকার পক্ষ প্রশ্নই করেনি। স্যাম্পেলে বিকৃতিও ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ তা ল্যাবে পাঠানোর আগে থানার মালখানায় ছিল।' তবে এই রায়ে হতাশ বাচ্চাটির মা-বাবা। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনা তো ঘটেছিল। তা হলে ফাঁসির সাজা থেকে সে 'বেকসুর' কী করে হয়?

চিতাদের জল খাইয়ে সাসপেন্ড সেই গাড়িচালক

ভোপাল: কুনো জাতীয় উদ্যানে চড়া রোদে মা জ্বালার সঙ্গে চার চিতা শাবককে শুয়ে থাকতে দেখে একটি স্টিলের পাত্রে জল দিয়েছিলেন বনদপ্তরেরই এক অস্থায়ী কর্মী। 'আও আও' বলে তাদের ডাকেন সত্যনারায়ণ গুর্জ নামে এই কর্মী। ক্লান্ত চিতারা


চিতাদের জল খাওয়ানোর ভাইরাল ছবি

পরম তৃপ্তিতে খায় সেই জল। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো সাড়া ফেললেও এই 'মানবিকতা' দেখানোই কাল হলো! মধ্যপ্রদেশের বনদপ্তর সত্যনারায়ণকে সাসপেন্ড করেছে। অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল উত্তম কুমার শর্মা বলেন, 'উনি কুনোয় গাড়ি চালান ও চিতা ট্র্যাকিং টিমের সদস্য। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া আছে, চিতা জঙ্গল ছেড়ে খেতের দিকে গেলে, যে ভাবেই হোক জঙ্গলে ফিরিয়ে আনতে হবে, কিন্তু কাছে যাওয়া বারণ। সত্যনারায়ণ তা মানেননি। তিনি গাড়ি থামিয়ে জল খাওয়ান, এতে সকলেরই বিপদ হতে পারত। সে জন্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

ওয়াকফ-প্রতিবাদের জন্য শাস্তি?
২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড নিয়ে বিতর্ক যোগী-রাজ্যে

এই সময়, নয়াদিল্লি: সংসদের বাজেট অধিবেশনে সদ্য পাশ হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে কয়েক দিন ধরেই প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন মুসলিমরা। শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে বাঁধা ছিল কালো ব্যান্ড। বিক্ষোভকারীরা ইদের দিনে স্থানীয় একটি মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। নমাজের পরে সেখানে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানান তাঁরা। এর পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে এই প্রতিবাদ ধর্নায় হাজির ৩০০ জনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে!

সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ কাশ্যপের বক্তব্য, নোটিস পাওয়া ব্যক্তিদের আগামী ১৬ এপ্রিল হাজিরা দিতে হবে জেলা আদালতের বিচারকের সামনে। বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক নোটিস-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুচলেকা দিতে হবে ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড-সহ। জানাতে হবে, আগামী এক বছর তাঁরা মুজফ্ফরনগর বা আশপাশের এলাকায় কোনও অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পারবেন না। মুচলেকায় উল্লিখিত শর্ত ভাঙা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পিছপা হবে না জেলা প্রশাসন। কিন্তু ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিয়ে মুচলেকায় স্বাক্ষর কেন? সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ কাশ্যপের দাবি, যাঁদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আগেও মুজফ্ফরনগর এলাকায় শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করেছেন। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ-র সময়েও এঁরা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। এ বার যাতে তেমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে নোটিস। যদি কেউ ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে না পারেন? জবাব দেননি কাশ্যপ। এ দিকে, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার এজলাসে ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে চ্যালেঞ্জ জানানো মামলাগুলির দ্রুত শুনানির আর্জি জানান আইনজীবী কপিল সিবাল। ছিলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিও। সিজেআই জানিয়েছেন, মামলাগুলির শুনানি হবে। মেনশনিং লেটার খতিয়ে দেখার পরে তিনি নিজে মামলার শুনানির তারিখ স্থির করবেন।

'বড় শহরে এমন হেনস্থা ঘটতেই পারে'

বেঙ্গালুরু: নির্জন গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন দুই তরুণী। আচমকা পিছন থেকে এসে তাঁদের একজনকে জড়িয়ে ধরে এক ব্যক্তি, অন্য তরুণী বাঁচানোর চেষ্টা করেও বিশেষ লাভ হয়নি। তরুণীর শ্লীলতাহানি করে দৌড়ে পালায় অভিযুক্ত। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়া এই ফুটেজ ক'দিন ধরেই ভাইরাল (সত্যতা খতিয়ে দেখেনি 'এই সময়')। তার মধ্যেই 'এ ধরনের ঘটনা বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরে ঘটতেই পারে'— এমনই মন্তব্য করে বিতর্ক বাড়ালেন কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। শহরে পুলিশি নজরদারির প্রশংসা করেই পরমেশ্বরের দাবি, 'আমি প্রতিদিন পুলিশ কমিশনারকে বলি, আরও সতর্ক হতে হবে। শহরের সর্বত্র প্যাট্রোলিং চালাতে হবে। এ দিক-ও দিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই লোকেদের নজর সে দিকেই

বেঙ্গালুরুর ভিডিয়ো ইস্যুতে বিতর্কে মন্ত্রী

যায়। পুলিশ ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। তার পরও এ ধরনের কিছু ঘটনা এ দিক-ও দিক ঘটে যায়। এত বড় একটা শহরে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। আমরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করব। কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

যে সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে, সেটি বিটিএম লেআউট এলাকার। ঘটনায় হতচকিত তরুণীকে কিছুক্ষণ পরে হেঁটে চলে যেতে দেখা যায়। হেনস্থার ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ, কিন্তু নিগৃহীতা নিজে এসে অভিযোগ দায়ের না করায় তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।

এ দিকে, পরমেশ্বরের মন্তব্য ঘিরে কর্নাটকের সিদ্দারামাইয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। তাদের দাবি, ভাইরাল ভিডিয়োই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বেঙ্গালুরুর আইন-শৃঙ্খলার কী অবস্থা! বিজেপির মুখপাত্র প্রশান্ত জি-র বক্তব্য, 'চূড়ান্ত অমানবিক মন্তব্য! উনি কি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাঁদের উপর যৌন হেনস্থাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলছেন? নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন? এই ঘটনাই প্রমাণ করে বেঙ্গালুরু মহিলাদের জন্য ক্রমশ অ-নিরাপদ হয়ে উঠছে।' বিজেপি বিধায়ক অশ্বথ নারায়ণের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। এ ধরনের ঘটনা প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা কমিয়ে দেয়, তার উপর এমন মন্তব্য! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে উনি অসহায়! আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার মতো অবস্থাও ওঁর নেই।'

ঝ টি তি

গ্রেপ্তারি এড়াতেই 'ঘুরপথে' ট্রাম্পের কাছে নেতানিয়াহু?

■ এই সময়: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুরু করা ট্যারিফ-ওয়ারে নাজেহাল বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে প্রায় সব দেশই। এবং এ ক্ষেত্রেও সবাইকে টেক্কা দিয়ে গেল 'বন্ধু' ইজ়রায়েল। সবার আগে ইজ়রায়েলি প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু আগাম কোনও ঘোষণা ছাড়াই সোমবার পৌঁছে গিয়েছেন আমেরিকায়। কিন্তু কী ভাবে? আপাতত তা নিয়েই চর্চা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, হাঙ্গেরি থেকে পাড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ৪০০ কিলোমিটার উজিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছেন তিনি। কেন? ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দাবি, দ্য হেগের আন্তর্জাতিক আদালত দোষী সাব্যস্ত শুধু নয়, তাঁর উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। এই অবস্থায় শত্রু দেশের উপর দিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সে কথা মাথায় রেখেই ঘুরপথ ধরেন নেতানিয়াহু। আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস রিস্কি! তাই এই তিন দেশকে এড়িয়ে গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স এবং আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে তিনি আমেরিকায় যান।

ইউনূসের আর্জি

■ এই সময়: ট্রাম্প ট্যারিফের সামনে নতিস্বীকার বাংলাদেশের। বাংলাদেশি পণ্যের উপর যাতে নয়া শুল্কনীতি (৩৭%) আরোপ না করা হয়, তার জন্য ট্রাম্পের কাছে তিন মাস সময় চাইলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। এর বিনিময়ে কী? ট্রাম্পকে লেখা চিঠিতে ইউনূস বাংলাদেশে আমদানি হওয়া আমেরিকার পণ্যের উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ কমানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে খবর। পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে আরও ১০০ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

প্রতিবাদে পথে নেমে বেলাগাম লুটপাটও!

কুদ্দুস আফ্রাদ ■ ঢাকা

গাজ়ার মৃত্যুমিছিলে ১৭ হাজার শুধু শিশুই! সেই মৃত্যুপুরীতে এখনও লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। ইজ়রায়েলের এই অব্যাহত গণহত্যা ও চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোমবার তীব্র নিন্দা করেছে বাংলাদেশ। আমেরিকা এই হামলায় ইজ়রায়েলকে সমর্থন করায় এ দিন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

পাশাপাশি এ দিন গোটা ঢাকা ছিল মিছিলের নগরী। শুধু পড়ুয়ারা নয়, মোল্লা-মৌলবীর সঙ্গে নেমে এসেছিল সাধারণ জনতাও। ধানমন্ডি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, এলিফ্যান্ট রোডেও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। একই ভাবে বায়তুল মোকাররম জাতীয়

বাংলাদেশ

মসজিদে দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দফায় দফায় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের ব্যানারে হয়েছে মিছিল ও সমাবেশ। শহিদ মিনার, শাহবাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। 'নো ওয়ার্ক, নো স্কুল' কর্মসূচি সফল করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সোমবার কোনও ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

এ দিকে অভিযোগ, 'তৌহিদী জনতা'র দুষ্কৃতীরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজিপুর, কক্সবাজার-সহ বিভিন্ন জেলায় ইজ়রায়েলে 'তৈরি' পণ্যের দুর্নাম ছড়িয়ে বিভিন্ন খাদ্য, ঠান্ডা পানীয় ও জুতোর আউটলেটে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর চালিয়েছে। অবাধে জুতো, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল নিয়ে গেলেও কেউ তাদের বাধা দেয়নি। অভিযোগ, পুলিশ সময়ে উপস্থিত হয়নি।

বাংলাদেশে আসা প্যালেস্তিনীয় শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রুক এখনও কিন্তু গাজ়ায় নিজের পরিবারের খোঁজ পাননি।

গাজ়ার পাশে



সরব বাংলাদেশ শান্তি খুঁজছে বদলের বাংলাদেশ। জুলাই-বিপ্লবের স্মৃতি এখনও টাটকা। এখনও রাস্তায়-রাস্তায় রয়ে গিয়েছে 'কালিমালিপ্ত' শেখ হাসিনার ছবি-পোস্টার! এরই মধ্যে গাজ়ার পাশে দাঁড়িয়ে এবং ইজ়রায়েলি নৃশংসতার বিরোধিতায় পথে নামল বাংলাদেশ। সোমবার ঢাকার শাহবাগ চত্বরে — এক্স

ধ্বংসে মরিয়া ইজ়রায়েল, বোমা জার্নালিস্ট টেন্টেও!

এই সময়: মাস দুয়েকের নামমাত্র যুদ্ধবিরতি শেষ হতে না-হতেই গাজ়ায় ফের আগুন ঝরাতে শুরু করেছে ইজ়রায়েল। অভিযোগ, হামাসও ইজ়রায়েলকে টার্গেট করে রকেট অ্যাটাকের ঝাঁজ বাড়িয়েছে। কিন্তু ইজ়রায়েল যেন এ বার গাজ়াকে কার্যত মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে মরিয়া। একাধিক স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত ১৮ মার্চ থেকে ইজ়রায়েলি হামলায় গাজ়ায় প্রাণ গিয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষের। বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৪২ জন বলি যুদ্ধের।

দেশি-বিদেশি সব মিডিয়াকে নাকি গাজ়া-রাফা ছাড়তে বলেছে ইজ়রায়েলি সেনা— দু'দিন ধরে এমন একটা দাবি ঘুরছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বলা হচ্ছিল, গাজ়ায় নাকি লাগাতার ফ্লোরিন বোমা ফেলছে ইজ়রায়েল। দু'টি 'খবর'ই নিশ্চিত করা যায়নি। তবে মারমুখী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ সাংবাদিকদেরও রেয়াত করছে না! একাধিক মিডিয়ার দাবি, গাজ়ার খান ইউনিসের আল নাসের হাসপাতালের কাছে সাংবাদিকদের জন্য তৈরি একটি তাঁবুকে লক্ষ্য করে 'পরিকল্পিত' বোমা হামলা চালায় ইজ়রায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। তাতে জালেমি আল ফাকাওয়ি ও ইউসুফ আল খাজানদার নামের দুই সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত আরও অন্তত ৭ জন! সম্প্রতিই গাজ়ায় কর্মরত ১৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে মারার অভিযোগ উঠেছিল তেল আভিভের বিরুদ্ধে। সেই সংক্রান্ত ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে হামলার কথা মেনে নিয়ে সম্প্রতি ভুল স্বীকারও করেছে তারা। এরই মধ্যে সাংবাদিকদের টার্গেট করে হামলা! আল জাজ়িরার দাবি, প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে ১৩ জন করে সাংবাদিক যুদ্ধের বলি হচ্ছেন। ১৫ মাসের যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ২০০-রও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

একইসঙ্গে গাজ়ায় সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করে আবাসন-স্কুলেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজ়রায়েল। দেইর আল বালা-র একটি আবাসনে ইজ়রায়েলি হামলায় একই পরিবারের একাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

গাজ়ায় ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ ও স্থায়ী শান্তির দাবিতে এ দিন প্যালেস্তাইন যে 'গ্লোবাল স্ট্রাইক'-এর ডাক দিয়েছিল, তাতে ব্যাপক সাড়া মেলে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। ইজ়রায়েল তবু ধ্বংসেই মরিয়া। গাজ়ার ৭০ শতাংশ এলাকায় জল বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এ দিন একাধিক মিডিয়া সূত্রের খবর, গাজ়ায় ত্রাণ এমনকী পোলিয়ো ভ্যাকসিন ঢোকাও বন্ধ করে দিয়েছে নেতানিয়াহুর দেশ। এ দিকে হামাসও নাকি অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করে দফায় দফায় পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ আমেরিকার। এটাকে পুরোপুরি 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে, গাজ়ার এই পরিস্থিতির জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করেছে হামাস।

গেটস-সত্যকে বিঁধে প্রতিবাদী ভারতীয় তরুণী
গণহত্যায় টেকনিক্যাল সাপোর্ট!

এই সময়: গাজ়ার গণহত্যায় ইজ়রায়েলকে 'টেকনিক্যাল সাপোর্ট' দেওয়ার অভিযোগে ফের কাঠগড়ায় মাইক্রোসফট। সরব সংস্থারই কর্মী। ভরা সভায় সুর চড়িয়ে ইতিমধ্যে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছেন বানিয়া আগরওয়াল নামের ওই ইন্দো-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার।

ওয়াশিংটনের হেড অফিসে সংস্থার ৫০ বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান চলছিল। মঞ্চে কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন সিইও — সত্য নাদেলা, স্টিভ বালমার ও বিল গেটস। ভাইরাল ভিডিয়োয় (সত্যতা যাচাই করেনি 'এই সময়') দেখা গিয়েছে, কোনও একটা বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশনে মেতে ছিলেন মাইক্রোসফট কর্তারা। আচমকা ভরা সভায় চেঁচিয়ে উঠলেন ওই ভারতীয় তরুণী— 'লজ্জা লাগে না? গাজ়ায় ৫০ হাজার প্যালেস্তিনীয়কে খুনে ইজ়রায়েলকে আগাগোড়া প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন আপনারা। এই ধ্বংসলীলা আর এত রক্তপাতের মধ্যে আপনারা উৎসব করেন কী করে? একটুও মানবিকতা থাকলে এই মুহূর্তে ইজ়রায়েলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করুন।' নিরাপত্তাকর্মীরা অবশ্য তাঁকে পুরো কথা শেষ করতে দেননি। হল থেকে বের করে দেওয়া হয় বানিয়াকে। উপস্থিত কর্মীদের কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলেও, অনেকে রীতিমতো থমকে যান। বানিয়া হল ছাড়ার মুখেও বলতে থাকেন, 'আপনারা সব ভণ্ড।' হঠাৎ তাল কাটায় ক্ষণিকের জন্য থেমে যায় মঞ্চের আলোচনা। তার পরেই অবশ্য ছোট্ট হাসি দিয়ে কথোপকথন চালিয়ে যেতে দেখা যায় গেটসদের।

ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। সূত্রের খবর, বানিয়া পরে কড়া ভাষায় প্রতিবাদপত্র দিয়ে মাইক্রোসফটে নিজের ইমিডিয়েট বসকে জানিয়ে দেন, ১১ এপ্রিল তিনি শেষ দিনের মতো অফিস করবেন। চিঠিতে তাঁর বয়ান,


প্রতিবাদ করে বিতাড়িত বানিয়া — এক্স

'বিপন্নদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে যারা অত্যাচারী শোষকদের শক্তি দেয়, এমন একটি প্রতিষ্ঠানে আমি কিছুতেই আর কাজ করতে রাজি নই।' বানিয়া দাবি করেন, মাইক্রোসফট ক্লাউড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গাজ়ার উপরে ইজ়রায়েলি আগ্রাসনকে আরও ধ্বংসাত্মক করে তুলছে। তাঁর কথায়, 'মাইক্রোসফট যে ভাবে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশকে ডিজিটাল অস্ত্র দিয়ে এসেছে, তার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের প্রযুক্তি দিয়ে আমরা কাদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছি? দখলদারদের! যুদ্ধাপরাধীর পাশে দাঁড়াচ্ছি কেন? দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তব যে, মাইক্রোসফট এখন এক ডিজিটাল অস্ত্র নির্মাণকারী সংস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। যার প্রযুক্তি নজরদারি, বর্ণবৈষম্য ও গণহত্যাকে চালনা করে। আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তারা সকলেই সমান রকম দায়ী।'

বানিয়াই অবশ্য প্রথম নন। এর আগে ইবতিহাল আবৌসাদ নামের এক মাইক্রোসফট এআই কর্মী ঠিক এ ভাবেই ভরা সভায় গাজ়া হত্যাযজ্ঞে ইজ়রায়েলের পাশে থাকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। মঞ্চে ছিলেন সংস্থার সিইও মুস্তাফা সুলেমান।

এক্স-আর্মিকে 'ঘাড়ধাক্কা'

ওয়াশিংটন: চার বছর বয়স থেকে আমেরিকায়, সেনাবাহিনীতে কাজ করে পেয়েছেন উৎকর্ষতার পদকও। কিন্তু তার পরও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী নীতি অনুযায়ী জুটল 'এলিয়েন' তকমা। নিজের দেশ ভেনেজুয়েলায় যাওয়ার পর তাঁকে ফেরত নিল না সেই দেশও। এ বার কী করা উচিত, জানেন না হোসে বার্কো, তাঁর স্ত্রী ও পনেরো বছরের কন্যা।

ভেনেজুয়েলায় জন্ম হোসের। রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে মুক্তি পাওয়ার পরে তাঁর বাবা কিউবায় পালিয়ে যান, সেখান থেকে আমেরিকা। তখন হোসের বয়স ৪ বছর। সেই থেকে আমেরিকাতেই রয়েছেন তিনি। বিয়ে করেছেন মার্কিন নাগরিক টিয়া বার্কোকে। অল্প বয়সেই মার্কিন আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন হোসে। ২০০৪-এ পশ্চিম ইরাকে যুদ্ধে যান তিনি। সেখানে তাঁর কৃতিত্বের জন্য মিলেছিল 'পার্পল হার্ট' পদক। পরে ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি (টিবিআই)-তে আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু ২০০৮-এ ২৩ বছর বয়সে টিবিআই-এর সমস্যার জন্য সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়েন হোসে।

একটি সূত্রে খবর, সেই বছরই এপ্রিলে এক পাঁচ মাসের গর্ভবতী মহিলার (১৯) পায়ে গুলি করেন তিনি। দু'টি খুনের চেষ্টার অপরাধে জেল হয় তাঁর। ১৫ বছর জেলে ছিলেন তিনি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরের দিনই মুক্তি পান তিনি। কিন্তু তার পরেই তাঁকে 'বেআইনি অভিবাসী' অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এখন টেক্সাসের ডিটেনশন সেন্টারে। তাঁর পরিণতি কী, এখনও জানায়নি মার্কিন অভিবাসন দপ্তর।

অন্যসময় prime
★★ এই সময় কলকাতা মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল ২০২৫



‘এই সময় দীপ্তি’ ২০২৫ ঋতুপর্ণা

আগে বহু বার ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু ভেঙে পড়িনি। আর তাই বোধহয় এই দিনটা জীবনে এসেছে। আরও নতুন ভাবে নিজেকে তৈরির চেষ্টা করব। ধন্যবাদ ‘এই সময়’, বলেন কলকাতার ঋতুপর্ণা

সেকেন্ড রানার-আপ আরফিন

‘এই সময়’ সংবাদপত্র-র সুবাদেই বর্ধমান থেকে ‘দীপ্তি’-তে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। এমন প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই ‘এই সময়’-কে। আমি ভীষণ খুশি, জানান আরফিন

ফার্স্ট রানার-আপ তিথি

আমার পারফরম্যান্স নিয়ে কনফিডেন্ট ছিলাম। কিন্তু প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকব, এটা ভাবিনি। আমি আপ্লুত। আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করার চেষ্টা করব, বলছেন ব্যারাকপুরের তিথি



বাংলা পেল এই বছরের দীপ্তিময়ীদের



‘এই সময় দীপ্তি’ ২০২৫ ঋতুপর্ণা দাস (মাঝে), ফার্স্ট রানার-আপ তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় (ডান দিকে) ও সেকেন্ড রানার-আপ আরফিন ইয়াসমিন (বাঁ দিকে)

প্রতীক্ষার অবসান। এ বছরের মতো সারা বাংলা খুঁজে ‘এই সময় দীপ্তি’দের খুঁজে আনার যাত্রা শেষ। কারা পেলেন পুরস্কার? হদিশ দিচ্ছে ‘অন্য সময় প্রাইম’। ছবি তুলেছেন অর্ণব চক্রবর্তী

এ বছর লাক্স কোজ়ি পিঙ্ক ফ্যাশন ফর হার প্রেজ়েন্টস ‘এই সময় দীপ্তি’ কো-পাওয়ার্ড বাই ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়, ক্যালডেরা, ওশিয়া হার্বালিস-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল মার্চের শুরুতে। সারা বাংলা থেকে ৩৫০০-এরও বেশি প্রতিযোগী রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অডিশন থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ২০ জন ফাইনালিস্টকে।

বিচারক সন্দীপ জয়সোয়াল, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় আর পিয়ান সরকারের সঙ্গে টিম ‘এই সময় দীপ্তি’ এই বাছাই পর্বে অংশ গ্রহণ করেন। ফাইনালের আগে টানা বেশ কয়েক দিন হোটেল ‘দ্য স্ট্যাডল’-এ মেন্টর উষসী সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে ফাইনালিস্টদের গ্রুমিং সেশন চলে। এই সেরা ২০ জনকে নিয়েই গত শনিবার ‘জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট’-এ হয় ‘এই সময় দীপ্তি’র গ্র্যান্ড ফিনালে।

চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন আরজে জিনিয়া। অনুষ্ঠান শুরু হয় ‘এই সময় দীপ্তি ২০২৫’-এর জুরি মেম্বারদের স্বাগত জানিয়ে। দশ জন জুরি মেম্বারদের মধ্যে ছিলেন এ বছরের ‘দীপ্তি’র মুখ অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত, অভিনেত্রী আলেকজ়ান্দ্রা টেইলর, চিত্রগ্রাহক সোমনাথ রায়, ডিজ়াইনার সন্দীপ জয়সোয়াল, কাস্টিং ডিরেক্টর সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী পিয়ান সরকার এবং ‘ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়’-এর ডিরেক্টর প্রতিভা দুধোরিয়া। মঞ্চে জুরি মেম্বারদের ‘এই সময়’-এর তরফ থেকে স্বাগত জানান সুপর্ণা চক্রবর্তী।

■ প্রথম রাউন্ড

সেরা ২০ জন ‘দীপ্তি’রা হলেন- আস্থা সরকার, প্রস্তুতি থাপা, রিশা চক্রবর্তী, শ্রেসা দত্ত, সৌমিতা বালো, আরফিন ইয়াসমিন, ঐশিকা শাখারি, অনন্যা মাঝি, সাত্যকি পাল, অহনা ভুঁইয়া, অত্রি ভট্টাচার্য, প্রতীচী সিং, শ্রেয়া চক্রবর্তী, সৃজিতা চক্রবর্তী, তিথি বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা দাস, অলিভিয়া সাহা, মীরা রায়, প্রিয়াঙ্কা সাউ, মৌলি বিশ্বাস। ওয়েস্টার্ন পোশাকে র‍্যাম্প মাতিয়ে দিয়েছিলেন প্রত্যেকে।

■ অনুষ্ঠানের স্বাদ বদল এবং দ্বিতীয় রাউন্ড



‘এই সময় দীপ্তি’ শুধুমাত্র বিউটি পেজেন্ট নয়, ট্রান্সফরমেটিভ প্ল্যাটফর্ম
সুচরিতা বসু

প্রথম রাউন্ড শেষে মঞ্চে ওঠেন ‘কিলবিল সোসাইটি’-এর তিন সদস্য সৃজিত মুখোপাধায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। এর পরে গান গাইতে মঞ্চে ওঠেন গায়িকা অনন্যা চক্রবর্তী। তার পরে দ্বিতীয় পর্ব ‘এথনিক ওয়্যার রাউন্ড’, প্রেজ়েন্টেড বাই ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়। এই রাউন্ডে ‘ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ়’-এর শাড়ি এবং ঋতু ধিংরার ‘লশকরা’ ও সুরজিতের ‘গয়না’ ব্র্যান্ডের অলংকারে সেজেছিলেন প্রতিযোগীরা। বিশেষ চমক ছিল শিল্পী মৈনাক ঘোষের কত্থক পারফরম্যান্স।

■ সেরা দশ

টপ ১০ ফাইনালিস্ট ছিলেন—অহনা, সৌমিত, প্রস্তুতি, আরফিন, প্রতীচী, তিথি, সৃজিতা, ঋতুপর্ণা, অনন্যা ও অত্রি।

■ প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘ডিয়ার লটারি’ প্রেজেন্টস ‘ফিশ বোল কিউ অ্যান্ড এ রাউন্ড’-এ বিচারকদের প্রশ্নের মুখোমুখি দশজন ‘দীপ্তি’। খানিক গম্ভীর আবহ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায় মঞ্চে অভিনেত্রী রাজনন্দিনী পালের পারফরম্যান্সে। রাজনন্দিনীর পারফরম্যান্স শেষে মঞ্চে ওঠেন ‘অ্যাকুইল’-এর ম্যানেজিং পার্টনার, আইনজীবী সুচরিতা বসু। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি ‘দীপ্তি’র মঞ্চ থেকে ‘এই সময় ট্যালেন্ট হাউজ়’-এর ঘোষণা করেন তিনি।



রাজনন্দিনী পাল

■ ক্যাটিগরি অ্যাওয়ার্ড

‘দ্য স্ট্যাডেল’ প্রেজ়েন্টেড মিস ভার্সেটাইল অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রস্তুতি। তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ‘দ্য স্ট্যাডেল’-এর ডিরেক্টর রজত ভুতোরিয়া এবং পিয়ান সরকার। ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ় প্রেজ়েন্টেড ‘মিস এথনিক এলিগেন্স’ ঋতুপর্ণার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রতিভা দুধোরিয়া ও ডিজ়াইনার সন্দীপ জয়সোয়াল। ‘এনআইএফ’ প্রেজ়েন্টেড ‘বেস্ট স্মাইল’-এর অ্যাওয়ার্ড মৌলির হাতে তুলে দেন এনআইএফ গ্লোবাল লিভসে স্ট্রিট-এর ডিরেক্টর সুজ়েন ম্যান্টেজ় ও কাস্টিং ডিরেক্টর সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। ‘গো মেকওভার’ প্রেজ়েন্টেড বেস্ট হেয়ার-এর পুরস্কার প্রতীচীর হাতে তুলে দেন ‘গো মেকওভার’-এর ডিরেক্টর নবনীতা রায় এবং ডিজ়াইনার আশফাক আহমেদ। ওশিয়া হার্বালিস প্রেজ়েন্টেড ‘বেস্ট স্কিন’-এর অ্যাওয়ার্ড প্রিয়াঙ্কার হাতে তুলে দেন ‘ওশিয়া হার্বালিস’-এর ন্যাশানাল সেলস ম্যানেজার মিথিলেশ শ ও অ্যালেকজ়ান্দ্রা টেইলর। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক প্রেজ়েন্টেড ‘মিস অ্যারাইজ়’ অ্যাওয়ার্ড সৃজিতার হাতে তুলে দেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এসইজি কলকাতার সার্কেল হেড শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এসভিএফ প্রেজ়েন্টেড মিস রাইজ়িং স্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সাত্যকি। তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন এসভিএফ এবং হইচই-এর গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট অরিন্দম বিশ্বাস ও পিয়ান সরকার। জর্জ টেলিগ্রাফ প্রেজ়েন্টেড মিস ফটোজেনিক অ্যাওয়ার্ড পেলেন ঐশিকা। ঐশিকার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন জর্জ টেলিগ্রাফের ট্রাস্টি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত, সিইও এবং এগজ়িকিউটিভ ডিরেক্টর সঞ্জীব কুমার দাস ও সোমনাথ রায়।

■ মাহেন্দ্রক্ষণ

সৌমিতা, আরফিন, তিথি, সৃজিতা ও ঋতুপর্ণা সেরা পাঁচে জায়গা করে নেন। তিন বিজয়ীর নাম ঘোষণার আগে সেরা ২০ জন র‍্যাম্পে হাঁটেন। র‍্যাম্প ওয়াক শেষ হতেই সঞ্চালক জিনিয়া ঘোষণা করেন তিনজন সেরার সেরাদের নাম। ‘এই সময় দীপ্তি’ ২০২৫-এর সেকেন্ড রানার-আপ হয়েছেন বর্ধমানের আরফিন ইয়াসমিন, ফার্স্ট রানার-আপ হয়েছেন ব্যারাকপুরের তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ‘এই সময় দীপ্তি’র এ বছরের বিজয়ী হলেন কলকাতার ঋতুপর্ণা দাস। আরফিনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী। তিথির মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। ‘এই সময় দীপ্তি ২০২৫’-এর শিরোপাজয়ী ঋতুপর্ণা দাসের মাথায় ক্রাউন পরিয়ে দেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তিন বিজয়ীর হাতে অ্যাওয়ার্ড এবং চেক তুলে দেন ‘ওশিয়া হার্বালিস’-এর মার্কেটিং হেড যশ কুন্ডলিয়া ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এসইজি কলকাতার সার্কেল হেড শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে তিন বিজয়ীকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাম্পে হাঁটেন শুভশ্রী। আপাতত স্টে টিউনড, আসছে বছর আবার হবে।

লেখা: রিচা রায়



দারুণ লাগছে এই রকম এক প্রতিযোগিতার অংশ হতে পেরে: সোমনাথ
এ বছর দীপ্তির ব্যাপ্তি অনেকটা বিস্তৃত: প্রতীম



সবাই পরিশ্রম করেছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা: অর্জুন
শাড়ি হোক বা ওয়েস্টার্ন, সব সাজেই দীপ্তিদের আত্মবিশ্বাস নজর কেড়েছে: প্রতিভা



এই মঞ্চ নতুন প্রতিভাদের প্রতিষ্ঠা দেয়: প্রিয়াঙ্কা
এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট: শুভশ্রী



বিচারক আলেকজ়ান্দ্রা টেলর





‘দীপ্তি’র অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভিড়





ওয়েস্টার্ন ক্যাজুয়াল রাউন্ডে সেরা ২০ প্রতিযোগী



মৈনাক ঘোষের পারফরম্যাস



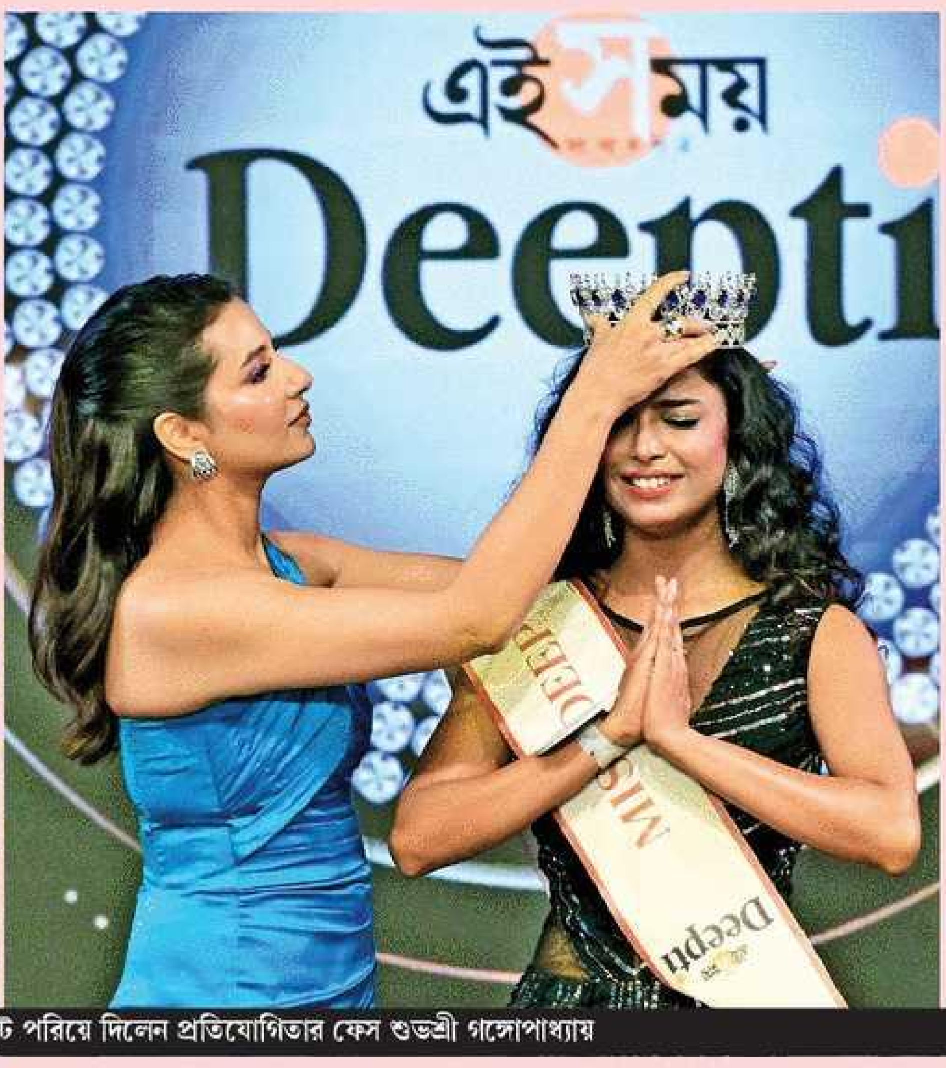
ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়-এর শাড়িতে এথনিক ওয়্যার রাউন্ডে সেরা দশজন



ডিয়ার লটারি প্রেজেন্টস প্রশ্নোত্তর পর্বে সেরা পাঁচজন



‘এই সময় দীপ্তি’-র ২০ জন ফাইনালিস্টের সঙ্গে মেন্টর উষসী সেনগুপ্ত-র র‍্যাম্প ওয়াক


ক্রাউনিং মোমেন্ট... 'এই সময় দীপ্তি' ২০২৫ ঋতুপর্ণা দাসের মাথায় সেরার মুকুট পরিয়ে দিলেন প্রতিযোগিতার ফেস শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: অর্ণব চক্রবর্তী, শুভদীপ রায়

জমজমাট 'এই সময় দীপ্তি'

সাব ক্যাটাগরিজ়



'দ্য স্ট্যাডেল' প্রেজ়েন্টেড মিস ভার্সেটাইল অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রস্তুতি থাপা। প্রস্তুতির হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন 'দ্য স্ট্যাডেল'-এর ডিরেক্টর রজত ভুতোরিয়া এবং অভিনেত্রী পিয়ান সরকার



ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ় প্রেজ়েন্টেড 'মিস এথনিক এলিগেন্স' ঋতুপর্ণা দাসের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউজ় এজেন্সিজ়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রতিভা দুধোরিয়া ও ডিজাইনার সন্দীপ জয়সোয়াল



'এনআইএফ' প্রেজ়েন্টেড 'বেস্ট স্মাইল'-এর অ্যাওয়ার্ড মৌলি বিশ্বাসের হাতে তুলে দিলেন 'এনআইএফ গ্লোবাল লিন্ডসে স্ট্রিট'-এর ডিরেক্টর সুজ়েন ম্যান্টেজ় ও কাস্টিং ডিরেক্টর সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়



'গো মেকওভার' প্রেজ়েন্টেড বেস্ট হেয়ার-এর পুরস্কার প্রতীচী সিং-এর হাতে তুলে দেন 'গো মেকওভার'-এর ডিরেক্টর নবনীতা রায় এবং ডিজ়াইনার আশফাক আহমেদ



ওশিয়া হার্বালস প্রেজ়েন্টেড 'বেস্ট স্কিন'-এর অ্যাওয়ার্ড প্রিয়াঙ্কা সাউয়ের হাতে তুলে দিলেন 'ওশিয়া হার্বালস'-এর ন্যাশানাল সেলস ম্যানেজার মিথিলেশ শ ও অ্যালেকজ়ান্ড্রা টেইলর



অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক প্রেজ়েন্টেড 'মিস অ্যারাইজ' অ্যাওয়ার্ড সৃজিতা চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ক্লাস্টার হেড কলকাতা সায়েদ বাকার রাজা ও অ্যালেকজ়ান্ড্রা টেইলর



জর্জ টেলিগ্রাফ প্রেজ়েন্টেড মিস ফটোজেনিক অ্যাওয়ার্ড পেলেন ঐশিকা শাখারি। ঐশিকার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন জর্জ টেলিগ্রাফের সিইও এবং এগজ়িকিউটিভ ডিরেক্টর সঞ্জীব কুমার দাস ও সোমনাথ রায়



এসভিএফ প্রেজ়েন্টেড মিস রাইজ়িং স্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সাত্যকি পাল। সাত্যকির হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন এসভিএফ এবং হইচই-এর গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট অরিন্দম বিশ্বাস ও পিয়ান সরকার



হর্ষবর্ধন নেওটিয়া



শ্রীকান্ত মোহতা



সমিত রায়



সস্ত্রীক রাশিয়ান কনসাল জেনারেল ম্যাক্সিম কোজ়লভ



সস্ত্রীক শুভঙ্কর সেন



অভিষেক দত্ত



দেবিকা মহাপাত্র



অঙ্গনা রায়



সাকেত ও অনিশা মোহতা



শ্রেয়া পান্ডে



আরজে জিনিয়া

অনন্যা চক্রবর্তী



'এই সময় দীপ্তি' ঋতুপর্ণা দাসের হাতে অ্যাওয়ার্ড ও চেক তুলে দিচ্ছেন ওশিয়া হার্বালস-এর মার্কেটিং হেড যশ কুন্ডলিয়া ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এসইজ়ি কলকাতা সার্কেল হেড শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়



ফার্স্ট রানার-আপ তিথি বন্দ্যোপাধ্যায়



সেকেন্ড রানার-আপ আরফিন ইয়াসমিন



রাজা চন্দ ও তৃণা সাহা



কিলবিল সোসাইটি-র প্রচারে পরমব্রত, সৃজিত ও অনিন্দ্য

সেলেব বাইটস



'এই সময় দীপ্তি'র প্ল্যাটফর্ম প্রতিযোগীদের ভীষণ উৎসাহিত করে। এই উদ্যোগের হাত ধরে নতুন প্রতিভা পাবো

তৃণা সাহা



'এই সময় দীপ্তি' পূর্ব ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বিউটি পেজেন্ট। মুখিয়ে থাকি 'দীপ্তি'র জন্য। নতুন প্রতিভা তুলে আনে এই মঞ্চ

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়



বহুবছর ধরেই 'এই সময় দীপ্তি'র সঙ্গে আমি যুক্ত। নতুন প্রতিভাদের মঞ্চে দেখতে সব সময়েই ভালো লাগে। 'এই সময়'-এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ

বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়

ব্যাকস্টেজ আর পার্টি সিন





'এই সময় দীপ্তি'র আফটার পার্টিতে কেমন মজা করলেন প্রতিযোগী, বিচারক থেকে অতিথিরা, রইল তার এক্সক্লুসিভ ঝলক। সঙ্গে থাকল ব্যাকস্টেজের কিছু মুহূর্ত




এই সময় সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

পরিহাস, তথাকথিত ‘অনগ্রসর’রা সকলকে বাঁচাতে চাইছে। ধনী-ক্ষমতাধররা সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলছে।

নোম চমস্কি

কুৎসিত বীভৎসা

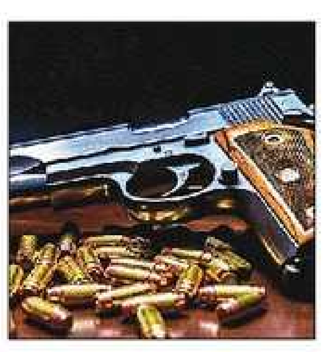
গাজ়া ধ্বংসের দায়ভাগে কে কতখানি অংশীদার?



হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের পর ইজ়রায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গাজ়ার দশা যথাপূর্বম্— ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে চলেছে, এবং এখনও পর্যন্ত ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ১৯ জানুয়ারি, অর্থাৎ ট্রাম্পের শপথগ্রহণের আগের দিন থেকে কার্যকর প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি ভেঙে ১৮ মার্চ থেকে গাজ়ায় ফের সেনা-হামলা শুরু করেছে ইজ়রায়েল। সাময়িক অস্ত্রবিরতির শর্তানুসারে, হামাস সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দিলে, তার বিনিময়ে ইজ়রায়েলকে গাজ়া থেকে সরে এসে যুদ্ধ শেষ করতে হত। কিন্তু তেল আভিভ এখনও চাইছে, যুদ্ধশেষের কোনও রকম প্রতিশ্রুতি ছাড়াই হামাস এই মুক্তি দেওয়ার কাজটি করুক। অনুমান করা যেতে পারে যে, ট্রাম্পের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় বলীয়ান হয়ে নেতানিয়াহু ওয়াশিংটনের নিঃশর্ত সমর্থনের আশা করছেন, অতএব গাজ়ায় যথেচ্ছ কর্মকাণ্ড চালিয়েও যাচ্ছেন। এই যুদ্ধ বা সংঘাতটি তাঁর কাছে রাজনৈতিক পুঁজিও বটে, যার জোরে ঘরোয়া সঙ্কট ও আইনি ঝঞ্ঝাটকে আপাতত ভোঁতা করে দিতে পারছেন তিনি। ট্রাম্পও তাঁর ‘মাগা’ (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন) সমর্থকদের চাহিদা এবং মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদি লবির প্রভাবের কারণে ইজ়রায়েলি দক্ষিণপন্থী সরকারকে মদত জুগিয়ে চলেছেন। হামাসও এ দোষের ভাগীদার— ইজ়রায়েল যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার পরে একটি বিধ্বংসী জবাব দেবে এবং তাতে যে গাজ়ার সাধারণ প্যালেস্টিনীয়দের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে, সে কথা তাদের অবগত থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। তবু তারা নরমেধ যজ্ঞে এগিয়ে গেছে, সম্ভব তেহরানের মতো মদতদাতাদের থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়েই তারা দ্বিতীয় বার ভাবেনি।

অপর পক্ষে আরব দেশগুলি, যারা ইরানকে অনেক বড় সমস্যা হিসেবে দেখে, তারা প্যালেস্টিনীয়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঠিক ততখানি গভীর ভাবে চিন্তিত নয়। অতএব, ট্রাম্পের মতো তারাও নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডে লাগাম পরাতে তেমন সক্রিয় হয়ে উঠছে না। তেল আভিভকে নিষ্প্রশ্ন ছেড়ে দিলে তারা ঠিক কী কাণ্ড ঘটাতে পারে, তার প্রমাণ দু’জন ব্রিটিশ এমপি-কে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া, যাঁরা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে (প্যালেস্টাইনের আর এক ভূখণ্ড) ত্রাণ-প্রকল্প তদারকির জন্য ইজ়রায়েলে গিয়েছিলেন। সাধারণ প্যালেস্টিনীয়দের জন্য কোথাও কেউ সে ভাবে স্বর তুলছেন না বলেই গাজ়া ভূখণ্ডটি ক্রমশ এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে।

অস্ত্রের অভ্যাস



সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত সুস্থিতি যদি অবৈধ এবং বেআইনি অস্ত্রের যথেচ্ছ আমদানি সত্ত্বেও একই ‘স্বাভাবিক’ খাতে বয়ে চলে, তা হলে বুঝতে হবে কোথাও বড় ধরনের গণ্ডগোল বেধেছে। অথবা, ধরে নিতে হবে, ভবিষ্যতে এমন কোনও গোলমালে সকলকে জড়িয়ে ফেলার পূর্বপ্রস্তুতি চলছে যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকার বা নাগরিকদের নেই। বন্দুক-পিস্তলের আমদানি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন, এমন বক্তব্যের বহুল ব্যবহার বিভিন্ন মতাদর্শের প্রচারে জোর গলায় বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে। তবে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিলেও তার জন্য সকলকে তৈরি হতে হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আগে লাভ ক্ষতির হিসেব যুদ্ধে যোগ দেওয়া সৈনিকদের বোঝানোর প্রয়োজনটি অস্বীকার করা হয়নি কখনওই। আচমকা পথে চলতে গিয়ে গুলি খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে থাকলে সে রকম অকারণ মৃত্যু অসম্ভব ঘটনা নয়। সম্প্রতি কলকাতার দু’টি স্থান থেকে পুলিশ দু’জন দুষ্কৃতীকে হাতে বানানো দেশি পিস্তল, যন্ত্রাংশ এবং তাজা কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার করেছে। এগুলি মানুষ খুনের জন্যই তাঁরা বহন করছিলেন, আন্দাজ করা চলে। বেশ ক’বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আনা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার ঘাঁটি হয়ে উঠেছে শহর। এই কারবার বন্ধ হওয়া দরকার। না হলে সকলের সমূহ বিপদ।

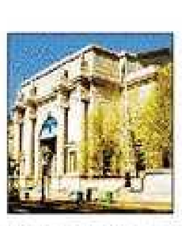
অসংখ্যা

৬৬৮৪০০

(ছ’ লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশো) হেক্টর— ২০১৫-২০ সময় কালে প্রতি বছরে ভারতে নির্মূল হওয়া জঙ্গলের পরিমাণ। সূত্র: www.globalforestwatch.org

দিনকেদিন

৮ এপ্রিল



১৮৬৯: নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমেরিকান মিউজ়িয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানব সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক জীবজগৎ সম্পর্কে জানা, ব্যাখ্যা করাই ছিল এটি তৈরির উদ্দেশ্য।



১৯৭৩: স্প্যানিশ চিত্রকর ও ভাস্কর পাবলো পিকাসোর মৃত্যু হয় ফ্রান্সে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে তাঁর আঁকা ‘গের্নিকা’ বিশ্বখ্যাত। বিশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে তিনি প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব।

বন্ধন মুক্তি

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি



বোধিবৃক্ষ

এবারে তোমাকে মানসিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে এগোতে হবে। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত পরিমণ্ডলে ‘প্রমা সমৃদ্ধি’ অর্জন করার পর ব্যষ্টি যখন মানসিক পরিমণ্ডলে অগ্রসর হয়, তখন সে ‘প্রমা ঋদ্ধি’ অর্জন করার চেষ্টা করবে, আর সেইজন্যে তার দু’টো জিনিষ দরকার। প্রথম আধ্যাত্মিক মানসিক প্রেরণা ও মানস আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশীলতা বা কর্মের গতিধারা। মানস আধ্যাত্মিক প্রেরণা বা মানস আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশীলতা কী? এটা হ’ল ‘আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমি তাঁকে ভালবাসি। আমার ভালবাসা কোন প্রতিবন্ধকতা জানে না আর কর্মক্ষেত্রে তাঁর জন্যে যেকোনো কিছুই ও সবকিছুই করতে প্রস্তুত থাকব। কোনো বাধাকে স্বীকার করবো না, কোনো মানুষের দোষারোপ ও নিন্দাকে গ্রাহ্য করবো না। আমার বিজয়রথ সমস্ত বাধা অন্তরায়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নির্ভীক ভাবে সামনে এগিয়ে চলবে, মানস-আধ্যাত্মিকতার পথে ব্যষ্টি নিজের ধ্যেয়, চরম সত্তার ভাবানুভূতি ও শুভ অভিব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলবে’। এই চরম সত্তার প্রতি যে অগ্রসরতা তা’ শুধু মাত্র ব্যষ্টির ব্যষ্টিগত বন্ধনমুক্তির জন্য নয় বরং সমগ্র মহাবিশ্বের বন্ধন মুক্তির জন্য। প্রায়োগিক প্রগতির ক্ষেত্রে সাধক মানসিক স্তরে প্রমা অর্জন করবে। ব্যষ্টি জীবনে ও মহাবিশ্বে উভয় ক্ষেত্রেই ‘প্রমাঋদ্ধি’ প্রতিষ্ঠিত হবে।

(‘সুভাষিত সংগ্রহ’ থেকে গৃহীত)

২০২৪-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ভারতে পারিবারিক ঋণ ও জাতীয় আয়ের অনুপাত বেড়ে হয়েছে ৪২.১%

অতিরিক্ত ধার করার প্রবণতা কীসের ইঙ্গিত?



ব্যক্তিগত স্তরে যথেচ্ছ ঋণ নেওয়ার অভ্যাস ক্রমবর্ধমান। তার কুফল ক্রমাগত আত্মহত্যার ঘটনায় ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। লিখছেন **শৈবাল কর**



নিম্নগামী। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার অন্যতম কারণ ঋণ শোধে অক্ষমতা অবং ব্যয়সংকোচ — আইস্টক

গত কয়েক মাস যাবৎ ভারতের অনেক জায়গায় দেনার দায়ে গোটা পরিবারের মৃত্যু রীতিমতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দেনার দায়ে আত্মহত্যার ঘটনা ভারতে বিরল নয়। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার এর আগে ফলন এবং দামের অনিশ্চিত ওঠাপড়ার কারণে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়েছে। ফলে কৃষক আত্মহত্যা ঘটেছে মহারাষ্ট্র, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ বা তামিলনাড়ুতে। যেহেতু ভারতের অধিকাংশ জায়গায় কৃষিক্ষেত্রে ফসল বিমা করানোর প্রচলন বেশ কম, ফলে উৎপাদন এবং পণ্য বাজারজাত করা নিয়ে যা প্রত্যাশা থাকে, তা পূরণ না হলেই ঋণ শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্ক-নির্ভর কৃষিঋণের অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে নয়ের দশক থেকে। সুতরাং, মহাজনি কারবারের নিষ্ঠুরতা আর সহ্য করতে হয় না কৃষককে। কিন্তু, ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টিও খুব সহজ হয় না মাঝারি বা ক্ষুদ্র কৃষিজীবীর পক্ষে। প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষিকর্মীই যে এখনও সংখ্যায় অনেক বেশি, তা ভুলে যাওয়ার মতো পরিবর্তন এ দেশে হয়েছে কি?

এর বাইরে, শহরে জীবনযাত্রায়ও মানুষ ক্রমাগত ধার করে থাকে, এবং তার আধুনিক রকমফের এতই বৈচিত্রপূর্ণ যে, ভালো করে উপলব্ধি করার আগেই অনেকে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। পঁচিশ বছর আগে আমেরিকায় ছাত্রাবস্থায় এই পদ্ধতিগুলো বেশ অবাক করত। যেমন, এক দিন বাড়ি ফিরে হঠাৎ দেখা গেল কুরিয়ার এসে একটি বড় অঙ্কের চেক দিয়ে গিয়েছে একেবারে নাম লিখে। যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাঙ্কেরই চেক, এবং পরে অনেক বার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি থেকেও এসেছে একই ভাবে। অনেকেই মনে করত যে, ব্যাঙ্ক বোধ হয় বোনাস বা ফ্রি গিফট দিচ্ছে, ফলে ও টাকা নিজের ভেবে খরচ করা যায়। একেবারেই তা নয়, কারণ যদি সেই চেক জমা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটি ব্যক্তিগত ধার হিসেবে গণ্য হবে এবং বিপুল সুদ জমা হতে থাকবে। এই ঋণ গছিয়ে দেওয়ার ফাঁদে একবার পা দিলে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব শক্ত। তবে অনেকে এগুলো ব্যবহার করে থাকে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য। ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রথাগত ঋণ পাওয়া আজও খুব সহজ নয়। সুতরাং, ব্যাঙ্ক ছাড়া যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, তাদের কাছে যায় বড় সংখ্যক গ্রাহক। এদের প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা কাবুলিওয়ালার গদির মতো না হলেও, স্বভাবে মিল বিস্তর— ৩০% সুদের হার থেকে গায়ের জোরে আদায়ের ধরনে। আত্মহত্যার মতো চরম পরিণতি অবশ্য শুধুমাত্র আর্থিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ ক্ষেত্রে। তা হলেও, আর্থিক বিপর্যয়ের কারণেই যে ব্যক্তি পরিসরে এমন ঘটছে, তা অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

আর্থিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, পারিবারিক (পরিবারের অন্তর্গত পরিষেবা-প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সহ) ঋণ বলতে একটি পরিবারের সামগ্রিক আর্থিক এবং অন্যান্য ধরনের দেনার দায় বোঝায়। আর্থিক ভাবে ঋণী হলে পরিবারকে ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঋণদাতাদের কাছে সুদ বা মূলধন পরিশোধ করতে হয়। যত ধরনের ঋণ পারিবারিক দেনা হিসেবে গণ্য হয়, তার মধ্যে বন্ধকী এবং উপভোক্তা ঋণ মুখ্য। বহু উন্নয়নশীল দেশের মতো এখানেও অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের চলও রয়েছে যথেষ্ট, যার সম্পূর্ণ তথ্য যে সরকারের জানা নেই, তা নিশ্চিত। জাতীয় তথ্য সংস্থা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সংগৃহীত তথ্য বলছে, ভারতে ২০১৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে পারিবারিক ঋণ ছিল জাতীয় আয়ের ৩৩.৪%। ২০২৪-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তা বেড়ে হয়েছে ৪২.১%। কোভিড-জনিত আর্থিক মন্দার সময়েও তা ছিল ৪১.৪%। এই পরিমাণ ঋণ দেশের পক্ষে ভালো না খারাপ, এবং অন্য দেশের তুলনায় ভারতে এর পরিমাণ শতকরা হিসেবে বেশি কিনা, তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। ব্যক্তিপরিসর ছাপিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে এর কোনও প্রভাব পড়ছে কিনা, তার গুরুত্ব বিচার করলে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারটি সহজতর হবে।

ধার করে ঘি খাওয়ার ব্যাপারটিকে যদি লজ্জাজনক কাজ বলে মনে হয়, তা হলে অবশ্য সুইজ়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নেদারল্যান্ডস-এর মতো দেশ বেশ কুণ্ঠিত হবে, কারণ এদের অধিকাংশের পারিবারিক ঋণের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের থেকে বেশি বা খুব কাছাকাছি। সুইজ়ারল্যান্ড-এর ধারের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১২৬%, ইংল্যান্ডে ৭৭%, আমেরিকায় ৭০%, চিনে ৬০%! উন্নত বিশ্বের অন্তর্গত ইতালির ঋণ তুলনায় বেশ কম, তা জাতীয় আয়ের ৩৬%। ব্রিকস-এর অন্তর্ভুক্ত দেশের মধ্যে ব্রাজ়িল-এর ৩৬.৮%, রাশিয়ার ২৩% আর দক্ষিণ আফ্রিকার ৩৩.৮%। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, সে ধার শোধ হচ্ছে না। বরং ভাবা যেতে পারে যে, প্রাথমিক ভাবে ঋণের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতির কর্মকাণ্ড চললেও, বেশির ভাগ মানুষই নিশ্চয়ই তা ফেরতও দিচ্ছে বা সুদ দিচ্ছে।

গত দু’দশকে, বিশেষত ২০০৮-এর আর্থিক মন্দার পরবর্তী সময়ে দু’টি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটেছে। এক, ঐতিহাসিক ভাবে কম সুদের হার থাকায় সব দেশেই লোকের ধার করার প্রবণতা বেড়েছে। দুই, ধারের দরুণ সব জায়গায় কিন্তু ভোগ্যপণ্যের চাহিদা এবং পারিবারিক খরচ বাড়েনি। একটা বড় কারণ হতে পারে যে, সংক্রামক ব্যাধির প্রসার মানুষের রোজগার কমিয়ে ধার করতে বাধ্য করেছে, কিন্তু দৈনন্দিন খরচের বেশি আর কিছু করার সুযোগ থাকছে না। মনে রাখতে হবে যে, এত কোটি মানুষের সবার পরিস্থিতি এক রকম হতে পারে না, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে এটা সত্যি হলেই অনেক রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে অর্থনীতির উপরে। এর মধ্যে প্রধান হল, অতিমাত্রায় ধার করার যে ঝুঁকি, তার কিছুটা ভুল প্রতিপন্ন হলেই পৃথিবীজুড়ে আর্থিক মন্দা আসতে সময় লাগবে না।

তবে, অর্থনীতির সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, ভোগব্যয় বাড়ানোর পিছনে পারিবারিক ঋণের বিশেষ ভূমিকা নেই। দুঃসময়ে পরিবার যদি খরচ কমাতে বাধ্য হয়, তা হলে আর্থিক ঋণ ভোগব্যয়কে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু অন্য সময়ে ভোগব্যয় বাড়ানোতে তেমন সাহায্য করে না। অথচ, পরিবারের ধার করার প্রবণতাই কিন্তু অনতিপূর্বে ঘটে যাওয়া মন্দা এবং আর্থিক সংকটের জন্যে দায়ী। দেনার ভার যত বেশি হবে, মন্দা এবং সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও ততটা বাড়বে বলে প্রমাণিত। আরও আশঙ্কার বিষয় হল যে, আগে মনে করা হত এখন ধার করলে পরে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। অথচ, তার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিক্ষা বা দক্ষতার উন্নতি অবশ্য এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে পরিবার ধার করে সন্তানকে পড়ালে পরবর্তী কালে তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। তবে পড়ার জন্যে ধার করার প্রচলন আমাদের দেশে অন্তত তেমন ব্যাপক নয়, তার কারণ কলেজ পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থায় খুব কম প্রত্যক্ষ খরচেই চালানো যায়। পড়াশোনার জন্যে অবশ্য শ্রমবাজারে কাজ করা হয় না অনেকের। সেটা অপ্রত্যক্ষ খরচ। কিন্তু তার দরুণ যে সাময়িক আর্থিক ক্ষতি হল, তা পূরণ করতে ব্যক্তিগত ধার করা ছাড়া পন্থা নেই। ধরেই নেওয়া যায় যে, অধিকাংশেরই জমানো টাকা নেই, থাকলে আর ধার করবে কেন? শহুরে বাড়ি-গাড়ির লোন, ব্যবসার জন্যে ঋণ, আর গ্রামে কৃষি ঋণ, খামার ঋণ, এবং তুলনায় নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যার মধ্যে বিয়ে কিংবা পারলৌকিক কাজ সবই থাকতে পারে, ঋণের চাহিদা অনেকটাই পূরণ করে ব্যাঙ্ক নয় এমন সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এদের সুদের হার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের থেকে অনেক গুণ বেশি। এই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, এখনকার মতো ধার করে গ্রাসাচ্ছাদনের সচ্ছল বন্দোবস্ত হলেও তিন বছর পর থেকে সেই পরিবারের ভোগব্যয় কমতে থাকে। ধারের টাকা যদি রোজগার বাড়ানোর সহায়ক না হয়ে থাকে, তা হলে এমন প্রভাব আশ্চর্যের নয়। তথ্য বলছে, আমেরিকাতে যে পরিবার অনেক বেশি লোন নিয়েছিল মন্দার আগে, অনেক সময়ে বাড়ির মূল্যের ৯০% পর্যন্ত, তাদের ভোগ্যপণ্যের পিছনে খরচ করার প্রবণতা, যারা কম লোন নিয়েছিল তাদের তিন গুণ ছিল। এর পরে যখন অনেকে ঋণের কিস্তি শোধ করতে অপারগ হল, তখন এদের ব্যয়সংকোচ আর্থিক মন্দা সৃষ্টি করল বিশ্বজুড়ে।

অর্থাৎ, প্রাথমিক ভাবে এক বছর যাবৎ ধারের সাহায্যে উৎপাদন এবং ভোগব্যয় বাড়লেও কিছু দিন পর থেকে আর্থিক বৃদ্ধির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। এর সঙ্গে সে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার গুরুত্বও অপরিসীম। ভারতে অবশ্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অনেকগুলো নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পদ্ধতি রয়েছে, যার দরুন সাধারণ মানুষের লোন পাওয়া এবং শোধ না দেওয়া, দুই-ই দুরূহ। তবে ব্যাঙ্কগুলোতে যে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ সৃষ্টি হয়েছে তা পুরোটাই অতি-ধনীদের নেওয়া ব্যবসায়িক ধার থেকে, নিয়ম মেনে চলা মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের ত্রুটিতে নয়।

তবু, পারিবারিক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ধার করার প্রবণতা ভারতে বড় আর্থিক বিপর্যয় না ডেকে আনলেও তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এই বিষয়ে সাবধানতার পাঠ দেওয়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কদের আহ্বান করতে হবে, যাতে মহাজনি কারবার এড়িয়ে অন্তত নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার অংশ হয় সম্ভাব্য গ্রাহকরা।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় শিক্ষক



প্রমাণিত। ঋণ নেওয়ার পরেও দীর্ঘমেয়াদে ভোগব্যয় বাড়ে না

প্রতি সম্পাদক

বিজ্ঞান-যুক্তি ছেড়ে কোন পথে শিক্ষা?

এক সময়ে কলকাতার হেয়ার স্কুল ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রতীক, যেখানে ছাত্ররা শিখত যুক্তি, বিজ্ঞান, এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। একদা এই স্কুলের ক্লাসরুমে বাতাসে ভেসে থাকত নানান নবজাগরণের চিন্তা, যুক্তিবাদী দর্শন। কিন্তু আজ, যখন সেই ঐতিহ্যবাহী স্কুলে যোগ, কুণ্ডলিনী শক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মতো অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে, তখন তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো ভিত্তি নড়িয়ে দিল না?

সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি এই স্কুলে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় ছাত্রদের শেখানো হয়েছে যোগের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করতে, এবং আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে! হেয়ার স্কুলে এমন অযৌক্তিক কাজ কী ভাবে সম্ভব হলো?

ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হিসেবে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে বলে। বিশেষভাবে সংবিধানের ৫১(ক) (এইচ) ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বিজ্ঞান, মানবতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটানো। এমনকী সংবিধানের ২৮(১) ধারা অনুযায়ী, ধর্মীয় শিক্ষাদান সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ। ৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদও নিশ্চিত করে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ার-এর মতো প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব ছিল। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে আধুনিক, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা। আজ সেই স্কুলে যোগ এবং আধ্যাত্মিকতার কথা শোনানো হচ্ছে—এটা কি তাঁদের মৌলিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

এটি শুধু হেয়ার স্কুলের বিষয় নয়, সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় সংকট। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এমন কিছু পাঠ্যক্রমের সূচনা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরিবর্তে পৌরাণিক কাহিনি ও আধ্যাত্মিকতা স্থান পাচ্ছে সিলেবাসে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা শিখছে না, কী ভাবে তাদের মস্তিষ্কের প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে যে প্রশ্নটি বারবার মাথায় আসছে তা হলো—আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলব, নাকি কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজের দিকে তাদের ঠেলে দেব?

এই প্রেক্ষিতে এখনই সকলের একজোটি হয়ে এই বিপদ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রীয় মদতে এসব কর্মকাণ্ড চলছে, যা শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য— যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করছে। এখনই সময়। আমরা যদি সঠিক পদক্ষেপ না নিই, তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম কী ভাবে নিজেদের দাঁড় করাবে এই জগতে?



প্রতাপ চন্দ্র দাস, নবদ্বীপ, নদিয়া

সুখী রোজদিন

ওঠাপড়ার মুখোমুখি

এয়ারপোর্টে কোনও কাজ সহজে হয় না। ভারতীয় এয়ারপোর্টে তো নয়ই। ঢুকতে গেলে লাইন, চেক-ইন করতে গেলে বার বার মাপামাপি, প্লেনে উঠতে গেলে আবার জ়োন মেপে লাইন, আর সিকিউরিটিতে তো জুতো-বেল্ট-মোবাইল-পার্স এবং আরও সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কবচ-কুণ্ডল খুলে স্ক্যানারের তলায় মেলে ধরতে হয়। তবু সুখও কি নেই? আছে তো। ওই যে, সব রকম ঝক্কি পার করার পর লাউঞ্জে কাচের দেওয়াল ঘেঁষে বসা, আর ক্রমাগত দেখে চলা একের পর এক প্লেনের ওঠানামা। এর কোনও পরিকল্পনা থাকে না, হতেও পারে না, কিন্তু প্রতি বারই কোনও না কোনও ভাবে সে অভিজ্ঞতার সুখটুকু মনের ছবিতে আঁকা হয়ে যায়।

হয়তো লাউঞ্জে এক কাপ গরম কফি নেওয়া গেল। গণ্ডাখানেক গচ্চা দিয়েই হয়তো। তার পর কাচের দেওয়ালের পাশে সিট বেছে নিয়ে বসা গেল। ওই ওঠানামা দেখতে দেখতে কফিও হয়ে ওঠে নিমিত্তমাত্র, আসল সুখ দেখা, কফি সঙ্গগুণ। এর মধ্যে কত গল্প লুকিয়ে থাকে। কারণ, মানুষের আকাশে ওড়া তো আর যেমন-তেমন কথা নয়, বহু যুগের সাধনার ফল। অতএব, এক-একটা টেক-অফ কিন্তু বস্তুত এক-একটা সাফল্যগাথা। গোড়া ঘেঁষে ভাবি— মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হাওয়ার ভেতর দিয়ে উপরপানে চড়া, এবং আরও আরও উপরে চলা। এর মধ্যেই যদি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লুকিয়ে না থাকে, তা হলে মানুষের কোন কীর্তিতে আর বিমূঢ় হব? প্লেন, অতএব, একটি জাদুকরী বস্তু।

প্লেনের নেমে আসা বা ল্যান্ডিংয়েও অবাক কাণ্ড কম নেই। তবু তাতে অনেক বেশি আছে আরাম, সংযুক্তি— মানুষের শিকড়ে ফিরে আসা।

টেক-অফ আর ল্যান্ডিং জীবনের প্রতিচ্ছবি এঁকে যায়। যাওয়া আসা, স্রোতে ভাসা, তাতে আন্দাজ আর পূর্ণতা। সহযাত্রীদের মৃদুমন্দ গমগম কানে ভেসে আসে, আমি ডুবে যাই সাতপাঁচ চিন্তায়, সঙ্গী আমার রানওয়ে, গগন, দিগন্ত।



ফ্রিপিক

গত বৃহস্পতি বারের ক্যাপশন: **‘চাক দে ইন্ডিয়া’**

পাঠিয়েছেন: বাসুদেব চক্রবর্তী, স্নেহদিয়া, নিউ টাউন

তিন শব্দের ক্যাপশন মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘সুখী রোজদিন’। মেল ঠিকানা: pratisampadak.eisamay@gmail.com

সমান্তরাল

মর্যাদা পুরুষোত্তম

দু’পাঁচজন করে আসতে শুরু করেছে। ঠাম্মা হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিলেন। মাটির দাওয়ায় তালপাতার চাটাইয়ের উপর পাড়ার আরও ঠাকুমা দিদিমা পিসিমারা বসবেন। আমার ঠাম্মা ছিলেন ওদের মাথা। একটু পরেই ঠাম্মা রামায়ণ পাঠ করবেন। শুধু পাঠ করবেন না, গান গেয়ে অভিনয় করে দেখাবেন। অসাধারণ সেই অভিনয়, পাঠ ও গান, শুনতে শুনতে সামনে বসে থাকা বয়স্ক মানুষগুলোর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়বে। পাড়ায় সারা রাত যাত্রা শুনতে শুনতেও ওই মানুষগুলোর চোখে জল আসত। গানের সুর, অভিনয় এবং উচ্চারণের সাবলীল দক্ষতায় সেই জল চোখ থেকে টেনে বার করে আনতেন আমার ঠাম্মার মতো কুশলী গায়িকা-অভিনেতারা। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই চোখের জল, তার মূল চরিত্র রাম।

> **সেই সন্ধ্যায় পানের বাটা, বিন্তি খেলা, গোটা দুয়েক বিভূতি, খান চারেক শরৎ এবং একটা রামায়ণই ছিল ঠাকুমাদের নিত্য সঙ্গী।**

বাংলার গ্রামেগঞ্জে তখনও মেগা সিরিয়াল সেই ঝিম মারা সান্ধ্য আবেশটাকে মেরে ফেলেনি। সেই আবছা আলোর ছোট্ট সন্ধ্যায় পানের বাটা, বিন্তি খেলা, গোটা দুয়েক বিভূতি, খান চারেক শরৎ এবং একখানা গোটা রামায়ণই ছিল ঠাকুমাদের নিত্য সঙ্গী। ওই মোটা বইটার মধ্যে ভরপুর আধ্যাত্মিকতা, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তিরস থাকলেও সেটা ছিল কাব্যের সঙ্গে তাল মেলানো আবেগ, যেটা মহাকাব্যের লেখকের মুন্সিয়ানা। তাঁর লেখা ও ভাবনার দক্ষতা রামকে ভগবান করে তুললেও তিনি কখনওই পাড়ার পঞ্চানন্দ, বামনপির বা ওলাবিবির মতো থান পাননি। কালী, শিব, শেতলার মতো মন্দির করার কথাও কেউ ভাবেনি। তিনি ছিলেন বিভূতির শঙ্কর, শরতের ইন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের গোরার থেকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী এক কাব্যিক চরিত্র। মনে হত তিনিই ত্রেতা যুগের ত্রাতা। ঠাকুমাদের কাছে তিনি ছিলেন ‘রামায়ণ’ কাব্যের রাম— এক মহানায়ক, যার সামনে অজান্তেই মাথা হেঁট হয়ে যায়।

আমাদের গ্রাম বা আশপাশের আরও খান দশেক গ্রামে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও রামের একটা ছোট্ট মন্দিরও পাওয়া যেত না। কিন্তু বেশির ভাগ বাড়িতেই অন্তত একটা রামায়ণ থাকত। ঠাকুমা বা পিসিমারা চণ্ডী, শেতলা বা ষষ্ঠীর উপোস করলেও রামের জন্মদিনে উপোস করতে দেখিনি। পঞ্চানন্দের বা ওলাবিবির থানে পুজো দিতে যাওয়া, জন্মাষ্টমীতে দোলায় করে কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বা দুর্গাপুজোর বিসর্জনের মিছিল দেখলেও রামকে নিয়ে কোনও শোভাযাত্রা দেখা যেত না। আসলে শুধুমাত্র সেই সময় নয়, আজও তিনি এক মহানায়ক যাঁর জন্য কোনও থান, মন্দির বা মিছিলের প্রয়োজন হয় না। মহাকাব্যের মহানায়ক হয়ে আজও তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সামান্য বা অসামান্য, কোনও শোভাযাত্রা দিয়ে সত্যিই কি তাঁকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

অতীন্দ্র দানিয়াড়ী

শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন



‘রাজ্য আগে বলুক, দেখে সিদ্ধান্ত নেব’

এই সময়: সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে গেলেন না। তবে ২০১৬-র এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। ‘যোগ্য’ প্রার্থীদের চাকরি যাতে বহাল থাকে, সে জন্য রাজ্য সরকারের প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই — সব পরিকল্পনা প্রস্তুত বলে সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মিটিংয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রে এ কথাও জানান যে, সুপ্রিম কোর্টের গত বৃহস্পতিবারের রায়ের প্রেক্ষিতে শীর্ষ কোর্টে যাবে রাজ্য। রাজ্যের হয়ে ‘যোগ্যদের’ তরফে দেশের অন্যতম সেরা বেশ ক’জন আইনজীবী লড়বেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

> অযোগ্যদের তালিকা অনুযায়ী এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। গোটা প্যানেল বাতিল করে এতজনের চাকরি খারিজের পথে না গেলেই ভালো হতো
>
> **প্রশান্ত ভূষণ**
> আইনজীবী

চলছে জল্পনা

এই তালিকায় আছেন অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, কপিল সিবালদের মতো বেশ ক’জন তাবড় লইয়ার। উল্লেখ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও। সে প্রসঙ্গেই মমতা জানান যে, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে।

এ দিনের বৈঠকের পরে ‘এই সময়’-এর তরফে ভূষণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, ‘এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। ওঁরা কী চাইছেন জানান। তারপরে সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।’

কিন্তু এখন সরকারের সামনে কোনও পথ খোলা আছে? আইনজীবী বলেন, ‘শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো যেতে পারে।’ এ প্রসঙ্গেই তাঁর পর্যবেক্ষণ— ‘অযোগ্যদের তালিকা অনুযায়ী এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। গোটা প্যানেল বাতিল করে এতজনের চাকরি খারিজের পথে না গেলেই ভালো হতো।’

ট্রাম্পের খেয়ালে ধস বিশ্ববাজারে

▸ প্রথম পাতার পর

মনে রাখুন গোটা বিশ্বে বার্ষিক উৎপাদন ১০৫ লক্ষ কোটি ডলার। যার মধ্যে মাত্র ৩.৩ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তা হলে কোন অঙ্কে বিশ্বজুড়ে এ ভাবে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে পেরেছেন ট্রাম্প?

বিশেষজ্ঞদের দাবি, চিনকে ‘শিক্ষা’ দিতে সরাসরি ৫৪% শুল্ক চাপানোর পাশাপাশি কাম্বোডিয়ায় ৪৯%, ভিয়েতনামে ৪৬%, থাইল্যান্ডে ৩৭% এবং মালয়েশিয়ায় ২৪% শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। যাতে বেজিং এইসব দেশে থাকা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কিন মুলুকে পণ্য সাপ্লাই না করতে পারে। এমনকী তাঁর রাগ এমনই যে, অস্ট্রেলিয়ার অখ্যাত দ্বীপ ‘নরফ্লক আইল্যান্ড’ (পেঙ্গুইন আইল্যান্ড বলেও পরিচিত), যার জনসংখ্যা মাত্র ২,১৮৮ এবং মার্কিন মুলুকে সেখান থেকে এখনও কোনও পণ্যই যায় না, তাকেও ২৯% শুল্কের তালিকায় ঢুকিয়েছেন তিনি। যাতে সেখানে কারখানা গড়ে ঘুরপথে মার্কিন মুলুকে পণ্য না ঢোকাতে পারে ‘কেউ’। এ হেন আপাত ‘উন্মাদ’ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতা নিয়ে কেউ যদি বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী শেয়ারবাজারের নীতি নির্ধারণ করেন চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মোড়কে মুড়ে, সেক্ষেত্রে তার প্রভাব বিশ্ববাজারে পড়তে বাধ্য।

ট্রাম্প কতটা একগুঁয়ে, তার আরও প্রমাণ মিলেছে রাতে। এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, বেজিং যদি মার্কিন পণ্যের উপর তাদের ৩৪% রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ অবিলম্বে না তুলে নেয়, তা হলে, ৮ এপ্রিল (আজ মঙ্গলবার) থেকেই তাদের উপর বাড়তি ৫০% হারে শুল্ক চাপাবেন



তিনি। একই সঙ্গে বাতিল করা হবে বেজিং এর সঙ্গে যে কোনও রকম কূটনৈতিক আলোচনার পথও।

স্বাভাবিক যে চিন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রশক্তি মুখ বুজে এই ধরনের ‘অপমান’ মেনে নেবে না। ইতিমধ্যেই মার্কিন পণ্যের উপর সম-হারে শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছে বেজিং। সোমবার রাতেই বৈঠকে বসছেন ইইউ শীর্ষ নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের রপ্তানির ৭০%, যার মূল্য প্রায় ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা, আপাতত ট্রাম্পের রোষের মুখে অনিশ্চিত। ফলে পাল্টা পদক্ষেপ প্রায় অনিবার্য।

যার ফলস্বরূপ মার্কিন মুলুকের উপর আরও শুল্কের বোঝা বাড়লে তা যে ইউএস অর্থনীতির জন্য ভালো হবে না, তা ঘুরিয়ে মেনে নিচ্ছেন সবমহলই। এই জেদের জেরে আগামী দিনে মার্কিন অর্থনীতিতে ‘ওয়াটারফল ডিক্লাইন’ এবং পরবর্তী সময়ে ‘মন্দা’ আসার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন সমীক্ষা সংস্থা জেফ্রিজ়-এর গ্লোবাল হেড ক্রিস্টোফার উড। একা উড বা জেফ্রিজ়ই নয়, মার্কিন মুলুকে মন্দা আসার সম্ভাবনায় কমবেশি হারে সায় দিচ্ছেন বিশ্বের প্রায় সব নামী বিশেষজ্ঞ সংস্থাই। যার মধ্যে রয়েছে জেপি মর্গ্যান চেজ়, মর্গ্যান স্ট্যানলি, এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল, গোল্ডম্যান স্যাক্স, বার্কলেজ়, ব্যাঙ্ক অফ অ্যামেরিকা, ডয়চে ব্যাঙ্ক-সহ আরও অনেকে।

রেটিং সংস্থা ফিচ তো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের খামখেয়ালিপনায় সেদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আসা পণ্যের এফেক্টিভ ট্যারিফ রেট (ইটিআর) পৌঁছে গিয়েছে ২০ শতাংশের আশেপাশে। চিনের ক্ষেত্রে ইটিআর ৬৪%। যে চড়া হারে শুল্ক সামাল দিতে তারা পাল্টা শুল্ক চাপাবে মার্কিন মুলুকের উপর। যার ফলে ‘বাণিজ্য-যুদ্ধ’ এবং বিশ্বজুড়ে ‘মন্দা’ আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

গত সপ্তাহেই মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজ়ার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন, এ ভাবে ‘প্রোটেকশনিস্ট’ পদক্ষেপ মার্কিন মুলুকে মূল্যবৃদ্ধি বাড়াবে এবং বৃদ্ধির চাকায় বেড়ি পড়াবে। তবে তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে ট্রাম্প প্রকাশ্যেই পাওয়েলকে পরামর্শ দিয়েছেন ‘রাজনীতি করা বন্ধ করো জেরোম আর দ্রুত সুদের হার কমাও।’

১৮-১৯ মার্চের বৈঠকের পর ফেড কর্তৃপক্ষ তাঁদের ডট-প্লট প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, চলতি ক্যালেন্ডার বছরে দু’দফায় সুদের হার ছাঁটতে পারেন তাঁরা। তবে তারপর ট্রাম্পের শুল্ক-বাণে মন্দার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায় ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও বেশি সুদ ছাঁটতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে চাপ উভমুখী। খুব দ্রুত এবং বড় হারে সুদের হার ছাঁটলে তা মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে দেবে। অন্য দিকে, সুদের হার ছাঁটাই পিছিয়ে দিলে, তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গলা টিপে ধরবে। এই পরিস্থিতিতে পাওয়েল কোন পথে হাঁটেন সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বের বাণিজ্য দুনিয়া।

আর ভারত প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, ভারতীয় বাজার গত সেপ্টেম্বরের শেষ থেকেই নিম্নগামী ছিল। যার ফলে, তাতে আর বড়সড় ধাক্কা এলেও, তার প্রভাব খুব দীর্ঘায়িত হওয়া শক্ত। এইসব পরিস্থিতির পরেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬.৩%-৬.৮% জিডিপি বৃদ্ধির মুখ দেখতে পারে ভারতীয় অর্থনীতি, কারণ ভারতের বাজারে ভিত এখন মজবুত ফান্ডামেন্টালস এবং টেকনিক্যাল ফ্যাক্টরের উপর দাঁড়িয়ে। ফলে, বাজারের ওঠাপড়ায় ভয় খেয়ে না গিয়ে, কিছুদিন চুপচাপ বাজার এবং ট্রেডিং থেকে দূরে থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন তাঁরা। মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি বন্ধ না করার পাশাপাশি ঘোলা জলে কম দামে একাধিক আকর্ষণীয় শেয়ার কেনার সুযোগও তৈরি হচ্ছে বাজারে।

একাধিক বিশেষজ্ঞের মতে, চিন এবং ইউরোপের মতো চরমপন্থীদের উপর যাই পদক্ষেপ করুন না কেন, ভারতের উপর ২৬% বদলে ১০% হারে শুল্ক চাপাতে পারতেন ট্রাম্প। যে হার ছাঁটা নিয়ে দু’দেশের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে বলে দাবি একাধিক সরকারি সূত্রের। অবশ্য আরও একটি বিষয় রটে যায় সোমবার। যেখানে দাবি করা হতে থাকে, ৯০ দিনের জন্য শুল্ক চাপানো পিছিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। রাতে অবশ্য হোয়াইট হাউস থেকে তা ‘পুরো ভিত্তিহীন খবর’ বলে জানানো হয়েছে।

এখন দেখার মঙ্গলে ঊষা কী বার্তা বয়ে আনে দালাল স্ট্রিটের জন্য।

কালীঘাট চলোয় ধুন্ধুমার, ২১-এ নবান্ন অভিযান

এই সময়: স্কুলে নিয়োগ-দুর্নীতির মামলায় এক ধাক্কায় রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। এর জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে ‘কালীঘাট চলো’র ডাক দিয়েছিল বিজেপি যুব মোর্চা। সোমবার এই কর্মসূচি ঘিরে তুলকালাম বাধে দক্ষিণ কলকাতার এক্সাইড মোড়ে। সেখান থেকে মিছিল করে বিজেপি কর্মীদের দুপুরে কালীঘাট যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এক্সাইড মোড় থেকে মিছিল শুরু হতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ মিছিল আটকাতে গেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। আটক করা হয় ছাত্রদের প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র ছাড়াও বেশ কয়েক জন নেতা-নেত্রীকে। সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

যুব মোর্চার কর্মসূচি নিয়ে এ দিন সকাল থেকেই এক্সাইড মোড়ে পুলিশি ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এ দিনই আবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠক ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। একই দিনে যুব মোর্চার ‘কালীঘাট চলো’ কর্মসূচি নিয়ে তাই রাজনৈতিক মহলে বাড়তি কৌতূহল ছিল। তবে কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে মিছিল শুরু হতেই পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। কয়েক জন আন্দোলনকারী ব্যারিকেড ভাঙতে গেলে পুলিশ তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর

বি-নিয়োগ বিপর্যয়

লকেট বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যোগ্য, অযোগ্য আলাদা করতে পারেননি। এখন উনি নেতাজি ইন্ডোরে গিয়ে নাটক করছেন। যোগ্য চাকরিহারাদের চোখের জল বৃথা যাবে না। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে এর খেসারত চোকাতে হবে।’

নিয়োগ-দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপি যে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে, তার ইঙ্গিত মিলেছে এ দিন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘১৫ এপ্রিলের আগে রাজ্য সরকারকে যোগ্যদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে। না দিলে ২১ এপ্রিল আপনাকে চেয়ার থেকে টেনে নামানো হবে।’ প্রসঙ্গত, চাকরিহারাদের একাংশ আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। সে কথা স্মরণ করিয়ে শুভেন্দুর সংযোজন, ‘২১ তারিখ পতাকা ছাড়া লক্ষ মানুষ নবান্নের দিকে যাবে। আমাদের ডাকলে আমরা পতাকা ছাড়াই ওই দিন নবান্নের দিকে যাব।’

নেতাজি ইন্ডোরে সোমবার বিজেপি-সিপিএমের চক্রান্তের কারণে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর এই বার্তাকে হাতিয়ার করেই কাল, বুধবার, তৃণমূলের ছাত্র-যুব শাখা কলকাতায় বড় মিছিল করতে চলেছে। আগামী ১১ এপ্রিল জেলায় জেলায় রাস্তায় নামবে জোড়াফুল। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এ দিন একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগামী বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হবে। জেলা স্তরের প্রতিটি ব্লক, টাউন, ওয়ার্ডে আগামী ১১ এপ্রিল মিছিল করবে ছাত্র-যুবরা।

মমতার বিরুদ্ধে সিজেআইকে চিঠি সাংসদ জ্যোতির্ময়ের

এই সময়: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কাছে চিঠি লিখলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তাঁর অভিযোগ, সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন। এ দিন চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সংশয় প্রকাশ করে বলেন, ‘চাকরি বাতিলের রায়ের নেপথ্যে কোনও খেলা নেই তো?’ একজন প্রধান বিচারপতির রায় আর একজন প্রধান বিচারপতি কী ভাবে বদলে দিলেন তা নিয়েও এ দিন প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ সবের প্রেক্ষিতে জ্যোতির্ময়ের অভিযোগ, সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করার পরিবর্তে নিজের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে বিচারব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে জ্যোতির্ময় উল্লেখ করেছেন, যেভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন তা হতাশাজনক। মুখ্যমন্ত্রী আগেও আঁচ করেছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে নালিশ জানানো হবে। নেতাজি ইন্ডোরে সভার মাঝপথেই তিনি সে বিষয়টি উত্থাপন করে বলেছিলেন, ‘এই আলোচনাটা আবার কেউ কেউ রেকর্ড করে প্রধান বিচারপতির কোর্টে পাঠাবেন, আমাকে যাতে জেলে পোরা যায়।’

আইনি লড়াই

▸ প্রথম পাতার পর

আপনাদের কেউ যদি রিট পিটিশন করেন, আমরা আইনজীবী দেবো। আপনাদের টাকা খরচ করতে হবে না। আপনারা যে আইনজীবীকে চাইবেন, আমরা বিজেপির বিধায়করা বেতন থেকে চাঁদা তুলে সেই আইনজীবীর খরচ দেবো।’ বিধানসভার সামনে চাকরিহারা এক মহিলা শুভেন্দুকে বলেন, ‘নেতাজি ইন্ডোরে আমাদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।’ সেই মহিলার উদ্দেশে শুভেন্দু পাল্টা বলেন, ‘নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের সঙ্গে ইন্টার‍্যাকশন হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ইন্টার‍্যাকশন কেন হলো না?’ অভিজিৎ দাস নামে এক চাকরিহারা শুভেন্দুর উদ্দেশে বলেন, ‘অনেকে নেতাজি ইন্ডোরে ঢুকতে পারেননি।’ তাঁকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন বলেছিলেন, ২৬ হাজার চাকরিহারার কথা শুনব। নেতাজি ইন্ডোরে সাত হাজার লোক ছিল। শুধু এঁরাই যোগ্য— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানলেন কী করে? চিন্তা করবেন না। আমরা পাশে আছি। আপনারা কেউ স্বেচ্ছাশ্রম দেবেন না। আপনারা কেউ সিভিক টিচার হবেন না।’ এমনকী গেরুয়া শিবিরের পরোক্ষ সমর্থনে আগামী ২১ এপ্রিল যে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই কর্মসূচিতে চাইলে এই চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যোগ দিতে পারেন বলেও তাঁদের জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কয়েকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিরোধী দলনেতা এক যুবকের চোখের জল মুছে দিচ্ছেন— এই ছবিও দেখা গিয়েছে। শুভেন্দুকে ঘিরে একাধিক চাকরিহারা বলেন, ‘আমরা যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি, কারও দালালি করিনি। কাউকে টাকা দিয়ে চাকরি পাইনি।’ চাকরিহারাদের এই ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপের দাবিতেও সওয়াল করেন। যদিও শুভেন্দু বলেন, ‘এই নিয়োগ মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কম।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এঁদের আইনি সহায়তা থেকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনিও। যদিও শুভেন্দু-সুকান্তর এই আশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বামেরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কথায়, ‘পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সব থেকে বেশি দুর্নীতি হয়েছিল। সেখানকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু তো এখন বিজেপির হয়ে বিরোধী দলনেতা। এই নিয়ে সুকান্ত কী বলছেন?’

চলন্ত বাসে হঠাৎ আগুন

এই সময়: চলন্ত বাসে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। সোমবার তখন বেলা সাড়ে তিনটে। কলকাতার পাইকপাড়া ক্রসিংয়ে বেলঘরিয়া রথতলা-হাওড়া রুটের সরকারি এসি বাস থেকে আচমকা কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। বাসে তখন ছিলেন অনেক যাত্রীই। ধোঁয়া দেখে শোরগোল শুরু করেন তাঁরা। বাস থেকে নামার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তড়িঘড়ি যাত্রীরা নামতে না নামতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায়। খবর পেয়ে পৌঁছয় দমকলের দু’টি ইঞ্জিন। মিনিট কুড়ির মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। ঘটনায় অল্পবিস্তর জখম হন কয়েক জন

পাইকপাড়া

যাত্রী। প্রাথমিক চিকিৎসা হয় তাঁদের। বাসটিও ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কী কারণে আগুন, তা স্পষ্ট নয়। তদন্তে দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা। আজ, মঙ্গলবার বাসটি পরীক্ষা করবেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

দমকলের এক কর্তা বলেন, ‘ফরেন্সিকের রিপোর্ট পেলে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট হবে।’ সোমবার বাসটি বেলঘরিয়া থেকে বেরোয়। বিটি রোড ধরে যাচ্ছিল। পাইকপাড়া মোড়ের কাছে আসতেই বাস থেকে আচমকা ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। দ্রুতই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে, বলছেন ‘বড়দি’

দেবদীপ চক্রবর্তী

সর্বস্বান্ত অবস্থা চাকরিহারা ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা। মানসিক ভাবে ভেঙেও পড়েছেন অনেকে। সেই সকল ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন হাওড়ার তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষিকা মোনালিসা মাইতি। সেই মোনালিসা আরজি কর আন্দোলনের সময়ে পথে নেমেছিলেন স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে। তখন থেকেই তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে এক লহমায় বদলে গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটা। সরকারের আশ্বাস, ‘কোনও যোগ্য প্রার্থী চাকরিহারা হবেন না’। তবে, আশ্বস্ত নন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর ঝলক কি দেখা যাবে? সন্দিহান চাকরিহারা সকলেই। তারাসুন্দরী স্কুলের বড়দি বলছেন, ‘যাঁরা এই সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছেন, তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত। তাঁদের পরিণত মানসিকতা রয়েছে। অনেকেই অনেক বড় বড় স্কুল সামলেছেন। তাঁরা মানসিক ভাবে কমজোরি বলে মনে করি না। তবে এটা ঠিকই যে, এই ধাক্কা সামলাতে অনেকটা সময় লাগবে।’

অধিকার, সম্মান এবং অস্তিত্বের জন্য তাঁদের এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলেই জানালেন মোনালিসা। তাঁর কথায়, ‘হেরে চলে যাওয়ার মধ্যে কিন্তু মানুষ হিসেবে ভালো জায়গা

বি-নিয়োগ বিপর্যয়

তৈরি হয় না। আশা রাখব, সবাই নিজেদের জায়গায় লড়ে যাবেন। কোথাও না কোথাও একটা খামতি হয়েছে। যার তরফেই হোক না কেন! এটা সকলেই বুঝতে পারছেন। তবে এটা কাঙ্ক্ষিত, যোগ্যরা তাঁদের সম্মান ফিরে পান এবং অযোগ্যদেরও চিহ্নিত করা হোক।...ডাক্তার, শিক্ষক এই সব পেশা যদি বিক্রি হয়ে যায়, তা হলে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে।’

উল্লেখ্য, এসএসসি ২০১৬-র বাতিল প্যানেলে নাম রয়েছে মোনালিসার স্কুলেরই দুই শিক্ষিকার। তাঁর কথায়, ‘আমি ব্যথিত। আমি চাই তাঁরা সসম্মানে ফিরে আসুক।’

কাড়তে দেবো না চাকরি: মুখ্যমন্ত্রী

▸ প্রথম পাতার পর

জানানো হবে বলে পর্ষদ সূত্রের খবর।

এ দিন নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, ‘রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে প্রথমে এই রায়ের (২৬ হাজার চাকরি খারিজের) ব্যাখ্যা (ক্ল্যারিফিকেশন) চাইবে। যদি আদালতে সমস্যার সমাধান না-হয়, আইন মেনেই যোগ্যদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবো। আপাতত আপনারা, চাকরিহারারা ভলান্টারি সার্ভিস দিন।’ তাঁর এই কথা শুনে স্টেডিয়ামের ফ্লোর ও গ্যালারিতে বসে থাকা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ প্রবল আপত্তি জানান। তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, ‘যাঁরা নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে পড়ান, তাঁদের চাকরি তো বাতিল করা হয়নি (সুপ্রিম-রায়ের পরেও এখনও এসএসসি তার সুপারিশ প্রত্যাহার করেনি)। আমরা আজ সবাইকে ডেকেছি। যোগ্যদের কারও চাকরি কেড়ে নিতে দেবো না। এটা আমার কমিটমেন্ট।’ মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ‘শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে। আমি বেঁচে থাকতে যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নিতে দেবো না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।’ ‘যোগ্য’দের জন্য বিকল্প বন্দোবস্তের কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। আমাদের কোনও রাখঢাক নেই। আইন অনুযায়ীই যা করার করব। পথের মধ্যে থেকেই পথ খুঁজে নিতে হবে।’ কিন্তু ‘বিকল্প’ কী ব্যবস্থা তিনি করবেন, সেটা এ দিন খোলসা করতে চাননি মমতা। তিনি জানিয়েছেন, যোগ্যদের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের প্ল্যান এ, বি, সি, ডি এবং ই তৈরি আছে। আগে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত আবেদন জানাবে। রায়ের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে শীর্ষ আদালতে। সেখানে সুরাহা না-মিললে, বিকল্প পথে হাঁটবে সরকার। মমতা বলেন, ‘নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে, যাঁরা স্কুলে পড়াতেন, তাঁদের জন্য আদালতের ব্যাখ্যা কী? স্কুল কে চালাবেন? বাকি কাজ কে চালাবেন? তারপরে শিক্ষা দপ্তর যা করার করবে।’ নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই সারাক্ষণ ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তিনি এ দিন কোনও বক্তব্য পেশ করেননি।

আপাতত চাকরিহারাদের নিজ নিজ স্কুলে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পরামর্শ, ‘যতদিন না আপনাদের কাছে সরকার থেকে বরখাস্তের (টার্মিনেট করার) চিঠি যাচ্ছে, ততদিন আপনারা স্কুলে যান। আমরা তো সেই প্রক্রিয়া (বরখাস্ত) শুরু করিনি। আপনাদের চাকরিতে যেতে কেউ কি বারণ করেছে? প্রয়োজনে সবাইকে ভলান্টারি সার্ভিস করতে হতে পারে! তাতে আদালতের অবমাননা হবে না। কারণ, স্বেচ্ছায় পরিষেবা সকলেই দিতে পারেন। আদালত যদি তাতে নিষেধ করে, তখন মাস দুয়েকের মধ্যেই যোগ্যদের জন্য বিকল্প বন্দোবস্ত করবে রাজ্য। যোগ্যদের কাউকে চাকরি হারাতে হবে না।’

তবে বিকল্প কিছু করার আগে আইনি পরামর্শ মেনে আদালতে আবেদন জানাতে চায় রাজ্য সরকার। মানবিকতার খাতিরে আদালত যেন ‘যোগ্য’ ও ‘অযোগ্য’দের তালিকা রাজ্যকে দিয়ে দেয়, সেই আবেদনও জানান তিনি।

চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল ও আদালতের রায়ের ব্যাখ্যা চাওয়ার বিষয়ে রাজ্য কোন কোন আইনজীবীকে নিয়োগ করবে, সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে সেই তালিকাও দিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের হয়ে যোগ্যদের সমর্থনে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, কপিল সিবাল, রাকেশ দ্বিবেদী, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত ভূষণ আইনি লড়াই করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘আপনারা যাতে আবার চাকরিটা ফিরে পান, সেই চেষ্টা চলবে। কারও সার্ভিস ব্রেক হবে না। দু’মাস সাফার করলে, ২০ বছর ভুগতে হবে না।’ তাতে যেন কর্মহীনদের একাংশের ক্ষোভে ঘৃতাহুতি পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেন, ‘মাইনাসটাও আপনাদের শুনে রাখতে হবে। আগে-পিছে কী হতে পারে!’ এমনকী সভায় তিনি বারবার ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশ্বস্ত করলেও যোগ্য শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপারে সে রকম কোনও আশ্বাস না-দেওয়ায় তাঁরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সেই সময়ে মঞ্চে উপস্থিত ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চে’র কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে এ ব্যাপারে অনুযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন শিক্ষামন্ত্রীকে পরামর্শ দেন, ‘ওদের সবাইকে নিয়ে একটা স্মল গ্রুপ তৈরি করে নিও।’ সূত্রের দাবি, নবান্নের তরফে এই বিষয়ে টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হতে পারে।

নবান্ন অভিযানে গিয়ে আটক কর্ম ও শারীরশিক্ষার প্রার্থীরা

এই সময়: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২০১৬ সালের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার প্যানেলে নাম থাকা চাকরিপ্রার্থীরা সোমবার নবান্ন অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে আজ, মঙ্গলবার সুপার নিউমেরারি পদ নিয়ে শুনানি রয়েছে।

শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের আশঙ্কা, ২০১৬-র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ওই সুপার নিউমেরারি প্যানেল বাতিল হলে ১,৬০০ প্রার্থীকে দেওয়া এসএসসি-র সুপারিশপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

যদিও এখনও এঁদের কাউকেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। প্রার্থীদের আশঙ্কা, রাজ্য মন্ত্রিসভার তৈরি সুপার নিউমেরারি পদ বাতিল হয়ে গেলে তাঁরাও চাকরি পাবেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলেও সে ক্ষেত্রে তাঁদের চাকরির আশা বাতিল হবে।

এই নিয়েই নবান্ন অভিযানে গিয়ে আটক হন কয়েকশো চাকরিপ্রার্থী। পুলিশ তাঁদের আটক করে শিবপুর থানায় নিয়ে যায়। মহিলা প্রার্থীদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন পুরুষ পুলিশকর্মীরা। ‘এসএসসি

বি-নিয়োগ বিপর্যয়

যুব-ছাত্র অধিকার মঞ্চ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা’র সম্পাদক সাফিয়া খাতুন জানান, ২০১৬ সালে ছ’হাজারের বেশি সুপার নিউমেরারি (অতিরিক্ত শূন্য) পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি। তার মধ্যেই ১,৬০০ পদ ছিল শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার।

শারীরশিক্ষার ছিল ৮৫০টি পদ। আর কর্মশিক্ষায় ৭৫০টি পদ। ২০১৭ সালে নিয়োগের পরীক্ষা হয়। ২০১৮ সালে শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা ২০২২ সালে সুপারিশপত্র পান।

যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁরা কোনও নিয়োগপত্র পাননি বলে জানিয়েছেন সাফিয়া। তিনি বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও মামলা নেই। যেহেতু একটাই বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, তাই আমাদেরও চাকরি যেতে পারে।’

তিনি আরও জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য জানায়নি যে, শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আলাদা। সাফিয়ার কথায়, ‘রাজ্য এই সুপার নিউমেরারি মামলায় মেন পার্টি। তাই সরকারই বলুক, আমরা আলাদা। আমাদের কথা বলুক, যাতে পুরো প্যানেল বাতিল না করা হয়।’

দুর্ঘটনায় বাদ গেল বৃদ্ধের আঙুল

এই সময়: থানা থেকে কাজ মিটিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন এক বৃদ্ধ। রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় আঙুলে গুরুতর চোট পান তিনি। চিকিৎসকরা অপারেশন করে শেষ পর্যন্ত তাঁর আঙুল বাদ দিয়ে দেন। আহত বৃদ্ধের নাম তারক সেন (৬৯)। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা এয়ারপোর্ট চত্বরে। এই ঘটনায় বৃদ্ধের মেয়ে চালকের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, জখম বৃদ্ধের বাড়ি এয়ারপোর্ট লাগোয়া শরৎ কলোনিতে। রবিবার তিনি এয়ারপোর্ট থানায় এসেছিলেন ব্যক্তিগত কাজে। কাজ মিটিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময়ে এয়ারপোর্ট চত্বরে একটি ছোট গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে তাঁর ডান হাতের মধ্যমা বাদ যায়।

নথি দেখার আশ্বাস

▸ প্রথম পাতার পর

সেই তালিকা অনুযায়ী আমি নিজে অযোগ্যদের যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখব।’ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যদি গলদ ধরা পড়ে, সে ক্ষেত্রে তিনি কিছু করতে পারবেন না। যদি অন্যায় ভাবে কাউকে ‘অযোগ্য’ বলে দাবি করা হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে সকলকে নিশ্চিন্তে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, ‘চিন্তা করবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন। যোগ্য-অযোগ্যদের গন্ডগোল তৈরি করবেন না। বাচ্চাদের শিক্ষা দিন। আমি নিশ্চয়ই সকলের কথা শুনব। আগে আমাকে তদন্ত করতে দিন। আইনের ধারা অনুযায়ী কাজ করব। কারও চাকরি যাক, সেটা আমি চাই না।’ তাঁর সংযোজন, ‘কাদের নাম অযোগ্যদের তালিকায় আছে, আমি টোটালটাই দেখব।’

বিরোধীদের অবশ্য প্রশ্ন, যে ‘অযোগ্য’ বা ‘টেন্টেড’দের তালিকা সিবিআই জমা করেছিল সুপ্রিম কোর্টে, তাঁরা যে ‘অযোগ্য’ সে বিষয়টি আদালতে অস্বীকার করেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন। তারাই তালিকা দিয়ে চূড়ান্ত ভাবে জানিয়েছে, ৬,২৭৬ জন র‍্যাঙ্ক জাম্প, ওএমআর কারচুপি বা প্যানেল বহির্ভূত ভাবে চাকরি পেয়েছিলেন। তা-ই যদি হবে, তা হলে এসএসসি-ই বা কেন এই ‘টেন্টেড’দের তালিকা নিয়ে আগে আপত্তি করেনি? রাজ্য সরকারই বা তখন কেন সুপ্রিম কোর্টে কিছু জানাল না? মুখ্যমন্ত্রী এখন আবার যে নথি খতিয়ে দেখার কথা বললেন, তখনই কেন এই প্রশ্নে তদন্ত করা হলো না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

‘সিভিক হতে চাই না, স্কুলে ফেরান’

▸ প্রথম পাতার পর

কিন্তু সে কথা তেমন ভাবে মিটিংয়ে জানানো হয়নি। গ্যালারি থেকে কিছু প্রশ্ন উড়ে এলেও মুখ্যমন্ত্রীর ‘আশ্বাসের’ পরে সে ভাবে মুখ খোলেননি কেউ। তা হলে রবিবারের কড়া অবস্থান কি সোমবার বদলে গেল? আন্দোলনকারীদের তরফে চিন্ময় মণ্ডলকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আর এক নেতা মেহবুব মণ্ডলকে ফোন ধরিয়ে দেন। মেহবুব বলেন, ‘বৈঠকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমরা আমাদের সব প্রশ্নই তুলেছি। পাশাপাশি আন্দোলন থেকেও নিজেদের প্রত্যাহার করিনি। যদি তা করতাম, তা হলে বলা যেত যে আমরা সুর নরম করেছি। আগে যে সব প্রশ্ন ও দাবি আমাদের ছিল, মিটিংয়ের পরেও তা-ই আছে।’

কিন্তু মেহবুবদের মতো এত সাজানো গোছানো জবাব এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত সাধারণ কর্মহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা দিতে পারেননি। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ব্রজবল্লভপুরের একটি স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা অন্নপূর্ণা হেমব্রম। সেখানে ওই বিষয়ে তিনিই একমাত্র টিচার। তাঁর কথায়, ‘মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেক আশ্বাস দিলেন। কিন্তু আমরা তো ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান! মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে চাকরি যাবে না, আমরা যেন কাজে যাই। ওঁর কথা মেনে কাজে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষয়টা কোথায় দাঁড়াল, সেটা জানতে অপেক্ষাতেই থাকলাম।’ পূর্ব মেদিনীপুরের সাঁতরা কমললোচন হাইস্কুলের ফিজ়িক্সের টিচার অভিজিৎ করণ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বললেন, চাকরি ফেরাবেন। কিন্তু তার দিশা বললেন না। ভলান্টারি নিয়োগ মানে ঠিক কী? আমাদের তো নিয়োগ করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কাজেই এই নিয়োগের দায় সরকার এড়াতে পারে না। তারাই যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করুক। কোর্ট এখানে কী করবে?’

হুগলির গুপ্তিপাড়ার একটি স্কুলে কেমিস্ট্রি পড়ান তৃষা দাস। কর্মস্থলের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। ইন্ডোরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘স্যালারি পাব কি না, সেটা মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করলেন না। স্কুলে যেতে হলে আমাকে বাড়ির ভাড়া গুনতে হবে। বেতন না পেলে সেটা করব কি না, স্কুলে যাব কি না, এ সব ভেবে দেখতে হবে।’ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের একটি স্কুলের তিন শিক্ষক ইল্লাজুর রহমান, মহাদেব বর ও দেবব্রত নস্কররা জানান, তাঁদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা, নানা দায়দায়িত্ব। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন ঠিক কী বলেছেন? ‘যোগ্যদের’ উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘কেউ তো আপনাদের টার্মিনেট করেনি। আপনাদের কেউ স্কুলে যেতে বারণ করেছে? স্কুলে যান না, কে বারণ করেছে? ভলান্টারিলি সবাই সার্ভিস দিতে পারে।’ তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভগবানগোলার শিক্ষিকা সুমনা দাস বলেন, ‘বহুবার ভেরিফিকেশনের পরে আমরা চাকরি পেয়েছি। আমাদের সামাজিক সম্মান ফেরাতে হবে। কোনও ভলান্টারি সার্ভিস আমরা করব না।’ শান্তিপুরের মৌমিতা দত্তর স্কুল বহরমপুরে। বাড়িতে দেড় বছরের শিশুসন্তান। তিনিও বলেন, ‘ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে কী হলো! মূলত স্যালারি নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে আছি।’ শিক্ষিকা অন্তরা মাঝিরও প্রশ্ন বেতন নিয়ে।

হুগলির শিক্ষিকা পল্লবী লাহা আবার অন্য প্রশ্ন তুলছেন। তাঁর কথায়, ‘আমাদের বলা হচ্ছে স্কুলে পড়াতে যেতে। আমার বাড়ি বর্ধমানে। পরে যদি বলা হয় যে আমাদের ফের পরীক্ষায় বসতে হবে, তা হলে এতদূর যাতায়াত করে প্রস্তুতি নেব কখন?’

এর সঙ্গেই আছে সামাজিক সম্মানের প্রশ্ন। পুরুলিয়ার বাসিন্দা কাকলি দরিপা পড়ান মালদার একটি স্কুলে। স্বামী সামান্য কাজ করেন। তাঁর আয়েই মূলত সংসার চলে। এখন তাঁর সংসার ও সম্মান, দু’ক্ষেত্রেই প্রশ্ন। সমাধানের আশায় ‘দিদি’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি। কলকাতার দেবলীনা বিশ্বাসের স্কুল মুর্শিদাবাদে। বৈঠক শেষে বেরিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনলাম। ভলান্টারি সার্ভিস প্রসঙ্গে খটকা আছে। যতক্ষণ না ওঁর আশ্বাসগুলি কার্যকর হচ্ছে, ততক্ষণ দ্বিধা কাটবে না।’

গ্যাসে গৃহস্থের গ্যাঁটগচ্চা বাড়ল ৫০ টাকা

এই সময়: সুরাহা নেই সাধারণ মানুষের। আজ মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ সারা দেশে ১৪.২ কিলো গার্হস্থ্য ভর্তুকিহীন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বাড়ছে। উজ্জ্বলা যোজনায় এলপিজি সংযোগ পাওয়া দরিদ্র পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বাড়বে বলে সোমবার ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তাঁর দাবি, এলপিজি-র কাঁচামাল প্রোপেন ও বিউটেনের দাম বাড়ার জন্যই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় ১৪.২ কিলো গার্হস্থ্য ভর্তুকিহীন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হলো ৮৭৯ টাকা। সব গার্হস্থ্য গ্রাহককে বাজারদরে সিলিন্ডার কিনতে হয়। কলকাতায় উজ্জ্বলা গ্রাহকরা সিলিন্ডার কেনার পর তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩১৯.৫১ টাকা ভর্তুকি হিসেবে জমা পড়ে। সে ক্ষেত্রে মঙ্গলবার থেকে গ্যাস সিলিন্ডারের কার্যত দাম হবে ৫৫৯.৪৯ টাকা। আর কলকাতায় অন্য যে সব গার্হস্থ্য গ্রাহক রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি পান, সিলিন্ডার ডেলিভারি হওয়ার পরে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৯.৫৭ টাকা জমা পড়ে। লোকসভা ভোটের আগে গত বছর মার্চে গার্হস্থ্য



গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমিয়েছিল কেন্দ্র। তার পর থেকে গার্হস্থ্য গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও বদল হয়নি। তবে কলকাতায় ১৯ কিলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একই থাকল, ১,৮৬৮.৫০ টাকা।

তবে এক ধাক্কায় সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের সংসার চালানোর খরচ অবশ্যই বাড়বে। তার সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি চড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে, সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল পরিস্থিতিতে আরও নাজেহাল অবস্থায় পড়বে সাধারণ মানুষ।

গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তেলমন্ত্রীর যুক্তি, এলপিজি বিক্রি করে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির যে বিপুল লোকসান হচ্ছে, তা পোষাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এলপিজি-র দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'সৌদি সিপি'-কে আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুরী জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের জুলাইতে বিশ্ববাজারে প্রতি টন এলপিজি-র দাম ছিল ৩৮৫ ইউএস ডলার, যা ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ৬৩% বেড়ে হয়েছে ৬২৯ ইউএস ডলার। তাঁর দাবি, ভারতকে যেহেতু ঘরোয়া এলপিজি-র চাহিদা মেটাতে বেশিটাই আমদানি করতে হয়, তাই বিশ্ববাজারে এই দাম বৃদ্ধির কারণে দিল্লিতে ১৪.২ কিলো গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দাম ১,০২৮.৫০ টাকা হওয়া উচিত।

মন্ত্রী বলেন, 'তবে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি এখনও পর্যন্ত দাম নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।'

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরচের তুলনায় কম দামে এলপিজি বিক্রি করার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির মোট ৪১,৩৩৮ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। তার দাবি, 'এই বিপুল ক্ষতির মোকাবিলা করতেই দাম সামান্য বাড়ানো হয়েছে। নতুন দামে উজ্জ্বলা গ্রাহকদের রোজ এলপিজি ব্যবহার করে রান্না করতে খরচ পড়বে ৬.১০ টাকা ও বাকিদের ক্ষেত্রে তা ১৪.৫৮ টাকা, তা যুক্তিসঙ্গত।'

তিনি জানিয়েছেন, প্রতি মাসে দাম পর্যালোচনা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি-র দাম কমলে তার সুফল গ্রাহকরা পাবেন।

পেট্রল-ডিজেলে শুল্ক বাড়লেও দাম থাকছে একই

এই সময়: প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজেলের উপর ২ টাকা উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর কথা সোমবার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। আজ মঙ্গলবার থেকে বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে। তবে এ জন্য ভারতে পেট্রল, ডিজেলের খুচরো দামে কোনও বদল হবে না বলে জানিয়েছে সরকার। কলকাতায় মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রল পাম্পে প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১০৫.০১ টাকা ও ৯১.৮২ টাকা।

যদিও বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এখন তলানিতে চলে যাওয়ায় ভারতেও পেট্রল, ডিজেলের দাম কমবে বলে সাধারণ মানুষ আশা করছিলেন। তবে কেন্দ্র সেই রাস্তায় না হেঁটে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার সুফল সাধারণ মানুষকে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের কোষাগার ভরানোকেই বেছে নিল। উল্লেখ্য, সোমবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় ব্রেন্ট ক্রুডের ব্যারেল প্রতি দাম ছিল ৬৪.১৩ ডলার। যা তিন বছর আগে ১৪০ ইউএস ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত, চিন-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করার পর থেকেই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম লাগাতার কমছে।

ভারতে পেট্রল, ডিজেলের দাম কমার সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর মন্তব্য, 'যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে তেলের দাম কমবে কি না, তা হলে আমি বলব যে যদি অপরিশোধিত তেলের দরের ধারা নীচের দিকে অব্যাহত থাকে, সে ক্ষেত্রে দাম কমার আশা করা যেতেই পারে।'

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক বেড়ে হবে যথাক্রমে ১৩ টাকা ও ১০ টাকা। শুল্ক ২ টাকা বাড়ার ফলে বছরে কেন্দ্রের কোষাগারে বাড়তি ৩২,০০০ কোটি টাকা আসবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। এক্স-এ করা এক পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'বাহ মোদী জি বাহ! ২০১৪ সালের মে-র তুলনায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ৪১% কমেছে, কিন্তু, আপনার লুটেরা সরকার পেট্রল, ডিজেলের দাম কমানোর বদলে উৎপাদন শুল্ক ২ টাকা করে বাড়িয়ে দিলেন।' তাঁর সংযোজন, 'শুল্ক নীতির ক্ষেত্রে আপনাদের কুম্ভকর্ণের মতো গভীর ঘুমের কারণে শেয়ারবাজারে ছোট ও বড় লগ্নিকারীদের এক ধাক্কায় ১৯ লক্ষ কোটি টাকা খোয়া যাওয়ার পরেও আপনারা সন্তুষ্ট নন এবং তাই আপনাদের সরকার তাঁদের ক্ষতে নুন দিয়েছে।' কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রকের তরফে এক্স-এ এক পোস্টে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে যে উৎপাদন শুল্কের হার বৃদ্ধির জন্যে পেট্রল ও ডিজেলের খুচরো দাম বাড়বে না।'

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। তার পর থেকেই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। একটা সময় ব্রেন্ট ক্রুডের ব্যারেল প্রতি দাম ১৪০ ইউএস ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ভারতে সে সময়ে ১৬ দিনে প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজেলের দাম মোট ১০ টাকার বেশি বেড়েছিল। ২০২২ সালের ৬ এপ্রিল ভারতে শেষ বার পেট্রল, ডিজেলের দাম বেড়েছিল।

অন্য দিকে, ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য রাশিয়ার উপর পশ্চিমি দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার কারণে মস্কো চড়া ডিসকাউন্টে তেল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। আর তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভারত রাশিয়া থেকে গত তিন বছরে অপরিশোধিত তেলের আমদানি বহুগুণে বাড়িয়েছে। রুশ তেল সস্তা হওয়ায় ভারতের তেলের আমদানি বিল কমলেও ঘরোয়া বাজারে পেট্রল, ডিজেলের দাম ছাঁটাই করে সুরাহা দেশবাসীকে দেয়নি কেন্দ্র। এর ফলে চড়তেই থেকেছে মূল্যবৃদ্ধি। অবশ্য, গত বছর মার্চে লোকসভা ভোটের মুখে পেট্রল, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা কমিয়েছিল কেন্দ্র।

শহরে ভিআই-এর ৫জি

এই সময়: কলকাতায় অবশেষে ফাইভ-জি পরিষেবা চালু করার কথা সোমবার ঘোষণা করল ভোডাফোন আইডিয়া (ভিআই)। তবে আপাতত আইপিএল-এর ম্যাচ চলাকালীন ইডেন গার্ডেন্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই পরিষেবা মিলবে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ইডেনে আইপিএল খেলার দিনগুলিতে দর্শকরা ফ্রি হাই-স্পিড ভিআই ফাইভ-জি পরিষেবা পাবেন। এক বিবৃতিতে সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, 'সারা দেশ টি২০ ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সময়ে আমরা ইডেন গার্ডেনসে আল্ট্রা-ফাস্ট ফাইভ-জি পরিষেবা আনছি। এর ফলে ক্রিকেট সমর্থকরা লাইভ-স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন, রিল আপলোড করতে পারবেন।' সেই কারণে সংস্থা অতিরিক্ত ফাইভ-জি সাইট বসানোর পাশাপাশি তাদের নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো আপগ্রেড করেছে। সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে, ইডেন গার্ডেনস থেকে ফাইভ-জি পরিষেবা শুরু করে তারা গোটা কলকাতায় এই পরিষেবা শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করবেন। ভিআই জানিয়েছে, এখন ভারতে ১১টি বড় স্টেডিয়ামে তাদের ফাইভ-জি পরিষেবা রয়েছে। ভারতী এয়ারটেল ও রিলায়েন্স জিয়ো অনেক আগেই কলকাতা-সহ ভারতে ফাইভ-জি পরিষেবা শুরু করেছে। প্রবল আর্থিক সমস্যায় থাকা ভিআই এ ব্যাপারে তাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

শেয়ারবাজার সূচক

সূচক	বন্ধ	বাড়া/কমা
সেনসেক্স	৭৩,১৩৭.৯০	(-) ২২২৬.৭৯
নিফটি ৫০	২২,১৬১.৬০	(-) ৭৪২.৮৫
মিডক্যাপ ১০০	৪৮,৮০৯.৪৫	(-) ১৮৩৬.৫০
স্মলক্যাপ ১০০	১৫,০৬৭.৯০	(-) ৬০৮.০৫
নিফটি ব্যাঙ্ক	৪৯,৮৬০.১০	(-) ১৬৪২.৬০

ডলার । পাউন্ড । ইউরো

কারেন্সি	ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য
মার্কিন ডলার	৮৫.৩০	৮৬.১৫
ব্রিটিশ পাউন্ড	১০৯.৩০	১১১.৯৩
ইউরো	৯৩.১৪	৯৫.৬২

সোনা-রুপো

পাকা সোনা বার দাম (বৃদ্ধি/হ্রাস): ₹ ৮৯,১০০ (+০)*

পাকা সোনা বার (পোর্শন): ₹ ৮৯,৫৫০ (+০)*

হলমার্কযুক্ত গয়নার সোনা: ₹ ৮৫,১০০ (+০)*

রুপো (পোর্শন/কেজি): ₹ ৮৯,৩০০ (+০)*

*জিএসটি অতিরিক্ত, শর্তাবলী প্রযোজ্য
* সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম

*অঙ্ক টাকায় *সূত্র: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ট্রাম্পের ট্যারিফে 'দামি' আইফোন?

এই সময়: স্টাইল স্টেটমেন্টের অন্য নাম আইফোন। ১৮ বছর বাজার দাপানোর পরেও যে গরিমা এতটুকু কমেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্যারিফ নিয়ে যে সব পদক্ষেপ করেছেন, তাতে অ্যাপল কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে। কারণ এই শুল্কের জেরে মার্কিন মুলুকে অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে আইফোনের দাম। যার প্রভাব পড়বে বিশ্বজুড়ে।

অ্যাপল মার্কিন সংস্থা হলেও তাদের সিংহভাগ আইফোন তৈরির ইউনিট আমেরিকার বাইরে। প্রতি বছর বিক্রি হওয়া আইফোনের সিংহভাগই তৈরি

বর্ধিত শুল্কের জের

হতো চিনে। যদিও গত কয়েক বছরে চিন-নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়েছে অ্যাপল। বিকল্প গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারত এবং ভিয়েতনামকে। এর জেরে সাম্প্রতিক কালে ভারতে আইফোনের উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। ভারত এখন অ্যাপলের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রোডাকশন বেস। বিশ্বে মোট উৎপাদিত আইফোনের প্রায় ১৫ শতাংশই ভারতে তৈরি হয়।

অধিকাংশ প্রোডাকশন আমেরিকার বাইরে হওয়ায় ফ্যাসাদে আইফোনের নির্মাতা সংস্থা অ্যাপল। চিন (৫৪%), ভারত (২৬%) এবং ভিয়েতনাম (৪৬%)- তিন দেশের উপরেই মোটা অঙ্কের ট্যারিফ চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুল্ক তুলনায় কম হওয়ায় চিন ও ভিয়েতনামের বদলে ভারত থেকে আইফোন আমদানি করা এখন অ্যাপলের কাছে লাভজনক। কিন্তু যে দেশ থেকেই আমদানি করা হোক, ট্রাম্প ট্যারিফের জেরে মার্কিন মুলুকে আইফোনের দাম বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। অ্যাপল যদি নিজের ভাঁড়ার থেকে শুল্কের টাকা দেয়, তা হলে অবশ্য অন্য কথা।

আইফোন১৬ সিরিজ়ের স্মার্টফোন গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বাজারে এসেছে। আমেরিকার বাজারে 'আইফোন ১৬'-এর দাম ৭৯৯ ডলার। ট্রাম্প শুল্কের জেরে এই মডেলের দাম হতে পারে ১১৪২ ডলার। অর্থাৎ প্রায় ৪৩ শতাংশ দাম বাড়তে পারে। 'আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স'-এর দাম এখন ১৫৯৯ ডলার। ট্রাম্প ট্যারিফে জেরে তা পৌঁছে যেতে পারে ২ হাজার ৩০০ ডলারে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে 'আইফোন ১৬ই' লঞ্চ করেছিল অ্যাপল। মার্কিন মুলুকে যার দাম ৫৯৯ ডলার। শুল্কের চাপে এই মডেলের দাম হতে পারে ৮৫৬ ডলার।

অ্যাপল কর্তৃপক্ষ আইফোনের দাম সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা করেননি। তবে আমেরিকাবাসীকে পুরোনো দরে আইফোন দিতে অন্য ব্যবস্থা নিয়েছে অ্যাপল। ৯ এপ্রিল ট্রাম্পের চাপানো শুল্ক ধার্য হবে। সে জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচটি প্লেনে ভর্তি করে আইফোন ভারত থেকে আমেরিকায়



নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু ভারত নয়, চিন ও ভিয়েতনাম থেকে প্রচুর পরিমাণে আইফোন শিপমেন্ট করিয়েছে অ্যাপল।

ভারতে আইফোনের দাম বাড়বে? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই পারে।

ট্রাম্পের ট্যারিফের প্রভাব সরাসরি পড়বে আমেরিকান ক্রেতাদের উপরে। কিন্তু এর জেরে ভারতে আইফোনের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। ভারতে আইফোনের বিক্রি গত কয়েক বছরে অনেকটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে উৎপাদনও। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের এই শুল্কের জেরে আগামী দিনে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আইফোনের রপ্তানি আরও বেড়ে যেতে পারে। এতে লাভবান হতে পারে ভারত।

বিদেশ থেকে আমদানির খরচ বেড়েছে। তাহলে কেন আমেরিকায় আইফোন উৎপাদন শুরু করছে না অ্যাপল? কারখানা বানালেই কোনও পণ্যের উৎপাদন শুরু করা যায় না। যে পণ্য তৈরি করা হবে, তার উপাদানের জোগানও নিরবিচ্ছিন্ন হতে হবে। এখানেই ধাক্কা খাচ্ছে অ্যাপল। কারণ আইফোন তৈরির সিংহভাগ উপাদানই আসে আমেরিকার বাইরে থেকে। যেমন আইফোনের প্রসেসর তাইওয়ানে, ডিসপ্লে দক্ষিণ কোরিয়ায়, স্টোরেজ জাপানে এবং মেমরি আমেরিকায় তৈরি হয়। আইফোনের ক্যামেরা সংক্রান্ত কম্পোনেন্ট এবং ব্যাটারির তৈরির উপাদান আসে চিন থেকে। এই সাপ্লাই চেনের উপর নির্ভর করেই চলছে অ্যাপলের প্রোডাকশন। হঠাৎ করে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা অত সহজ নয়। সেই সঙ্গে লেবার কস্টও বড় ব্যাপার। চিন ও ভারতের বাজারে যে খরচে দক্ষ শ্রমিক মেলে, তা আমেরিকায় পাওয়া দুষ্কর। চিনে একটি আইফোন তৈরিতে লেবার কস্ট পড়ে ৩০ ডলার মতো। সেখানে আমেরিকায় তা পড়তে পারে ৩০০ ডলার। তাই জোর করে আমেরিকায় আইফোন উৎপাদন করতে গিয়ে মার্কিন বাজারেই আইফোনের দাম হতে পারে আকাশছোঁয়া। যার জেরে মার্কিন মুলুকেই ধসে যেতে পারে আইফোনের বাজার। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের শুল্কের জন্য টিম কুকের সংস্থা রয়েছে উভয় সঙ্কটে।

এই মুহূর্তে

প্লাস্টিক-দূষণ রোধ, সমুদ্রক্ষার সঙ্কল্প ইউএনএইচআরসি-তে

এই সময়: জুনে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইউনাইটেড নেশনস ওশান কনফারেন্স। তার দু'মাস পরেই অগস্টে জেনিভায় ফের বৈঠক রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির। সেই বৈঠকের বিষয় প্লাস্টিক দূষণের অবসান। ওই বিষয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে একটি চুক্তি সইও হওয়ার কথা। তবে এ সব কিছুর আগে ৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সম্মেলনে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কমিশনে (ইউএনএইচআরসি) একটি অত্যন্ত গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কল্প গ্রহণ করা হলো। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিক-দূষণ রোধ, সমুদ্রের পরিবেশরক্ষা এবং বাসযোগ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজার রাখার মধ্যের গভীর সম্পর্ক স্বীকার করে এই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্কল্প নেওয়া হলো।

দ্বিতীয় বারের জন্যে ক্ষমতায় আসার পর ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। খোদ ইউএস প্রেসিডেন্টের এমন ঘোষণায় দুনিয়ার পরিবেশবিজ্ঞানী ও পরিবেশকর্মীরা রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। প্লাস্টিকের ব্যবহার কোনও নির্দিষ্ট একটা এলাকা বা কোনও রাজ্য বা দেশকে দূষিত করে না। প্লাস্টিকের ঢালাও ব্যবহার ক্রমাগত বিষিয়ে তুলছে গোটা পৃথিবীর সমুদ্রকে। বিজ্ঞানীদের হিসেব বলছে, বর্তমানে সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্য রয়েছে অন্তত ২৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে যেগুলি তুলনামূলক ভাবে বড় টুকরো, সেগুলির চেয়ে বহু গুণ বিপজ্জনক প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা

হবে চুক্তি-সই

বা 'মাইক্রোপ্লাস্টিক'। এই ধরনের কণা সামুদ্রিক প্রাণীদের শরীরের মধ্যে ঢুকে তাদের রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্লাস্টিকের প্রভাবে বহু প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী অস্তিত্বসঙ্কটে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্লাস্টিক-দূষণ রোধ, সমুদ্রের পরিবেশরক্ষা এবং পৃথিবীকে দীর্ঘমেয়াদী ভাবে বাসযোগ্য রাখার পরিকল্পনায় নতুন সঙ্কল্প তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অগস্টে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির মধ্যে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো নিয়ে যে চুক্তি সই হতে চলেছে, তার আগে এই সঙ্কল্প 'গেমচেঞ্জার' হতে পারে।

মালদার কালিয়াচকে ভোগান্তি

রাস্তা চওড়া করতে নষ্ট নালা

কৌশিক দে ■ মালদা

যানজটের সমস্যা দূর করতে কয়েক বছর আগে মালদার কালিয়াচকে তৈরি হয় চার লেনের ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। সড়ক সংলগ্ন ফুটপাথের দু'পাশে নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ায় এলাকা জলকাদায় ভরে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের দাবি, সড়ক সম্প্রসারণের সময়ে বেশ কিছু নিকাশি নালা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি মেরামত করা হয়নি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও দায় নিতে চায়নি।

কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াডাঙা, ঋষিপাড়া, ঘড়িয়ালচক, বাবুরহাট গ্রামের খুব কাছ দিয়ে গিয়েছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। চৌরঙ্গি এলাকায় রয়েছে বিডিও অফিস, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিশাল বাজার। প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। যানবাহন ধরার জন্য চৌরঙ্গি মোড়ে আসতে হয় পথচারীদের। অথচ সড়ক সব সময়ে জলকাদা, আবর্জনায় ভরে থাকছে বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা ফজলুল হক, রশিদ শেখদের বক্তব্য, 'সড়কের ফুটপাথ সংলগ্ন দু'ধারে নিকাশি ব্যবস্থা না-থাকার কারণে আশপাশের নোংরা জল রাস্তায় জমে থাকছে। পচা জল জাতীয় সড়কের দু'টি লেনে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকছে। পচা জলের দুর্গন্ধে নাকে



১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জেরে নষ্ট নিকাশিনালা — এই সময়

রুমাল চাপা দিয়ে অনেকে এখানকার মার্কেটে কেনাকাটা করছেন। আবার অনেকে আসতেই চাইছেন না।' চৌরঙ্গি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য

উত্তর খুঁজছে

মহিদুর রহমান বলেন, 'আমার ফাস্টফুডের দোকান রয়েছে। সড়ক জুড়ে আবর্জনা পড়ে থাকায় ক্রেতারা দোকানে আসতে চাইছে না। অন্য ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়ছেন।' কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলিউল শেখ বলেন, 'পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাফাইকর্মীরা নিয়মিত জঞ্জাল পরিষ্কার করেন। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, 'চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে নিকাশি নালাগুলির কী পরিস্থিতি রয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে নিকাশি নালা সংস্কার করা হবে।'

অত্যাধুনিক ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার রাজ্যে

তাপস প্রামাণিক

সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি বছর সারা দেশে যত পথদুর্ঘটনা ঘটে, তার প্রায় ৮২ শতাংশই হয় চালকের ভুলে। ট্রেন কিংবা প্লেনের পাইলট তৈরির জন্যে আলাদা প্রশিক্ষণের কেন্দ্র থাকলেও বাস, লরি কিংবা প্রাইভেট গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণে সে রকম কোনও ব্যবস্থা নেই। সেই খামতি মেটাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। যেখানে আধুনিক উপায়ে ড্রাইভিং শেখানো হবে। তারই অঙ্গ হিসেবে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের কাছে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলছে রাজ্য সরকার। তার জন্যে এককালীন অর্থ সাহায্য দিচ্ছে ভারত সরকার।

যা যা শেখানো হবে

- বিহেভিয়ারাল প্র্যাক্টিসেস এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট
- ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং টেকনিক্স
- ইমার্জেন্সি হ্যান্ডলিং টেকনিক্স
- গাড়ি মেরামত এবং জ্বালানি সাশ্রয়
- পরিবেশ ও দূষণ নিয়ে সচেতনতা
- দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণে পাঁচ কোটি জনসংখ্যার জন্যে একটি করে এ রকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার কাজও তদারকি করবে এই সংস্থা। তিনটি স্তর থাকবে। প্রথম স্তরে থাকবে মডেল ড্রাইভার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। প্রায় ১০-১৫ একর জমিতে তৈরি হবে। দ্বিতীয় স্তরে রিজিওনাল ড্রাইভার ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এগুলি তৈরি হবে তিন একর জমির উপরে। যেখানে থাকবে অটোমেটেড টেস্টিং ট্র্যাক। তৃতীয় স্তরে প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার হবে। এর জন্যে কম করে দু'কাঠা জমি লাগবে। যা পরিচালিত হবে পিপিপি মডেলে।

রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের প্রস্তাব মেনে বেহালায় রিজিওনাল ড্রাইভার ট্রেনিং সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশ কাজও সম্পূর্ণ বলে জানিয়েছেন রাজ্য পরিবহণ অধিকর্তা ইখলাখ ইসলাম। সব ঠিক ঠিক থাকলে এ বছরই বেহালার সেন্টার চালু হয়ে যাবে।

পরিবহণ দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা জানান, বেহালায় যে সেন্টার তৈরি হচ্ছে, সেখানে আরএফআইডি (রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন) প্রযুক্তির সাহায্যে ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়া হবে। সেখানে থাকবে ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা। থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল, দু'রকমই ক্লাসের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি যাঁরা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিতে আসবেন, তাঁদের থাকার জন্য হস্টেলের সুবিধাও থাকবে। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে সেটি তৈরি হয়েছে কি না, তা স্ক্রুটিনি করতে একটা উচ্চপর্যায়ের কমিটি থাকবে। তাতে কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের আধিকারিকরা ছাড়াও পুনের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ রোড ট্রান্সপোর্টের প্রতিনিধিদের রাখা হচ্ছে। ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। ড্রাইভিংয়ে কম করে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মোটর মেকানিকসের সার্টিফিকেট অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

ভিনিতেই ভরসা পাচ্ছেন কিলি

ইন্তারের বিরুদ্ধে নেই মুসিয়ালা

এই সময়: আর্সেনালের বিরুদ্ধে নামার আগে ধাক্কা খেয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার লা লিগায় বালেন্সিয়ার কাছে হঠাৎই হেরে বসে কার্লো আনচেলোত্তির টিম। এমন কিছু বাধা টিম না হওয়া সত্ত্বেও এই হার অবাক করার মতোই।

তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রিয়াল মাদ্রিদের কাছে এক অন্য বিশ্ব। ১৫টা খেতাব তো আর এমনি আসেনি এই টুর্নামেন্টে। তাই আর্সেনালের ঘরের মাঠে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা দিতে চলেছে কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াসরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৫ খেতাব জিতেছেও আর্সেনাল এমন এক প্রতিপক্ষ যারা হারানোর স্বাদ পায়নি রিয়াল। ২০০৫-০৬ মরশুমে যে বার ফাইনাল খেলেছিল আর্সেনাল, সে বার শেষ ষোলোর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই টিম। লন্ডনে ড্র করার পর মাদ্রিদে হেরে গিয়েছিল রিয়ালের গালাকতিকোস। জিদানে, বেকহ্যাম, রোনালদো, রবিনহোদের হারিয়ে ছিল থিয়েরি অঁরির একমাত্র গোল।

আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা অবশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'ম্যাচটা এতটাই বেশি দিন আগে যে তার থেকে সে রকম প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ওই ম্যাচ আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা নিঃসন্দেহে।'

রিয়াল মাদ্রিদের আশঙ্কা ছিল, আতলেতিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের জন্য শাস্তির কোপে পড়তে পারে কিলিয়ান এমবাপে, আন্তোনিও রুদিগাররা। কিন্তু জরিমানা দিয়েই নিষ্কৃতি পেয়েছেন তাঁরা। নির্বাসিত হতে হচ্ছে না। তবে অরেলিয়ে চুয়ামেনিকে কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে পাচ্ছে না রিয়াল। ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও, দানি কার্বাখালরা মাঠের বাইরে দীর্ঘ দিনের জন্য। দানি সেবায়োস, কিপার আন্দ্রে লুনিন চোট পেয়েছেন সম্প্রতি। অন্য দিকে, আর্সেনাল পাচ্ছে না গাব্রিয়েল জেসুস, কাই হাভার্ৎজ, গাব্রিয়েল মাগালহায়েস, রিকার্ডো কালাফিওরি, তাকেহিরো তোমিয়াসুকে। ইথান নওয়ানেরি, লিয়েন্দ্রো ট্রোসার্ড, ডেক্লান রাইস, জোর্জিনহোদের উপরে ভরসা রাখতে হবে আর্সেনালকে।

এত নেই-নেইয়ের মধ্যে এমবাপে আশা খুঁজে পাচ্ছেন ভিনিসিয়াস ও আন্সেলোত্তির মধ্যে। ফরাসি তারকার কথায়, 'আন্সেলোত্তি কখনও কখনও বাবার মতো। কখন কোন ভূমিকা নিতে হবে, খুব ভালো জানেন।'

তবে এমবাপে উড়িয়ে দিচ্ছেন, ভিনিসিয়াসের সঙ্গে তাঁর ইগো সমস্যার প্রসঙ্গ। 'বড় ক্লাবে দু'জন বড় তারকা থাকলে অনেক সময়ে এ রকম কথা হয়। কিন্তু আমি মনে করেই এসেছিলাম, ভিনির সঙ্গেই আমাকে খেলতে হবে,' মন্তব্য এমবাপের। তাঁর সংযোজন, 'ভিনিকে ছাড়া রিয়াল মাদ্রিদ টিম ভাবাই যায় না। আমরা ভালো খেলছি, আরও ভালো খেলতে পারি। সমর্থকেরা আমাদের থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। আর সেটাই স্বাভাবিক।'

মঙ্গলবার রাতে বায়ার্ন মিউনিখ ঘরের মাঠে মুখোমুখি হচ্ছে ইন্তার মিলান। তবে ঘরের মাঠে খেললেও বায়ার্নের মূল চিন্তা চোট। জামাল মুসিয়ালা, আলফোন্সো ডেভিস, দায়োত উপামেকানোকে ছাড়াই লাউতারো মার্তিনেস-মার্কাস থুরঁদের বিরুদ্ধে নামছে ভিনসেন্ট কোম্পানির টিম।



লন্ডনের পথে রিয়ালের ভিনিসিয়াস, প্র্যাক্টিসে বায়ার্নের হ্যারি কেন

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

কোয়ার্টার ফাইনাল, প্রথম লেগ

আর্সেনাল : রিয়াল মাদ্রিদ

বায়ার্ন মিউনিখ : ইন্তার মিলান

রাত ১২.৩০ থেকে সোনির নানা চ্যানেলে

আপুইয়ার গোলায় চূর্ণ ইস্পাত ডিফেন্স

টানা তিন বার আইএসএল কাপের ফাইনালে মোহনবাগান

পার্থ দত্ত

মোহনবাগান-২ : জামশেদপুর-০
(কামিংস পেনাল্টি ৫১, আপুইয়া ৯০+৪)

'আরাম সে, আরাম সে'।

হিন্দিতে এটা প্রায়ই বলেন অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিংস। তাঁর স্বদেশি সতীর্থ দিমিত্রি পেত্রাতোস তো মোহনবাগানকে লিগ-শিল্ড জেতানোর গোলটা করে পায়ের ট্যাটুতে গোলের সময়টার সঙ্গে হিন্দিতে 'আরাম সে' কথাটা লিখেছেন।

শিল্ড জেতাতে যুবভারতীতে ওড়িশার বিরুদ্ধে দিমিত্রি নায়ক হয়েছিলেন ৯২.৪৯ সেকেন্ডে টিমের জয়ের গোল করে। আর সোমবার রাতে যুবভারতীতেই আইএসএল কাপের ফাইনালে টিমকে তুলে নায়ক মিজোরামের ছেলে আপুইয়া। ৯০+৪ মিনিটে জামশেদপুরের বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে জড়ালেন আপুইয়া। ম্যাচের সেরাও তিনি।

এই গোলেই ২-০ জিতে ফাইনালে মোহনবাগান। পাঁচ বার আইএসএলে খেলে এই নিয়ে চার বার ফাইনালে উঠল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তার মধ্যে টানা তিন বার। ১২ এপ্রিল এই যুবভারতীতেই ফাইনালে মোহনবাগানের সামনে সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি। শুভাশিস বসুর হাতে শিল্ডের পরে লিগ কাপ ওঠার হাতছানি। মুম্বই ছাড়া একই মরশুমে আর কোনও টিম আইএসএলে ডাবল করতে পারেনি।

ম্যাচের পরে আপুইয়া বলে গেলেন, 'আমার গোড়ালির চোট সারেনি। সেই যন্ত্রণা নিয়েই খেলেছি।' গোলের পরে আপুইয়া দৌড়েছিলেন গ্যালারির দিকে। কেন? মিজো-মিডফিল্ডার বললেন, 'ওখানে আমার কাজিন ব্রাদার ফ্রেডি ছিল। ওকেই গোল উৎসর্গ করলাম।'

জামশেদপুরের মাঠে খালিদ জামিলের টিমের কাছে ১-২ হেরে আসার পরে ফাইনালে উঠতে মোহনবাগানের এ দিন ২-০ জেতার দরকার ছিল। বিরতির পরে পেনাল্টি থেকে কামিংস ১-০ করেন। এই ফল থাকলে ম্যাচটা অতিরিক্ত সময় ও টাইব্রেকারে গড়াত। মাঠে হাজির ৫৮ হাজার দর্শক ধরেও নিয়েছিলেন ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াচ্ছে। ঠিক তখনই গোলার মতো শটে গোল করে আপুইয়া টিমকে ফাইনালে তুলে দিলেন। আপুইয়ার এই গোলটা মোটেও ফ্লুক নয়। কারণ ম্যাচের শুরু থেকেই তিনি বারবার এমন শট মেরে গোলের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

কোনও টিমের প্র্যাক্টিসে যেমন অ্যাটাকিং ভার্সেস ডিফেন্স দেখা যায়, এ দিন ম্যাচটা যেন তেমনই। খালিদের টিম ডিফেন্সে ১০ জনকে নামিয়ে রাখল। আর মোহনবাগানের ১০ জন উঠে এল অ্যাটাকিং থার্ডে। বেশিরভাগ সময়েই দেখা গেল বাগান কিপার বিশাল কাইথ ছেড়ে প্রায় মাঝমাঠে উঠে এসেছেন। কামিংস দুটো সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। আলবিনো গোমস পাঁচটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। আলবার্তোর শট গোললাইন থেকে ফেরান সৌরভ দাস। ৭৪ শতাংশ বল পজেশন ছিল মোহনবাগানের। ১২ কর্নারও পেয়েছিল লিস্টনরা। কিন্তু তারা ভাঙতে পারছিলেন না ইস্পাত নগরীর টিমের ইস্পাত কঠিন ডিফেন্স।

বিরতির পরে এই চাপ রাখতে পারেনি জামশেদপুর। উইং থেকে আশিকের ভাসানো সেন্টারে টিমের ফ্লিক হেড হাতে লেগে যায় প্রণয় হালদারের। পেনাল্টি। গোল করতে ভুলচুক করেননি কামিংস (১-০)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলটা তাঁর হাতে লাগলেও প্রণয় কিন্তু এ দিন সারাক্ষণই যথেষ্ট দাপটে ফুটবল খেলেন। তিনি না থাকলে ম্যাকলারেনরা আগেই গোল পেয়ে যেতেন। টিমের ফর্মেশনে এ দিন মোলিনা একটা নতুন চাল দেন। মনবীর না খেলায় রাইট করিডরের বাঁধন যাতে আলগা না হয়, তার জন্য তিনি লেফট উইঙ্গার লিস্টনকে সরিয়ে ডান দিকে আনেন। আগের ম্যাচে রাইট উইঙ্গার নীচে না নামায় বারবারই চাপে পড়ছিলেন রাইট ব্যাক আশিস। স্বস্তিতে ছিলেন বলেই বারবার টিমি ওভারল্যাপে গিয়েছেন। ১৭ মিনিটে তাঁর দূরপাল্লার শট অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় কর্নার করে বাঁচান জামশেদপুর কিপার আলবিনো।

ম্যাচটা দু'গোলে জিততে হবে, এই চাপ নিয়েও মোহনবাগান ফুটবলাররা তাড়াহুড়ো করেননি। ভুল পাস করেননি। 'স্লো'ও খেলেননি।

কামিংসের কথা মতো সারা ম্যাচই টিম খেলেছে 'আরাম সে, আরাম সে।' আর তাই ফের 'আরাম সে'-ই ফাইনালে গঙ্গা পারের ক্লাব।

মোহনবাগান: বিশাল, শুভাশিস, টম, আলবার্তো, আশিস, আশিক (মনবীর), আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, লিস্টন, কামিংস (দিমিত্রি), ম্যাকলারেন।



গোল করার পরে উচ্ছ্বাস আপুইয়ার। সোমবার যুবভারতীতে —অভিজিৎ আচ্য

ছয় ম্যাচ আগেই চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

প্যারিস: কিলিয়ান এমবাপে চলে যাওয়ার পরে অনেকে মনে করেছিলেন, প্যারিস সাঁ জার্মাঁর দাপট হয়তো কমবে ফরাসি লিগে। কারণ, গত মরশুমে এমবাপের ৪৪ গোলের সুবাদেই লিগ ওয়ান ও ফরাসি কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পিএসজি।

লিগ ওয়ান

কিন্তু এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ায় প্যারিসের ক্লাবে যে কোনও ধাক্কা লাগেনি, সেটা প্রমাণ করে দিলেন টিমের স্প্যানিশ কোচ লুইস এনরিকে। তাঁর কোচিংয়ে ৬ ম্যাচ বাকি থাকতেই এ বারের লিগ ওয়ান খেতাব জিতে নিল পিএসজি। অ্যাঙ্গার্সের বিরুদ্ধে ১-০ জিততেই ২৮ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্টে পৌঁছে গেল পিএসজি। লিগ টেবলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্সেইয়ের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান গিয়ে পৌঁছল ২২-এ। অর্থাৎ বাকি ৬ ম্যাচে হারলেও পিএসজি ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই নিয়ে টানা চার বার ও ৭ মরশুমে ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হলো প্যারিসের ক্লাব। এনরিকে বার্সেলোনাকে লা লিগার জোড়া খেতাব জিতিয়েছিলেন। এ বার তাঁর হাত ধরে টানা দু'বার লিগ ওয়ান পেল পিএসজি। এমবাপের জায়গাটা এ বার পূরণ করে দিচ্ছেন ওউসমানে দেম্বেলে। তিনি সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে গোল করেছেন ৩২টি। এনরিকে বলেছেন, 'পিএসজির ঘরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নেই। আমার লক্ষ্য, এ বার সেই ট্রফিটা প্যারিসে আনা।' অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে পিএসজি।

সুপার কাপে ফের হতে পারে ডার্বি

ভুবনেশ্বরে টুর্নামেন্ট শুরু ২০ এপ্রিল

এই সময়: কলিঙ্গ সুপার কাপ ফুটবল এ বার শুরু হচ্ছে ২০ এপ্রিল থেকে। ভুবনেশ্বরে নক আউট ফর্ম্যাটের এই টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ শেষ ষোলো পর্যায়ের।

ওই দিনেই শেষ ষোলো পর্যায়ের ম্যাচে মোহনবাগান খেলবে আই লিগের কোনও টিমের সঙ্গে, যে প্রতিপক্ষ এখনও ঠিক হয়নি। তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতলে তারা ২৬ এপ্রিল মুখোমুখি হবে কোয়ার্টার ফাইনালে। ফলে মরশুমে আরও একবার ডার্বির স্বাদ পাবেন সমর্থকেরা।

সুপার কাপ চলবে ৩ মে পর্যন্ত। ১৬ টিমের টুর্নামেন্টে ১৩ আইএসএল টিম, সঙ্গে আই লিগের প্রথম ৩ টিম— চার্চিল ব্রাদার্স, ইন্টার কাশী ও গোকুলম এফসি খেলবে। তবে আই লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ যেহেতু এখন অ্যাপিল কমিটির সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে, তাই ১, ২ ও ৩ নম্বর পজিশন ঠিক হয়নি। এই তিন আই লিগের টিমের বিরুদ্ধে খেলবে আইএসএলের প্রথম তিন টিম— মোহনবাগান, এফসি গোয়া ও বেঙ্গালুরু এফসি।

আই লিগের টিমগুলির ফয়সালা হলে সম্পূর্ণ সূচি ঘোষিত হবে ৯ এপ্রিল। সেমিফাইনাল পর্যন্ত কোনও ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় থাকছে না। ম্যাচ ড্র থাকলে টাইব্রেকার হবে। শুধু ফাইনালে থাকবে অতিরিক্ত সময়। সঙ্গে টাইব্রেকারও।

অসামান্য ক্রুনালের কাছে হার হার্দিকের



হাফ সেঞ্চুরির পথে বিরাট কোহলি। সোমবার ওয়াংখেড়েতে — পিটিআই

বেঙ্গালুরু ২২১-৫ (২০ ওভারে)
মুম্বই ২০৯-৯ (২০ ওভারে)

এই সময়: শেষ ওভারে দরকার ছিল ১৯। হাতে তখনও মুম্বইয়ের চার উইকেট। বোলার ক্রুনাল পান্ডিয়া। প্রথম দু'বলে তিনি তুলে নিলেন স্যান্টনার (৮) ও দীপক চাহারকে (০)। বাউন্ডারি লাইনে কোনও রকমে ক্যাচ ধরে ব্যালান্স হারানো সল্ট বল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শূন্যে। চাহারের সেই ক্যাচ নিলেন টিম ডেভিড। তার পরেও সুযোগ ছিল। কিন্তু চার বলে করতে হতো ১৮। ক্রুনালের পঞ্চম বলে নমন ধীর বাউন্ডারিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরতেই ওয়াংখেড়েতে ইতিহাস। দশ বছর পরে এই বিরাটের বেঙ্গালুরু জিতল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। মুম্বইকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন দুরন্ত হার্দিক। তিনি ১৫ বলে করে যান ৪২ রান। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। দুই ভাইয়ের লড়াইয়ে শেষ হাসি বড় ভাই ক্রুনালের। ৪৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে আইপিএলের সেরা বোলিং। ম্যাচের সেরা অবশ্য রজত পতিদার। নায়ক ক্রুনাল ম্যাচ জিতিয়ে বললেন, 'একজন পান্ডিয়াকে হারতেই হতো। হার্দিকের জন্য খারাপ লাগছে।'

এর বাইরে আকর্ষণ ছিল বিরাট কোহলি বনাম রোহিত শর্মা। সেখানে অন্তত জিতলেন বিরাট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ওপেন করতে নেমে খেললেন ৪২ বলে ৬৭ রানের ইনিংস। সেই ইনিংস সাজানো ৮টি চার ও দুটি ছক্কায়। সেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমেছিলেন রোহিত। ওপেন করে তাঁর অবদান ১০ বলে ১৭। মেরেছেন দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি। সোজা কথায়, আইপিএলে ব্র্যান্ড বিরাট উজ্জ্বল হলেও ব্যর্থ রোহিত।

বুমরার প্রত্যাবর্তন

সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রো বনাম কো ডুয়েলের মাঝে অবশ্য অন্য আগ্রহও ছিল। তা হলো জশপ্রীত বুমরার প্রত্যাবর্তন। উইকেট পেলেন না বটে, কিন্তু পুরোনো মেজাজেই পাওয়া গেল তাঁকে। বুমরার বোলিং পারফরম্যান্স ৪-০-২৯-০।

রো-কো ডুয়েল বা বুমবুমের ফেরার ম্যাচে আগে ব্যাট করে আরসিবির স্কোর ২২১-৫। রান পেলেন টিমের ক্যাপ্টেন রজত পটিদার। ৩২ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। মেরেছেন ৫টি চার, ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে নেমে জিতেশ শর্মার ব্যাট থেকে এসেছে ১৯ বলে ৪০ নট আউটের ঝোড়ো ইনিংস। উইকেট পেয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট (২-৫৭) ও হার্দিক পান্ডিয়া (২-৪৫)। তবে জয় এল না মুম্বইয়ের।



সল্ট-ডেভিডের যুগলবন্দিতে সেই দুর্দান্ত ক্যাচ। ব্যাটার দীপক চাহার। সোমবার মুম্বইয়ে

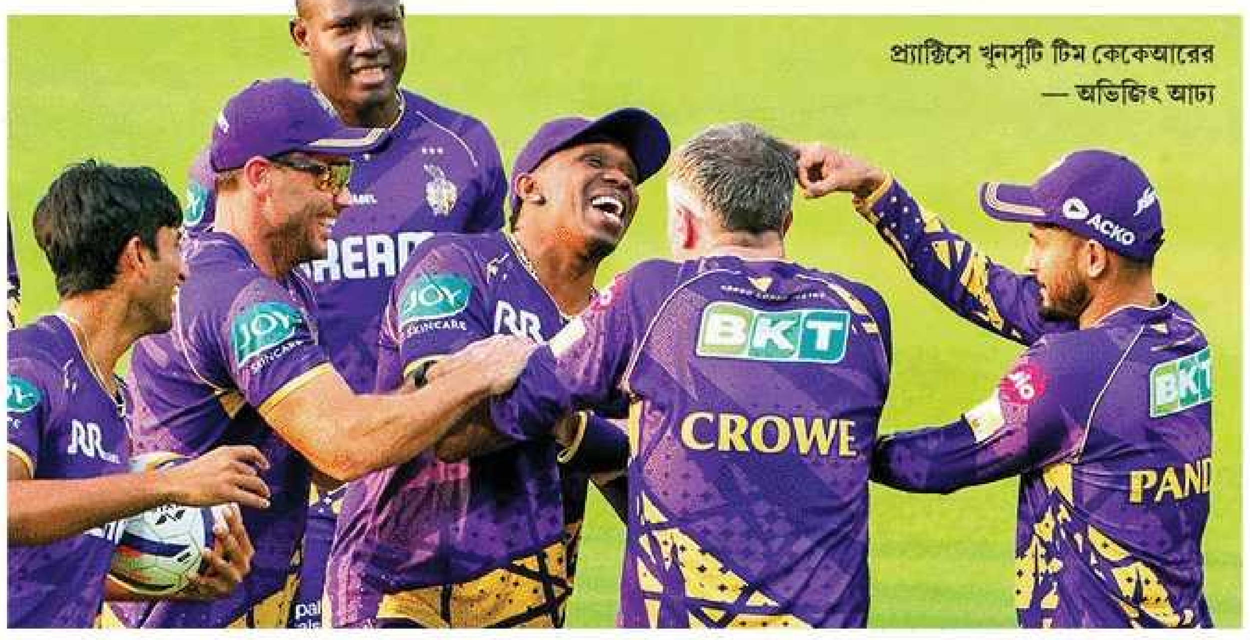
বরুণ বনাম পুরান যুদ্ধে মিশে ইতিহাসের সুগন্ধ

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কেকেআরের পেজ থেকে ভিডিয়োটা বেশ ভাইরাল। ইডেনে ঋষভ পন্থ, কখনও জড়িয়ে ধরছেন সুনীল নারিনকে। কখনও তাঁর আলিঙ্গনে আন্দ্রে রাসেল। আবার রিঙ্কু সিংয়ের চুলের মুঠি ধরে আদর। পিছনে ভেসে আসছে অনুপম রায়ের গান, 'বন্ধু চল…!'

কেকেআর বনাম লখনৌ ম্যাচের আগে হঠাৎই একটা 'ফিল গুড' পরিবেশ। বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আবেগ জায়গা করে নিচ্ছে দুই টিমের লড়াইয়ে। দুটো টিমের সঙ্গেই যে কোথাও কলকাতা শহর জড়িয়ে। লখনৌ মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এই শহরেরই মানুষ। বাংলার আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে তিনি। সোমবার রাতে এক বুক টেনশন এবং ঋষভ পন্থকে পাশে নিয়ে গোয়েঙ্কা বসেছিলেন যুবভারতীর গ্যালারিতে। আজ ইডেনে 'সবুজ মেরুন' সমর্থনও পাবেন ঋষভরা।

এই সব আবেগ-ভালোবাসার বাইরে যে সব অঙ্ক আজকের ম্যাচের ফ্যাক্টর হবে, তার মধ্যে অন্যতম হতে চলেছে স্পিনারদের ভূমিকা। ইডেনে এখন খেলা মানেই উইকেট নিয়ে বেশ কয়েকটা লাইন লিখতে হয়। এ বারও ব্যতিক্রম নয়। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে যে উইকেটে খেলা হয়েছিল, সেই উইকেট ফিরিয়ে আনা হয়েছে আজকের ম্যাচে। একেবারে ন্যাড়া উইকেট। বল থমকে-থমকে আসবে। যা খুব পছন্দ করেন সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তী। সে দিকেই ইঙ্গিত করে গেলেন লখনৌয়ের শাহবাজ আহমেদ। বাংলার হয়ে খেলার সুবাদে ইডেনের প্রতিটি ঘাস চেনেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ইডেনে লাল বলে খেলা হলে অন্য রকম উইকেট হয়। এই সব ম্যাচে অন্য রকম। স্লো উইকেট। স্পিনাররা অবশ্যই সাহায্য পাবে। বল সহজে ব্যাটে আসবে না।'



প্র্যাক্টিসে খুনসুটি টিম কেকেআরের — অভিজিৎ আঢ্য

ঘটনা হল, ম্যাচটা রাতের ম্যাচ নয়। যারা আগে ব্যাট করবে, অনেকটা সময়েই গনগনে রোদে ব্যাট করতে হবে। কেকেআরের সহকারী কোচ ওটিস গিবসন থেকে লখনৌয়ের শাহবাজ, দু'জনেই বলে গেলেন, 'দুপুরে ম্যাচ হলে খুব একটা ফারাক হয় না। তার পরেও শেষ দিকে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধে পায়।' টস জিতলে আগে ব্যাট করার পথেই যাবে দুই টিম। রোদের মধ্যে টানা ফিল্ডিংয়ে ক্লান্তি বাড়াতে চাইবেন না ক্রিকেটাররা।

লখনৌ টিম তাকিয়ে আছে ঋষভ পন্থের দিকে। ক্যাপ্টেনের ব্যাটে যে এখনও ঝড় ওঠেনি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সাল থেকে কেকেআরের বিরুদ্ধে ১৬ ম্যাচে ঋষভ রান করেছেন ৩৮। গড় ২৪.০৬। স্ট্রাইক রেট অসাধারণ ১৪৭.৫০। কেকেআরের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৩৬ বাউন্ডারি ও ১৮ ছক্কা। আবার বরুণ চক্রবর্তীর বলে ছ'বারের মধ্যে তিনবার আউট হয়েছেন ঋষভ। আজও তাঁর সামনে বরুণকে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা যে রয়েছে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইডেনে অবশ্য ঋষভের পারফরম্যান্স খুব খারাপ নয়। সব মিলিয়ে ৮১ বলে ১২২ রান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ফর্মে ফিরতে আজকের দিনটাকে ঋষভ বেছে নিলে অবশ্য কেকেআর বোলারদের কপালে দুঃখ আছে।



সোমবার ইডেনে বিগ্নেশ রাঠি

তবে আজ ঋষভের চেয়েও বড় মাথাব্যথার কারণ হতে পারেন নিকোলাস পুরান। চার ম্যাচে ২০১ রানে কমলা টুপি মাথায় রেখেছেন। গড়ও অবিশ্বাস্য ৫০.২৫! যে স্পিনে বাজিমাতের ভাবনায় কেকেআর, সেখানেও পুরান সফল। গতবার স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ২০৯। পুরানের সঙ্গে মিলারের ব্যাট চললে চাপ কিন্তু বাড়বে।

কেকেআরের সেখানে চিন্তার কারণ অবশ্যই আন্দ্রে রাসেল। ব্যাটে রান নেই। ব্যাটে-বলে সুনীল নারিনকে সফল বলা যায় না এখনও। কুইন্টন ডি'কক গুয়াহাটিতে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৯৭ নট আউটের পরে আর রানের মধ্যে নেই। রাহানে কার্যকরী ইনিংস খেললেও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারছেন না। ভালো খবর, গত ম্যাচে রানে ফিরেছেন ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ'র বেঙ্কটেশ আইয়ার। অবশ্য, কেকেআর ব্যাটারদেরও সমস্যায় ফেলতে তৈরি লখনৌ স্পিনার বিগ্নেশ রাঠি।

ফলাফল যাই হোক না কেন এবং ইডেনের গ্যালারি আজও যতই ফাঁকা থাকুক না কেন, উপভোগ্য ম্যাচ হবে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কলকাতার সংস্কৃতিতে একটা সময়ে আতরের সুগন্ধ ছড়িয়েছিলেন লখনৌর শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আজও বয়ে চলেছে তাঁর স্মৃতি। তাই বাইশ গজে প্রবল লড়াইয়ে কোথাও যে 'বন্ধু চল'-এর সুরও থাকছে!

আইপিএলে নয়া নীতি

এ বারের লিগে নতুন কিছু নিয়ম চালু হয়েছে। এই নিয়মগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছে সব টিমই। নিয়মগুলো তুলে করল খেলার সময়



স্যালাইভার ব্যবহার

● স্যালাইভার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় সুবিধে পাচ্ছেন পেসাররা। ফিরে এসেছে রিভার্স সুইং

সেকেন্ড বল রুল

● ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে শিশির পড়লে বোলাররা যাতে বলের গ্রিপ ঠিক রাখতে পারেন, সে জন্য ইচ্ছে করলে পরে বোলিং করা টিম ১০ ওভারের পরে অন্য বল নিতে পারে

ওয়াইড গাইডলাইন মুভমেন্ট

● এটি একটি নীল সরলরেখা, যা ব্যাটার লেগ বা অফের দিকে বেশি সরে এলে সেই অনুপাতে সরে যায়, যা আম্পায়ারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে



ওয়াইডের জন্য হক-আই

● অফস্টাম্পের বাইরের বল বা মাথার উপর দিয়ে যাওয়া বলের ক্ষেত্রে হক-আই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে এই প্রথম

ওয়াইডে ডিআরএসের ব্যবহার

● ব্যাটিং টিম কোনও বল ওয়াইড মনে করলে ডিআরএসের সাহায্য নিতে পারে

ডিমেরিট পয়েন্ট সিস্টেম

● এ বারে নতুন কোড অফ কন্ডাক্ট অনুযায়ী স্লো ওভাররেট বা অন্য অপরাধের জন্য প্লেয়ারদের দেওয়া হচ্ছে ডিমেরিট পয়েন্ট, যা ৩৬ মাস পর্যন্ত রেকর্ডে থাকবে



ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুল

● এই নিয়ম নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই বছর এই নিয়ম বহাল থাকছে

রোনাল্দোর থেকে শিখতে চান মেসি-ভক্ত পন্থ

রূপক বসু

ক্রিকেটার না হলে টেনিস খেলতেন ঋষভ পন্থ।

নিকোলাস পুরানের গলায় বলিউডের গান।

আইএসএল মোহনবাগানের হয়ে শেষ চারের লড়াই নামার খানিক আগে বিন্দাস মেজাজে জেমি ম্যাকলারেন আর দিমিত্রি পেত্রাতোস।

সব মিলিয়ে এ যেন এক অন্য রকম সকাল। যেখানে ফুটবল-ক্রিকেট একাকার। তারকার বর্ম ছেড়ে খেলার জগতের মানুষদের নিয়ে এক খোলামেলা পরিবেশ।

সোমবার সকাল থেকে উত্তেজনায় ফুটছে শহর। যুবভারতীতে সন্ধেয় আইসিএলে ফাইনালে ওঠার যুদ্ধ ছিল জেমি-দিমির মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের। মঙ্গলবার সন্ধেয় আবার লখনৌ জায়ান্টসের হয়ে ইডেনে নামছেন নিকোলাস পুরান-ঋষভ পন্থরা। তার আগে যুদ্ধংদেহী মেজাজের বদলে পন্থ-পুরানরা ভাসলেন আবেগ আর নস্ট্যালজিয়ায়।



যুবভারতীতে মোহনবাগান ম্যাচে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে ঋষভ পন্থ। সোমবার

ঘটনাচক্রে গোটা ঘটনাটাই ঘটল একেবারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডেরায়। সকালে বাইপাসের বিলাসবহুল হোটেলে ঢোকার মুখে দেখা গেল লেখা আছে, 'হোম অফ নাইটস।' আসলে এখানে থাকেন কেকেআরের সদস্যরা। সেখানে এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পন্থ-পুরান-জেমি-দিমিরা। কিন্তু কারও মুখেই নেই হুঙ্কার। বরং কেউ ভাসলেন শৈশবের স্মৃতিতে, কারও মুখে জীবন দর্শনের উপলব্ধির কথা।

লখনৌ সুপার জায়ান্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ছেলে শাশ্বত গোয়েঙ্কার সঙ্গে আড্ডায় মেতেছিলেন ঋষভ। সেখানে তাঁকে পাওয়া গেল দার্শনিকর স্টান্সে। বলে দিলেন, 'জীবনে যদি কখনও সুযোগ হয়, তা হলে তিন জনের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। তাঁরা কোনও ক্রিকেটার নন। একজন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্দো, একজন রজার ফেডেরার। অন্য জন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনিতে আমি মেসির ফ্যান। তবে আমার মনে হয়, রোনাল্দোর থেকে বেশি শেখার আছে।'

মারকুটে ব্যাটার হিসেবে নামের প্রতি সুবিচার করে চলতি আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে আছেন ক্যারিবিয়ান নিকোলাস পুরান। ঋষভের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন তিনি। জীবনযুদ্ধে জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে পুরানের গলায় উঠে এল, 'আমার জীবন ঘটনাবহুল। ১৯ বছর বয়সে আমি ক্রিকেটে আঁকড়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল। হাসপাতালে জ্ঞান আসার পর শুধু নিজের স্বপ্নের কথা ভাবতাম। আজ আমি বলতে পারি, সেই স্বপ্ন অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে।'

জীবনযুদ্ধে জয়ী দুই ক্রিকেটারের পাশাপাশি তখন যুবভারতীতে আর এক লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন দুই মোহন ফুটবল যোদ্ধা। সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে জেমির বক্তব্য, 'মোহনবাগান সমর্থকদের বলব, কোনও ঝামেলায় জড়াবেন না। আপনাদের হয়ে লড়াই আমরা করব। আমরা মাঠে নিজেদের সেরাটা দেব। আপনারা গ্যালারিতে বসে শুধু আমাদের খেলাটা উপভোগ করুন।' সকালেই জেতানোর শপথ যেন তখন নিয়েছিলেন দুই ফুটবল যোদ্ধা। কথা রাখলেন দিমি-জেমি।

আজ কি কলকাতার পার্টি পণ্ড করতে পারবেন বাইশ গজ ছাপিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ের দুই চরিত্র ঋষভ পন্থ ও নিকোলাস পুরান?

জরিমানা ইশান্তের

এই সময়: ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ কাটা গেল গুজরাট টাইটান্সের পেসার ইশান্ত শর্মার। রবিবার হায়দরাবাদেপ বিরুদ্ধে ম্যাচে শাস্তি স্বরূপ এই ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে। কী করেছিলেন ইশান্ত, আইপিএসের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

এমনিতেই চার ওভারে ৫৩ রান দিয়েছিলেন ইশান্ত। ম্যাচের পরে শাস্তির মুখে পড়লেন। ম্যাচে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য ম্যাচ ফি কাটা গিয়েছে তাঁর। আইপিএলের কোড অফ কন্টাক্টের লেভেল ওয়ান অপরাধ করেছেই ইশান্ত। পেয়েছেন এক ডিমেরিট পয়েন্টও। মাঠে অ-খেলোয়াড় সুলভ আচরণ করলে এই শাস্তির অধীনে পড়েন ক্রিকেটার। কিন্তু ইশান্ত ঠিক কী করেছেন, তা জানা যায়নি। যদিও ম্যাচ রেফারির দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন গুজরাট বোলার। এখনও পর্যন্ত চলতি আইপিএলে মোট পাঁচ ক্রিকেটার এই ধরণের শাস্তির মুখে পড়েছেন।

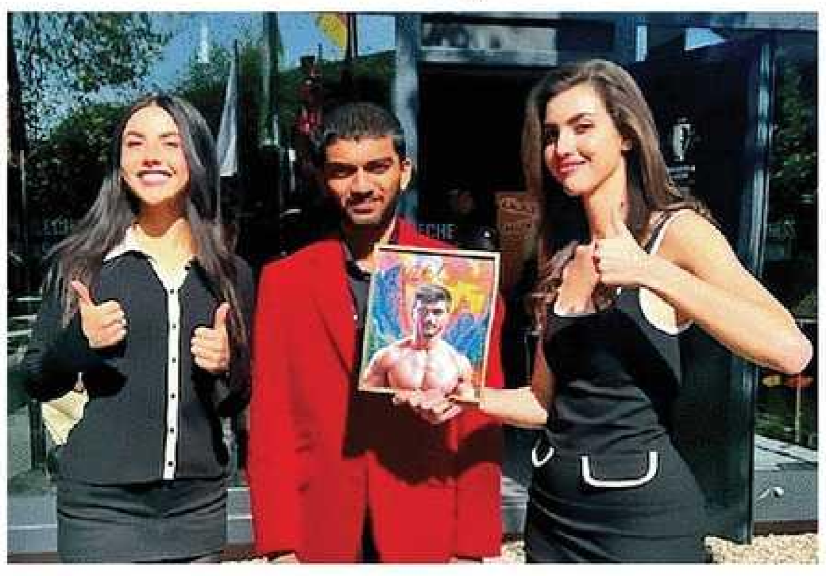
গুকেশকে নিয়ে মাতোয়ারা দাবার ফ্রি-স্টাইল টুর্নামেন্ট

এই সময়: মস্তিষ্কের সঙ্গে কিছুটা হলেও মিশে যাচ্ছে গ্ল্যামার। অনেকে নাক সিঁটকোলেও এটাই এখন দাবা দুনিয়ার বাস্তব। ম্যাগনাস কার্লসেন যা দারুণ ভাবে সমর্থন করছেন। সেই ফ্রি স্টাইল দাবা লিগেই শোরগোল পড়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশকে নিয়ে।

এমনিতে ক্লাসিক্যাল দাবার বিশেষজ্ঞ হিসেবেই দেখা হয় গুকেশকে। সদ্য ক্লাসিক্যাল দাবাতেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন চেন্নাইয়ের টিনএজার। এই

গ্ল্যামারের ৬৪ খোপ

অবস্থায় ফ্রি স্টাইল দাবায় গুকেশের অংশগ্রহণ নিয়ে চর্চা দাবা দুনিয়ায়। যদিও শুরুতে মোটেই ছন্দে নেই নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। জামানির ওয়াইজ়েনহাউসে প্রথম পর্যায়ে একটিও গেম জেতেননি গুকেশ। তবুও দ্বিতীয় পর্যায়ে গুকেশকে নিয়ে আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমছে না প্যারিসে। বিশ্বজুড়ে এই টিনএজারের অনেক ভক্ত মেতে উঠেছেন গুকেশের এই নতুন দাবা টুর্নামেন্টে যোগ দেওয়া নিয়ে। মডেলদের সঙ্গে পোজ় দিয়ে ছবি তোলা, বিশেষ পোস্টার তৈরি এ সবের মাধ্যমেই গ্ল্যামার মিশে যাচ্ছে মস্তিষ্কের খেলা দাবার সঙ্গে।



ক্লাসিক্যাল দাবায় বিশেষজ্ঞ হয়েও গ্ল্যামার থেকে দূরে নেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ

ঘটনা হলো, ক্লাসিক্যাল দাবার অনেক ভক্তই এই ফ্রি স্টাইল দাবাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। এমনকি এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনেকেই মনে করেছিলেন, ফিডে-র সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতার পথে হাঁটিতে চলেছে নতুন এই টুর্নামেন্ট। কার্লসেন জিন্স পরে দাবা টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ায় বাতিল হয়েছিলেন কয়েক মাস আগেই। তার পরেই ফিডের উপরে বিষোদ্গার করেছিলেন কার্লসেন। সেই সময়েই ফ্রি স্টাইল দাবা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি। অনেক বড় তারকার দাবার এই নতুন টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া নিয়ে প্রশ্নও উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিডের সঙ্গে সমঝোতা করেই দাবার সঙ্গে মিশে থাকছে গ্ল্যামার।

আইপিএল কোলাজ





পান্ডিয়া ব্রাদার্স। হার্দিককে হারিয়ে শেষ হাসি অবশ্য ক্রুণালেরই। (নীচে) আড্ডার মেজাজে কেএল রাহুল-মিচেল স্টার্করা — আইপিএল

বার্সার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী জেরেমি এখন সেলসম্যান

এই সময়: ফ্রান্সের তুলুসের এক স্পোর্টস গুডসের দোকানে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে অনেকেই চমকে যান এক সেলসম্যানকে দেখলে। জিনিস কেনা ভুলে লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর সঙ্গে সেল্ফি তুলতে।

আসলে এই সেলসম্যান তো সাধারণ কেউ নন। তাঁর দখলে বার্সেলোনার হয়ে দুটো লা লিগা, দুটো কোপা দেল রেই খেতাবের সঙ্গে রয়েছে একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় ও

নায়কের অন্য গল্প

ফিফা ক্লাব কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মেডেলও। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেসদের সঙ্গে বার্সেলোনায় খেলা স্টপার জেরেমি ম্যাথিউ এখন কাজ করেন এক ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকানে সেলসম্যান হিসেবে।

পাঁচ বছর আগে তিনি খেলা ছাড়ার পরে কোচিংয়ে আসেননি। এমনকি মাঠের ধারেকাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছিলেন মাঠের বন্ধুদের সঙ্গে। তার পরে আচমকাই ৪১ বছর বয়সি এই তারকার সন্ধান মিলেছে তুলুসের দোকানে। ফ্রান্সের সিনিয়র টিমের জার্সি গায়েও তিনি খেলেছিলেন ৫ ম্যাচ। বার্সার তৎকালীন কোচ লুইস এনরিকে দারুণ পছন্দ করতেন জেরেমিকে। তবে সে সময়ে মাসচেরানো ও পিকে স্টপারে খেলায় জেরেমিকে তিনি বেশি সুযোগ দিতে পারেননি। তাই তাঁকে সরিয়ে লেফট সাইড ব্যাক করে দিয়েছিলেন। খোর্দি আলবার সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাতেন লেফট ব্যাকে।



স্বর্ণালী অতীত। মেসি, সুয়ারেস, নেইমারের সঙ্গে বার্সার জার্সিতে জেরেমি ম্যাথিউ

পাঁচ বছর বালেন্সিয়ায় কাটিয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বার্সায়। সেখানে চার মরশুম খেলার পরে চলে যান স্পোর্টিং লিসবনে। সেখান থেকেই তিনি অবসর নেন ২০২০ সালে কোভিডের সময়ে। তার পরেই বেছে নেন নতুন পেশা।

অর্ণব চ্যাটার্জি কর্তৃক টাইমস হাউস, প্লট নম্বর-২, ব্লক ইএম, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত; এবং টাইডিংস মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের (ঠিকানা: সিদ্ধা এসপ্ল্যানেড, নাইন্থ ফ্লোর, ৬ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ / ফোন নম্বর: ০৩৩-৬৫২২ ২৫৫৫, ই-মেল আইডি: contact@eisamay.com) তরফে হীরক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিদ্ধা এসপ্ল্যানেড, নাইন্থ ফ্লোর, ৬ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত; সম্পাদক: হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

Printed by Arnab Chatterjee and printed at Times House, Plot No. 2, Block EM, Sector V, Salt Lake City Kolkata - 700091; and published by HIRAK BANDYOPADHYAY and published at Siddha Esplanade, 9th Floor, 6 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700013 on behalf of Tidings Media & Communications Private Limited (Siddha Esplanade, 9th Floor, 6 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700013 / Phone No: 033-6522 2555, E-mail: contact@eisamay.com); Editor HIRAK BANDYOPADHYAY, RNI Regn No : WBBEN/2012/47999